এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtube.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
দেখুন
শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

NARSINGHA
ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com
EKDIN
একদিন
এগিয়ে চলার সঙ্গী

রবি সাহিত্য সংস্কৃতি · সোম স্বাস্থ্য বীমা · মঙ্গল শিক্ষা প্রযুক্তি চাকরি · বুধ ভ্রমণের টুকিটাকি · বৃহস্পতি খেলার জগৎ · শুক্র সিনেমা অনুষঙ্গ · শনি আর্থিক আকাশ

৩ নজির, গোসাবার কিষাণ মাণ্ডিতে জাতীয় পতাকা তুলবেন মুখ্যমন্ত্রী

'নেতাজি নেতাদের নেতা',দলীয় সিদ্ধান্তের ইঙ্গিত শমীকের মুখে ৩

কলকাতা ১৪ অগস্ট ২০২৬ ২৮ শ্রাবণ ১৪৩৩ শুক্রবার বিংশ বর্ষ ৬৫ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 14.08.2026, Vol.20, Issue No. 65, 8 Pages, Price 3.00

নেতাজিকে অপমানে বঙ্গবিভূষণহীন অনন্ত

নিজস্ব প্রতিবেদন: নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুকে ঘিরে বিতর্কের মধ্যেই বিজেপির রাজ্যসভার সাংসদ অনন্ত মহারাজের 'বঙ্গবিভূষণ' সম্মান প্রত্যাহার করল রাজ্য সরকার। বৃহস্পতিবার, ১৩ অগস্ট, তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের নির্দেশে নাগেন্দ্র রায় ওরফে অনন্ত মহারাজকে ২১ ফেব্রুয়ারি দেওয়া 'বঙ্গবিভূষণ' বাতিল করা হয়েছে। সরকারি নির্দেশে বলা হয়েছে, সম্মান প্রদানের পর এমন কিছু তথ্য ও পরিস্থিতি সরকারের নজরে এসেছে, যার গুরুত্ব ও প্রকৃতির কারণে অনন্ত মহারাজের ক্ষেত্রে ওই সম্মান বহাল রাখা তার মর্যাদা, গরিমা ও উদ্দেশ্যের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। তবে নির্দেশে সাম্প্রতিক নেতাজি- বিতর্কের সরাসরি কোনও উল্লেখ নেই।

অন্যদিকে, এ বার অনন্ত মহারাজের মন্তব্যের কারণে সাংসদের বিরুদ্ধে স্বতঃপ্রণোদিত পদক্ষেপের আর্জি জানানো হয় সুপ্রিম কোর্টে। যদিও সেই আর্জি ফিরিয়ে দিয়েছে শীর্ষ আদালতের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তের বেঞ্চ। প্রধান বিচারপতির পর্যবেক্ষণ, আদালতকে স্বতঃপ্রণোদিত পদক্ষেপের জন্য কেন বলা হচ্ছে? কেউ চাইলে নিজেই মামলা করতে পারেন। রাজ্যসভার বিজেপি সাংসদ নগেন রায় ওরফে অনন্ত মহারাজ সম্প্রতি নেতাজিকে নিয়ে বেশ কিছু বিতর্কিত মন্তব্য করেন। তা নিয়ে বৃহস্পতিবার সুপ্রিম কোর্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এক আইনজীবী।

তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত থেকে বঙ্গবিভূষণ নিচ্ছেন অনন্ত মহারাজ।

স্কুলপাঠ্যে শ্যামাপ্রসাদ

নিজস্ব প্রতিবেদন: শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ১২৫তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে প্রাথমিক স্তর থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত পাঠ্যক্রমে তাঁর অবদান অন্তর্ভুক্ত করার উদ্যোগ নিল রাজ্য সরকার। স্বাধীনতা আন্দোলন, পশ্চিমবঙ্গ সৃষ্টিতে তাঁর ভূমিকা, শিল্প ও শিক্ষামন্ত্রী হিসেবে তাঁর কাজ এবং কাশ্মীর-সংক্রান্ত ভূমিকা নতুন প্রজন্মের সামনে তুলে ধরতেই পাঠ্যক্রমে তাঁর জীবন ও কর্মকে অন্তর্ভুক্ত করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। একই সঙ্গে এই বর্ষব্যাপী উদ্যাপন নিয়ে সাধারণ মানুষের মতামত ও প্রস্তাব জানতে পোর্টাল চালু করবে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর।

শ্রীক্ষেত্র থেকেই শ্রীঘরে নির্মল

নিজস্ব প্রতিবেদন: আরজি কর কাণ্ডে বিরাট সাফল্য পুলিশের। অবশেষে পুলিশের জালে পানিহাটির প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক নির্মল ঘোষ। বৃহস্পতিবার ওড়িশার পুরী থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। আরজি করের নির্যাতিতা চিকিৎসকের দেহ তড়িঘড়ি পুড়িয়ে তথ্যপ্রমাণ লোপাট এবং অপরাধমূলক ষড়যন্ত্রের অভিযোগে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ধৃতকে ওড়িশা থেকে ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটে নিয়ে আসা হচ্ছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে।

ঘটনার সূত্রপাত গত রবিবার। আরজি করের সেই নৃশংস ঘটনার দু'বছর পর পানিহাটির এক স্মরণসভায় উপস্থিত হয়ে বিষয়টি নিয়ে সরব হন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তড়িঘড়ি দেহ দাহ করার পেছনে রাজনৈতিক চক্রান্ত ও তথ্যপ্রমাণ লোপাটের অভিযোগ তুলে নতুন করে মামলার হুঁশিয়ারি দেন তিনি। এরপরই গত সোমবার ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন নিহত চিকিৎসকের বাবা।

এনআরএসে নার্সের মৃত্যুতে ঘনীভূত রহস্য

তদন্তে স্বাস্থ্য দপ্তরও, সাত সদস্যের কমিটি

নিজস্ব প্রতিবেদন: আরজি কর-কাণ্ডের ক্ষত এখনও টাটকা। তার মধ্যেই কলকাতার আরও এক নামী সরকারি হাসপাতালে নার্সের রহস্যজনক মৃত্যুকে কেন্দ্র করে ঝড় বঙ্গ রাজনীতিতে। নীলরতন সরকার অর্থাৎ এনআরএস মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের এইচডিইউ-এর শৌচালয় থেকে উদ্ধার হয়েছে কর্তব্যরত এক তরুণী নার্সের নিথর দেহ। মৃতের নাম রূপালি বর্মন। পুলিশ ও হাসপাতাল সূত্রে খবর, অতিরিক্ত মাত্রায় বিপজ্জনক 'ফেন্টানিল' ইনজেকশন শরীরে প্রয়োগের ফলেই বছর তিরিশের রূপালির মৃত্যু হয়ে থাকতে পারে। খবর পেয়েই বৃহস্পতিবার দুপুরে হাসপাতালে পৌঁছন রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী শারদ্বত মুখোপাধ্যায়। ঘটনার জল গড়িয়েছে লালবাজারের হোমিসাইড শাখা পর্যন্ত। শুধু তাই নয়, ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্তের জন্য ফরেনসিক প্রধানের নেতৃত্বে সাত সদস্যের উচ্চপর্যায়ের কমিটি গঠন করা হয়েছে।

হাসপাতাল ও পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, রূপালি আদতে পূর্ব মেদিনীপুরের পটাশপুরের বাসিন্দা হলেও বর্তমানে স্বামী রাহুল দাসের সঙ্গে দমদম ক্যান্টনমেন্ট এলাকায় থাকতেন। বুধবার রাতে এনআরএস হাসপাতালের স্ত্রীরোগ বিভাগের এইচডিইউ-তে তাঁর নৈশ ডিউটি ছিল। রাত ৮টায় ডিউটিতে যোগ দেওয়ার পর রোগীদের প্রাথমিক চিকিৎসা ও পরিষেবাও দেন তিনি। প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, রাত ১০টা ২০ মিনিট নাগাদ তিনি আচমকাই নার্সিং স্টেশন থেকে এইচডিইউ-এর শৌচালয়ে প্রবেশ করেন। এর পর বেশ কিছুক্ষণ অতিক্রান্ত হলেও তিনি বেরোননি। ওই সময় এক জুনিয়র রেসিডেন্ট চিকিৎসক এক রোগীর ডেথ সার্টিফিকেট সংক্রান্ত কাজে রূপালিদেবীকে খুঁজতে শুরু করেন। তিনি শৌচালয়ে রয়েছেন জেনে সহকর্মীরা রাত ১০টা ২৭ নাগাদ বাইরে থেকে দরজা ধাক্কাধাক্কি ও ডাকাডাকি শুরু করেন। কিন্তু ভিতর থেকে কোনও সাড়াশব্দ না মেলায় আশঙ্কিত হয়ে পড়েন সহকর্মীরা। অগত্যা হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের নির্দেশে এক গ্রুপ-ডি কর্মীকে দিয়ে দরজা ভাঙা হয়। এরপরই নজরে আসে অচৈতন্য অবস্থায় মেঝেই লুটিয়ে পড়ে রয়েছেন রূপালি। পাশেই পড়ে রয়েছে তাঁর মোবাইল ফোনটি। তড়িঘড়ি তাঁকে বের করে ট্রলিতে তুলে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়। তবে পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর চিকিৎসকেরা জানান, ততক্ষণে সব শেষ। আনুমানিক রাত সাড়ে ১০টা নাগাদ তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়।

খবর পেয়েই অকুস্থলে পৌঁছয় এন্টালি থানা এবং লালবাজারের হোমিসাইড শাখার গোয়েন্দারা। উপস্থিত হন কলকাতা পুলিশের ডিসি ইএসডি সুবিমল পাল। প্রাথমিক তদন্তে মৃতদেহে কোনও দৃশ্যমান আঘাতের চিহ্ন মেলেনি, উদ্ধার হয়নি কোনও সুইসাইড নোটও। তবে তদন্তকারীদের নজরে আসে শৌচালয়ে পড়ে থাকা শক্তিশালী 'ওপিওইড পেনকিলার' ফেন্টানিলের ৩টি খালি ভায়াল। সাধারণত রোগীদের কড়া অ্যানেস্থেসিয়া বা তীব্র যন্ত্রণা উপশমে চিকিৎসকদের কড়া নজরদারিতে এই ওষুধ ব্যবহৃত হয়। চিকিৎসকদের প্রাথমিক অনুমান, কনুইয়ের সন্ধিস্থলের শিরায় অনিয়ন্ত্রিত ভাবে মাত্রাতিরিক্ত ফেন্টানিল ইনজেক্ট করার ফলেই হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে দ্রুত তাঁর মৃত্যু হয়েছে।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম - পদবী পরিবর্তন

আমি, শুচিস্মিতা ঘোষ মুখার্জী, স্বর্গীয় সুনীল কুমার ঘোষের কন্যা, সাং-সন্তোষ রায় রোড, কলকাতা-৭০০০৬৮, গত ১৮.১০.২০২২ তারিখে আলিপুরের মাননীয় নোটারি পাবলিকের সম্মুখে শপথপত্রের মাধ্যমে ঘোষণা করেছি যে, আমার প্রকৃত ও সঠিক নাম শুচিস্মিতা ঘোষ।

"শুচিস্মিতা ঘোষ মুখার্জী" এবং "শুচিস্মিতা ঘোষ" একই ব্যক্তি ও অভিন্ন সত্তা। অতএব, ভবিষ্যতে সকল প্রকার সরকারি ও বেসরকারি নথিপত্রে আমি শুচিস্মিতা ঘোষ নামে পরিচিত ও স্বাক্ষর করব।

CHANGE OF NAME

I Rajesh Agarwal, S/o Late Madan Lal Agarwal, Resident of 87, Dum Dum Road, BL-4, Flat 3D, Dist. North 24 Parganas, West Bengal, Pin-700074, do hereby declare that I have changed my name from Rajesh Agarwal to Rajesh Kumar Agarwal and henceforth I shall be known as Rajesh Kumar Agarwal in all purpose, vide Affidavit No. 22AC 196491 sworn before the Learned Notery Public, Kolkata on 12th August 2026. That Rajesh Kumar Agarwal and Rajesh Agarwal both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I **Rabindranath Manna** S/O of late Surendra Manna residing at Vill Jalchak PO. Jalchak PS Pingla Dist Paschim Medinipur shall henceforth be known as Rabindra Manna as declared before the Court of Ld JM 1st class at Midnapur Dist. Paschim Medinipur vide affidavit no 21168 dated 12.08.26. Rabindranath Manna and Rabindra Manna both are same and identical person.

নাম -পদবী পরিবর্তন

গত 07/08/2026, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে 19080 নং এফিডেভিড বলে আমি Dipayan Chakraborty S/o. Dilip Chakraborty, ঘোষণা করিয়াছি যে, ০৩/০৩/২০২৫ তারিখে Shampa Chakraborty D/o. Sushanta Banerjee মহাশয়ার সহিত বিবাহের পর Shampa Chakraborty-এর কন্যা Sanjana Chakraborty-কে গত ১৪/১০/২০২৫ তারিখে আমি Dipayan Chakraborty আমার দত্তক কন্যা হিসাবে গ্রহণ করিয়াছি।

গত 29/07/2026 তারিখে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে 18373 নং এফিডেভিট বলে আমি Sukdev Haldar (old name), S/o. Sontosh Halder, R/o. Rabindranagar, Paschimpara, Rabindranagar, Chinsurah, Hooghly-712103, W.B., ঘোষণা করিয়াছি যে, আমি Sukdev Haldar নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Sukdev Halder (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি। আমি Sukdev Halder & Sukdev Haldar S/o. Sontosh Halder, সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 11/08/2026, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 13953 নং এফিডেভিট বলে আমি Tapas Kumar Ray S/o. Anil Kumar Ray ও Tapas Kr. Roy S/o. A. K. Roy সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 14/06/2023, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 9529 নং এফিডেভিট বলে আমি Kamaluddin Dafadar S/o. Md Mojahar Ali Dafadar ও Md Kamaludin, M.D. Kamaluddin S/o. Md Mujahar, M. D. Mujahar, Mohd Mojahar Ali Dafadar সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 28/07/2026, S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে 276 নং এফিডেভিট বলে আমি Sk Nizam Ali S/o. Sk Khuduniyaz Ali ও Shekh Nizam Ali S/o. Shekh Khuduniyaj Ali, Lt. K Ali সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 12/08/2026, S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে 24 নং এফিডেভিট বলে আমি Mahibul Islam S/o. Sekh Raihan Ali Mondal ও Mahibul Islam S/o. R. A. Islam সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 04/08/2026, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 13516 নং এফিডেভিট বলে আমি Sandip Kumar Das S/o. Netai Chandra Das ও Sandip Das S/o. Netai Ch Das সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

আমরা, ১) শ্রী অচিন কুমার সাহা ২) শ্রী শচীন কুমার সাহা ৩) শ্রী কুমার কৃষ্ণ সাহা ৪) শ্রী সমর কৃষ্ণ সাহা, সকলের পিতা- রাম পদ সাহা, সাং- শংকরপুর, পো:+ থানা- ধানতলা, জেলা- নদীয়া, পক্ষে বিগত ইংরেজি 27/10/2008 তারিখে IV-154 আমমোক্তারনামা দলিল বলে নিযুক্ত আমোক্তার শ্রী সন্তোষ সাহা পিতা-মৃত বিনোদ সাহা, সাং-শংকরপুর, পো:+থানা- ধানতলা, জেলা- নদীয়া। তপশীল- ৬৮ নং শংকরপুর মৌজায় ৩৩১ নং খতিয়ানে ১৯২০ নং দাগের ২ আনায় ০৫ শতক, ১৫১ খতিয়ানে ১৯২১ নং দাগ ২ আনায় ১১ শতক মধ্যে ০২ শতক ও ৩৩১ নং খতিয়ানে ১৯২৩ নং দাগে ২ আনায় ৩২ শতক মধ্যে ০৬.৫ শতক তিনটি দাগে মোট ১৩.৫ শতক জমি খরিদ করেন। মহাশয় উক্ত বিষয়ে কাহারো কোনরূপ আপত্তি থাকলে ৩০ দিনের মধ্যে রানাঘাট- II B.L & L.R.O অফিসে আপত্তি জানাবেন, অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য হইবে।

নাম-পদবী

আমি তপন মন্ডল ৫/৮/২৬ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট রানা ঘাট কোর্টে এফিডেভিট বলে আমার পিতা লক্ষন মন্ডল ও লক্ষন চন্দ্র মন্ডল উভয়ে একই ব্যক্তি হইল।

শপথ পত্র

আমি, **Nahid Hossain**, পিতা- Md Nure Hossain, গ্রাম- তালবাগানপাড়া, ভাকুরি-১, ডাকঘর- চালটিয়া, থানা- বহরমপুর, জেলা- মুর্শিদাবাদ, এতদ্দ্বারা বহরমপুরের মাননীয় জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট (প্রথম শ্রেণি)-এর আদালতে দাখিলকৃত ১১০২৭ ক্রমিক নম্বরযুক্ত (তারিখ ১৫.০৭.২০২৬) হলফনামার মাধ্যমে ঘোষণা করছি যে, আমার পিতার প্রকৃত ও সঠিক নাম হলো Md Nure Hossain (যা আমার এপিক, আধার ও প্যান কার্ডে লিপিবদ্ধ আছে); কিন্তু আমার WBCHSE-এর অ্যাডমিট কার্ড ও পাস সার্টিফিকেটে (রোল- ৪৪১২১১, নং- ০৪০৭) এবং WBBSE-এর অ্যাডমিট কার্ড ও পাস সার্টিফিকেটে (রোল- C44991G, নং- ০০৪৯) তাঁর নাম ভুলবশত Nur Hossain হিসেবে লেখা হয়েছে। Md Nure Hossain এবং Nur Hossain—অর্থাৎ আমার পিতা—একই ব্যক্তি।

শপথ পত্র

আমি **Md Nure Hossain**, পিতা- Late Hazi Mohd Abul Hossain, গ্রাম- তালবাগানপাড়া, ভাকুরি-১, ডাকঘর- চালটিয়া, থানা- বহরমপুর, জেলা- মুর্শিদাবাদ, এতদ্দ্বারা বহরমপুরের মাননীয় জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট (প্রথম শ্রেণি)-এর আদালতে দাখিলকৃত ১১০২৮ ক্রমিক নম্বরের (তারিখ ১৫.০৭.২০২৬) হলফনামার মাধ্যমে ঘোষণা করছি যে, আমার আধার কার্ড ও প্যান কার্ডে আমার পিতার প্রকৃত ও সঠিক নাম Hazi Mohd Abul Hossain হিসেবে লিপিবদ্ধ থাকলেও, আমার এপিক (EPIC) কার্ডে (নম্বর UJM1823913) তাঁর নাম শুধুমাত্র Abul Hossain হিসেবে লেখা হয়েছে। Hazi Mohd Abul Hossain এবং Abul Hossain—অর্থাৎ আমার পিতা—একই ব্যক্তি।

॥ বিজ্ঞপ্তি ॥

এতদ্বারা জনসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, বীরভূম জেলার বোলপুর থানার অন্তর্গত কালিকাপুর নিবাসী শান্তিবালা দাসী, বৈদ্যনাথ দাস, কাশীনাথ দাস, পরেশনাথ দাস, জ্যোৎস্না কর, পূর্ণিমা দাস ও অনিমা দালাল ব্যক্তিগণ জেলা বীরভূম থানা বোলপুর অন্তর্গত ৯৭ নং জে.এল. ভুক্ত মকরমপুর মৌজাস্থিত এল.আর. ৮৬ নং খতিয়ান ভুক্ত ৩৬০ নং দাগের সম্পত্তি হস্তান্তর করিবার নিমিত্ত লোকনাথ দাস, পিতা ৺কৃষ্ণ কিঙ্কর দাস, সাকিম- কালিকাপুর, বোলপুর, জেলা- বীরভূম-কে ADSR Bolpur অফিসের ১৯৯৫ সালের ৪ নং বহির ৯৭ নং আমমোক্তারনামা দলিলবলে তাঁহাদের পক্ষে আমমোক্তার নিযুক্ত করিয়াছেন। উক্ত আমমোক্তারনামা দলিলবলে লোকনাথ দাস মকরমপুর মৌজার ৮৬ নং খতিয়ান ভুক্ত ৩৬০ নং দাগের সম্পত্তি বিভিন্ন ব্যক্তিকে রেজিষ্ট্রীযুক্ত দলিলমূলে বিক্রয় করিয়াছেন। উক্ত বিক্রয়ের বিষয়ে কাহারও কোন প্রকার আপত্তি/অভিযোগ থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের দিন হইতে এক মাস মধ্যে বোলপুর বি.এল. & এল.আর. অফিসে বা সংশ্লিষ্ট অফিসে জানাইতে হইবে অন্যথায় উক্ত সম্পত্তির মিউটেশন/রেকর্ড সংশ্লিষ্ট আবেদনকারীর নামে আইন অনুযায়ী হইবে।

Raghunath Dutta, Advocate
Bolpur Court, Birbhum

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, ১)**শ্রীমতী পদ্মরানী দাস,** স্বামী শ্রী চিত্তরঞ্জন দাস, সাকিম আনারবাটী, আঁটপুর, জাঙ্গীপাড়া, হুগলী, ২)**শ্রীমতী ইন্দ্রানী দত্ত,** স্বামী শ্রী হারাধন দত্ত, সাকিম জিরাট বারুইপাড়া (কালিতলা), জিরাট, বলাগড়, হুগলী, ৩)**শ্রীমতী নমিতা দে,** স্বামী শ্রী শ্রীদাম দে, সাকিম আঁটপুর কাঁটামনি, আঁটপুর, জাঙ্গীপাড়া, হুগলী, ৪)**শ্রীমতী অন্নপূর্ণা দত্ত,** স্বামী শ্রী সমীর দত্ত, সাকিম কালনা বারুইপাড়া, কালনা, অম্বিকা কালনা, বর্দ্ধমান, ৫)**শ্রী নিমাই চাঁদ পাল,** ৬)**শ্রী গৌর চাঁদ পাল,** ও ৭)**শ্রী নিতাই চাঁদ পাল,** ১-৭ নং সকলের পিতা ৺পশুপতি পাল, ৫-৭ নং সাকিম খামারপাড়া বকুলতলা লেন, চুঁচুড়া, হুগলী, মহাশয়/মহাশয়াগণ বিগত ইংরাজি ২৬/০২/২০০৭ তারিখে এ.ডি.এস.আর., চুঁচুড়া, হুগলী, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত **IV-00004/2007** নং আমমোক্তারনামা দলিলমূলে শ্রী চৈতন্য পাল পিতা ৺পশুপতি পাল, সাকিম খামারপাড়া বকুলতলা লেন, চুঁচুড়া, হুগলী, মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত আমমোক্তারনামা বলে **শ্রী চৈতন্য পাল** মহাশয় **তপশীল**- জেলা হুগলী, থানা চুঁচুড়া, মৌজা খামারপাড়া, জে.এল নং ৭/২২, আর.এস. ২৮৬ তথা হাল এল.আর. ৬০২ নং খতিয়ান ভুক্ত, আর.এস. ২১৫৮ তথা হাল এল.আর. ২৮০৮ নং দাগ হইতে ১)বিগত ইং ১৬/০১/২০০৮ তারিখে এ.ডি.এস.আর., চুঁচুড়া, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত **I-00203/2008** নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **শ্রীমত্যা শিউরতি দেবী,** স্বামী ৺লছমন রাউৎ, সাকিম ডানলপ স্টেট, কোয়াটার সিঙ্গেল লাইন, কোয়াটার নম্বর বি-১৫, সাহাগঞ্জ, চুঁচুড়া, হুগলী, মহাশয়াকে ০১ কাঠা ০৯ ছটাক ২৭ বর্গফুট বা কমবেশী ০.০২৬ একর বাগান জমি, এবং ২)বিগত ইং ১৩/০৮/২০১০ তারিখে এ.ডি.এস.আর., চুঁচুড়া, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত **I-03591/2010** নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে ১)**শ্রী দিলীপ দাস** ও ২)**শ্রী সমীর দাস,** উভয়ের পিতা ৺অনিল দাস, উভয়ের সাকিম খামারপাড়া, অমলপল্লী, ২নং রেলগেট, বাঁশবেড়িয়া, চুঁচুড়া, হুগলী, মহাশয়দ্বয়কে ০১ কাঠা ০৮ ছটাক ৪০ বর্গফুট বা কমবেশী ০.০২৫ একর বাগান জমি, একুনে দুইটি পৃথক পৃথক বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে সম্পত্তি বিক্রয় করেন। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতাগণ ১) **শ্রীমত্যা শিউরতি দেবী,** স্বামী ৺লছমন রাউৎ, ২)**শ্রী দিলীপ দাস** ও ৩)**শ্রী সমীর দাস,** ২/৩নং পিতা ৺অনিল দাস, তাহাদের উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও মগরা-চুঁচুড়া ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন/করিতেছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি- **মীর মহঃ কলিমুদ্দিন, উকিলবাবু,**
চন্দননগর আদালত, হুগলী

জমি ক্রয়/বিক্রয়

নিউ টাউন কলকাতায় HIDCO allotted প্লট কিনতে চাই। কল করুন ৯৪৩৩২ ৪৭৬৫২।

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল **শ্রী রতন কুমার পাল,** পিতা ৺চন্দ্র শেখর পাল, সাকিম- জয়পুর, পোঃ-মগরা, থানা- মগরা,জেলা-হুগলী। গত ইংরাজী ২০১৭ সালে হুগলী এ.ডি.এস. আর. অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত ৪ নং বহির, ০৬০৩ নং ভল্যুমে, ৫১৬৬ হইতে ৫১৭৮ নং পাতায় লিখিত ৩৬৮/২০১৭ নং আমমোক্তারনামা দলিল মুলে জেলা হুগলী, থানা মগরার সামীল, ৪০ নং জে.এল. আমোদঘাটা মৌজায় এল.আর. ১৯৮৮ নং খতিয়ানে এল.আর. ৫৬৭ নং দাগে বাস্তু জমি চিহ্নিত মতে পরিমান ০.৯০ শতক সম্পত্তি জেলা হুগলী থানা মগরা সাকিম- জয়পুর নিবাসী **শ্রী স্বপন কুমার দাস,** পিতা ৺হরিহর দাস,মহাশয়কে আমমোক্তার নিযুক্ত করিয়াছেন। তাহার পর উক্ত স্বপন কুমার দাস বিগত ইংরাজী ১৩/০৮/২০২৪ তারিখে হুগলী এ.ডি.এস.আর. অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত ৯৩৯৯ নং বিক্রয় কোবালা দলিল মুলে **শ্রীমতী জয়তী অধিকারী** স্বামী শ্রী প্রবীন মন্ডল, মহাশয়াকে বিক্রয় করেন। উক্ত **জয়তী অধিকারী** মহাশয়া বর্তমানে তাহা মগরা-চুঁচুড়া বি.এল. এ্যান্ড এল.আর.ও অফিসে মিউটেশনের আবেদন করিয়াছেন যাহার নং- MN/2026/0601/6102 ইহাতে কাহারো আপত্তি থাকিলে অদ্য হইতে আগত ৩০ দিনের মধ্যে মগরা-চুঁচুড়া বি.এল. এ্যান্ড এল.আর.ও অফিসে যোগাযোগ করিবেন।

ইতি- **মীর মহঃ কলিমুদ্দিন, উকিলবাবু,**
চন্দননগর আদালত, হুগলী

// জেলা-হুগলীর সিভিল জজ সিনিয়র ডিভিশন-২য় আদালত চুঁচুড়া //

২০১৫ সালের- ১২১ নং দেওয়ানী মোকর্দ্দমা।

T.S. 121/15

মিত্রা ব্যানার্জ্জী .... বাদী

(বনাম)

সুব্রত ভৌমিক দীং ..... বিবাদী

// বিজ্ঞপ্তি //

এতদ্বারা জেলা-হুগলীর, মগরা থানার অন্তর্গত, আমোদঘাটা চণ্ডীতলা সাকিমের বাসিন্দা ৺**সলিল বিশ্বাস** এর ওয়ারিশান অর্থাৎ **সৈকত বিশ্বাস ও চাঁপা বিশ্বাস** কে জানানো যাইতেছে যে- জেলা-হুগলীর, পোলবা থানার অন্তর্গত আমনান মৌজাস্থিত ও ৫০ নং জে.এল. ভুক্ত, হাল-৫৪ নং দাগের- ১৩ শতক শালি জমি, হাল-৪৭২ নং দাগের -১৭ শতক শালি জমি, হাল- ৫৩৩ নং দাগের- ৩৭ শতক শালি জমি, হাল- ৫৬৩ নং দাগের-৪৭ শতক শালি জমি, হাল-১৮২৪ নং দাগের- ৫৩ শতক শালি জমি, হাল- ১৭৮৯ নং দাগের- ৯০ শতক শালি জমি, হাল- ১৩৬৩ নং দাগের- ২২ শতক শালি জমি লইয়া জেলা-হুগলীর, মগরা থানার অন্তর্গত হোয়েড়া সাকিমের বাসিন্দা **মিত্রা ব্যানার্জ্জী,** ও জেলা-হুগলীর, মগরা থানার অন্তর্গত বারুল সাকিমের বাসিন্দা **শিপ্রা ঘোষ** ও জেলা-হুগলীর, চন্দননগর থানার অন্তর্গত হাটখোলা তালকেপাড়া সাকিমের বাসিন্দা **চিত্রা দাস,** সকলের পিতা ৺নির্মল চন্দ্র বিশ্বাস, জেলা-হুগলীর সিভিল জজ সিনিয়র ডিভিশন-২য় আদালত চুঁচুড়ায় বিভাগ বন্টন বাবদ ও অন্যান্য প্রার্থনায় -২০১৫ সালের- ১২১ নং দেওয়ানী মোকর্দ্দমা দাখিল করেন। যদি অত্র মোকর্দ্দমায় আপনাদের কাহারো কোন বক্তব্য থাকে, সেক্ষেত্রে আপনি স্বয়ং বা আপনার ভারপ্রাপ্ত আইনজীবী মারফৎ অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের- ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে উপরি উক্ত আদালতে বক্তব্য পেশ করিবেন, অন্যথায় আপনার বিরুদ্ধে একতরফা আদেশ হইবে।

বাদীর পক্ষে নিযুক্তীয়
তন্ময় মুখার্জী, উকিলবাবু

আদালতের আদেশানুসারে
জ্যোতির্ময় সরকার, সেরেস্তাদার
সিভিল জজ সিনিয়র ডিভিশন-২য় আদালত
হুগলী সদর, চুঁচুড়া।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

আ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, **ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১**
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, **মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬**

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার,
সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, **মোঃ ৯৪৩৩১৬৯৯১৮।**

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি,
প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, **মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪**

নদিয়া

টাইপ কর্ণার,
নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, **মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮**

রাজ টেলিকম,
অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, **মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।**

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ,
শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, **মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।**

অবসর,
ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। **মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।**

সবিতা কমিউনিকেশন,
প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, **মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১**

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, **মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২**

শ্যাম কমিউনিকেশন,
দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, **মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬**

মানসী অ্যাড এজেন্সি,
শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, **মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭**

পশ্চিম মেদিনীপুর

মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি
দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা, ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১ **মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬**

এতদ্বারা জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে জানানো যাইতেছে যে আমার মক্কেল, সুজাতা রায় স্বামী- বিদ্যুৎ কুমার রায় সাং- কেশিয়া, পোঃ- কেশিয়া, থানা- খাতড়া, জেলা- বাঁকুড়া, গত ইংরাজী [illegible] তারিখে Khatra A.D.S.R Office এ রেজিষ্ট্রিকৃত [illegible] নম্বর কোবালা দলিল মূলে [illegible] সাং- কেশিয়া, পোঃ- কেশিয়া, থানা- খাতড়া, জেলা- বাঁকুড়া, [illegible] সাং- নগড়ী, পোঃ- নগড়ী, থানা- খাতড়া, জেলা- বাঁকুড়া, এদের পক্ষে নিযুক্তীয় আমমোক্তার বিদ্যুৎ কুমার রায় পিতা- [illegible] কেশিয়া, পোঃ- কেশিয়া, থানা- খাতড়া, জেলা- বাঁকুড়া, এর দ্বারা গত ইংরাজী ২০২৫ সালে Khatra A.D.S.R অফিসে রেজিষ্ট্রী কৃত [illegible] নম্বর আমমোক্তার নামা দলিল মূলে জেলা বাঁকুড়া অধীন থানা খাতড়া অর্ন্তগত [illegible] নম্বর জে.এল ভুক্ত কেশিয়া মৌজার L.R- [illegible] নম্বর খতিয়ানে R.S & L.R- [illegible] দাগে [illegible] শতক জায়গা ক্রয় করিয়াছেন। উক্ত জমিতে কাহারো কোন প্রকার আপত্তি থাকিলে উপযুক্ত তথ্য প্রমান সহিত আগামী ৩০ দিনের মধ্যে খাতড়া B.L & L.R.O Office এ অভিযোগ জানাইবেন। অন্যথায় আমার মক্কেল তাহার নিজ নামে উক্ত দলিল বলে নাম পত্তন করাইবেন।

গৌতম কুমার সাহু, অ্যাডভোকেট
খাতড়া কোর্ট
Enrolment No-WB/139/1989

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

সনৎ দেকে এলাকায় ঘোরাতেই জনরোষ, আরও বেশি শাস্তি হওয়া উচিত: অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: ভোট পরবর্তী হিংসা, তোলাবাজি-সহ একাধিক অভিযোগে ধৃত নৈহাটির প্রাক্তন বিধায়ক সনৎ দে। পুলিশ হেপাজতে থাকাকালীন বৃহস্পতিবার সকালে নিজের এলাকা ৬ নম্বর বিজয়নগরে ঘোরাতেই তাঁর ওপর জনরোষ আছড়ে পড়ল। উঠল চোর চোর স্লোগান। ক্ষিপ্ত জনতা তেড়ে গিয়ে তাঁকে মারতে উদ্যত হয়। বেগতিক দেখে ক্ষিপ্ত জনতার হাত থেকে রক্ষা করতে পুলিশ কোনওক্রমে তাঁকে গাড়িতে তুলে নিয়ে এলাকা ছাড়ে।

এই জনরোষ নিয়ে রাজ্যের পরিবহণ ও শ্রমমন্ত্রীর প্রতিক্রিয়া, মানুষের ওপর সনৎ যা অত্যাচার করেছে। জনরোষের চেয়ে ওর আরও বেশি শাস্তি হওয়া উচিত। তাঁর অভিযোগ, নৈহাটির তৃণমূল যুব সভাপতি বিষ্ণু অধিকারী একজনের কাছ থেকে জমি বাবদ ১০ শতাংশ টাকা নিয়ে তাকে জমি দেয়নি। এমনকি জমি তাকে রেজিস্ট্রিও করে দেয়নি। পরবর্তীতে সেই লোকটা মারা গিয়েছে।

মন্ত্রীর দাবি, এবারে সনাতনীরা বাংলায় দুর্গাপুজো থেকে কালী, জগদ্ধাত্রী-সহ সমস্ত পুজোই শান্তিতে করতে পারবে। কারন, মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে প্রশাসনিক আধিকারিক কিংবা সরকারি আমলারা ভালোই কাজ করছেন। মন্ত্রীর বক্তব্য, তৃণমূলের কিছু লোক এদিক-ওদিক করে ভাবছেন হয়তো বেঁচে যাবেন। কিন্তু তাঁরা কিছুতেই বাঁচবেন না। ব্যারাকপুরের মাটি প্রতিক্রিয়াশীল। যারা ভাবছেন সব ঠিক হয়ে গিয়েছে। তাঁরা সঠিক সময়ে জবাব পাবেন। মন্ত্রীর কথায়, সাধারণ মানুষের ওপর যেভাবে অত্যাচার হয়েছে। বিজেপি কর্মীরা ছেড়ে দিলেও, সাধারণ মানুষ অত্যাচারীদের ছাড়বে না।

স্বাধীনতা দিবসে মেট্রোর সূচিতে বদল, ব্লু-গ্রিন লাইনে কমবে ট্রেন, অরেঞ্জ বন্ধ

নিজস্ব প্রতিবেদন: ১৫ অগস্ট স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে কলকাতা মেট্রোর পরিষেবায় বড় পরিবর্তন করা হচ্ছে। ওই দিন ব্লু লাইনে চলবে ১৯৪টি এবং গ্রিন লাইনে ১৪৮টি মেট্রো। তবে দুই লাইনেরই প্রথম ও শেষ মেট্রোর সময়ে কোনও বদল থাকছে না। ইয়েলো লাইনে ৯২টি পরিষেবা চলবে, যা অন্যদিনের মতোই স্বাভাবিক। অন্য দিকে, ১৫ অগস্ট অরেঞ্জ লাইনে কোনও মেট্রো চলবে না।

মেট্রো রেলের তরফে বৃহস্পতিবার জানানো হয়েছে, ছুটির দিন বলে স্বাধীনতা দিবসে ব্লু লাইনে মোট ১৯৪টি পরিষেবা চালানো হবে। এর মধ্যে ৯৭টি আপ এবং ৯৭টি ডাউন ট্রেন থাকবে। প্রথম ও শেষ মেট্রোর নির্ধারিত সময় অপরিবর্তিত রাখা হচ্ছে।গ্রিন লাইনেও ওই দিনে পরিষেবার সংখ্যা কমানো হয়েছে। ওই দিন মোট ১৪৮টি মেট্রো চলবে। ৭৪টি আপ এবং ৭৪টি ডাউন পরিষেবা থাকবে। এই লাইনেও প্রথম এবং শেষ মেট্রোর সময়ে কোনও পরিবর্তন করা হয়নি বলেই জানিয়েছে মেট্রো কর্তৃপক্ষ।

ইয়েলো লাইনে অবশ্য স্বাভাবিক পরিষেবা বজায় থাকবে। ওই লাইনে দিনে মোট ৯২টি মেট্রো চলবে, যার মধ্যে ৪৬টি আপ এবং ৪৬টি ডাউন মেট্রো থাকবে। তবে জয় হিন্দ বিমানবন্দর থেকে শহিদ ক্ষুদিরাম পর্যন্ত সরাসরি পরিষেবার সংখ্যা এক দিন কমানো হয়েছে। পাঁচটির বদলে ওই দিন চারটি সরাসরি মেট্রো পাওয়া যাবে। প্রথম ও শেষ মেট্রোর সময় অপরিবর্তিত থাকবে বলেই জানান হয়েছে।

পাশাপাশি পার্পল লাইনেও স্বাভাবিক পরিষেবা চলবে বলে জানিয়েছে মেট্রো রেল যদিও অরেঞ্জ লাইনে স্বাধীনতা দিবসে কোনও পরিষেবা থাকবে না। অর্থাৎ ১৫ অগস্ট ওই লাইনে যাত্রী পরিষেবা সম্পূর্ণ বন্ধ থাকবে।স্বাধীনতা দিবসে মেট্রোয় যাতায়াতের পরিকল্পনা করার আগে যাত্রীদের সংশ্লিষ্ট লাইনের পরিষেবা সম্পর্কে খোঁজ নেওয়ার আবেদন জানিয়েছে মেট্রো কর্তৃপক্ষ।

সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ও মাদরাসা শিক্ষা দপ্তরের উদ্যোগে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের ও স্বনির্ভর দলের সদস্যদের স্বাবলম্বী করতে পশ্চিমবঙ্গ সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও বিত্ত নিগমের বিধাননগরের অম্বর ভবনে 'শিল্প কুঞ্জে'র উদ্বোধন করলেন দপ্তরের মন্ত্রী ক্ষুদিরাম টুডু। ছিলেন দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী বিশাল লামা ও সচিব পিবি সেলিম।

৪ হাজার মসজিদের মাইক খোলায় এখনই অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ নয়

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যজুড়ে বেআইনিভাবে মসজিদের মাইক খুলে নেওয়ার অভিযোগে দায়ের হওয়া মামলায় এখনই কোনও অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ দিল না কলকাতা হাইকোর্ট।

বৃহস্পতিবার ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী ও বিচারপতি অতরূপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডিভিশন বেঞ্চ স্পষ্ট জানিয়ে দিল, বিষয়টি নিয়ে আগে রাজ্য সরকারকে নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করতে হবে। কোনো সুনির্দিষ্ট তথ্যপ্রমাণ ছাড়া বা মৌখিক অভিযোগের ভিত্তিতে আদালত কোনো চটজলদি নির্দেশ দেবে না। রাজ্যকে আদালতের মুখোমুখি হয়ে হলফনামা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মামলার পরবর্তী শুনানি আগামী ১৮ অগস্ট।

রাজ্যের প্রায় ৪ হাজার মসজিদ থেকে পুলিশ গায়ের জোরে এবং কোনও লিখিত নোটিস ছাড়া মাইক খুলে দিয়েছে, এই মারাত্মক অভিযোগ তুলে হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা দায়ের করেন বর্ষীয়ান আইনজীবী তথা তৃণমূল সংসদ-আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। শুনানিতে তিনি অভিযোগের সুরে বলেন, 'কোনও নোটিস নেই, কেবলমাত্র পুলিশের মৌখিক নির্দেশে মাইক খোলা হচ্ছে। এটাই এখন রাজ্যের নতুন প্র্যাকটিস হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিচারপতি ভগবতী প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঐতিহাসিক রায়কে বুড়ো আঙুল দেখানো হচ্ছে। এমনকী পুলিশ জুতো পরে মসজিদে ঢুকে মাইক খুলছে বলেও অভিযোগ আসছে।' কল্যাণবাবু আদালতে দাবি জানান, ধর্মীয় ভাবাবেগে আঘাত না-করে সমস্ত মসজিদে পুনরায় মাইক লাগানোর অনুমতি দেওয়া হোক। তিনি আরও যোগ করেন, 'কেবলমাত্র হুগলির চাঁপদানির ১০০টি মসজিদ থেকেই এমন আবেদনের পাহাড় জমে যেতে পারে।'

আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই আর্জির পরই সুর চড়ান ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী। তিনি জানতে চান, 'ঠিক কোন কোন জেলা এবং কোন কোন নির্দিষ্ট মসজিদ থেকে পুলিশ গিয়ে মাইক খুলেছে, তার কি কোনও তালিকা রয়েছে? হাওয়ায় ভেসে আসা তথ্যের ভিত্তিতে বিচার হতে পারে না। নির্দিষ্ট তথ্য পেশ করতে হবে।' ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি আরও মন্তব্য করেন, 'কাউকে আজান দিতে তো বাধা দেওয়া হচ্ছে না! আবেদনকারী কি শব্দবিধি মেনে সকাল ৭টার পর মাইক ব্যবহার করতে চাইছেন? ৪ হাজার মাইক খোলা হয়ে থাকলে রাজ্য কী বলছে, তা আগে জানা প্রয়োজন।'

অন্যদিকে, রাজ্যের তরফে অ্যাডভোকেট জেনারেল (এজি) ও অতিরিক্ত অ্যাডভোকেট জেনারেল (এএজি) বিল্বদল ভট্টাচার্য মামলার গ্রহণযোগ্যতা নিয়েই বড়সড় প্রশ্ন তোলেন। এজি তীব্র বিরোধিতা করে বলেন, 'কোন পুলিশ অফিসার এই নির্দেশ দিয়েছেন? তাঁর নাম কী? মামলায় দাবি করা হচ্ছে পুলিশ মাইক খুলতে বলেছে, কিন্তু বাস্তব হলো কোনো পুলিশ অফিসার এমন নির্দেশ দেনইনি। কোনও সুনির্দিষ্ট তথ্য নেই, কোনও মসজিদের একজন ইমামও সামনে এসে মামলা করেননি। জনস্বার্থ মামলাকারীর কি ন্যূনতম কোনও দায়বদ্ধতা থাকবে না?' এই প্রসঙ্গে রাজ্য সরকারের স্পষ্ট অবস্থান, কোনও অন্তর্বর্তী নির্দেশ না-দিয়ে রাজ্যকে লিখিত বক্তব্য পেশ করার সুযোগ দেওয়া হোক। নচেৎ তথ্যহীন এই মামলা এখনই খারিজ করে আবেদনকারীর ওপর জরিমানা ধার্য করা উচিত।

উল্লেখ্য, এই মাইক বিতর্ক নিয়ে রাজ্য রাজনীতিতেও পারদ চড়েছে। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী এই প্রসঙ্গে বলেন, 'সরকার কোনও নতুন আইন আনেনি, ২০২০ সালের হাইকোর্টের নির্দেশই বলবৎ করা হচ্ছে। এটা শুধু কোনও নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের বিষয় নয়। রাজ্য জুড়ে মোট ৪২০০টি মসজিদ এবং ১০৯৬টি মন্দির থেকেও একই কারণে মাইক খোলা হয়েছে।'

তিরঙ্গা যাত্রায় ঐক্যবোধ জাগানোর বার্তা প্রধানমন্ত্রীর: পবনকুমার সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: ভারতের ৮০ তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপনের অঙ্গ হিসেবে দেশজুড়ে 'হর ঘর তিরঙ্গা' এবং তেরঙ্গা যাত্রা কর্মসূচি পালিত হচ্ছে। দেশের প্রতিটি ঘরে জাতীয় পতাকা উত্তোলন এবং দেশপ্রেমের বার্তা ছড়িয়ে দিতেই এই বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। কলকাতা-সহ রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় বর্ণাঢ্য পদযাত্রা ও দেশপ্রেমের নানান অনুষ্ঠান চলছে। স্কুল-কলেজের পড়ুয়ারা এবং সাধারণ মানুষজন এই পদযাত্রায় অংশ নিচ্ছেন। বৃহস্পতিবার বিকেলে কাঁকিনাড়ার আর্যসমাজ মোড় থেকে নদিয়া মিল পর্যন্ত বর্ণাঢ্য তিরঙ্গা যাত্রা অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত তিরঙ্গা যাত্রায় অংশ নিয়ে ভাটপাড়ার বিধায়ক পবনকুমার সিং বলেন, দেশবাসীকে তিরঙ্গা যাত্রার মাধ্যমে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার ডাক দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রীর সেই ডাকে সাড়া দিয়েই গোটা দেশ জুড়ে তিরঙ্গা যাত্রা করা হচ্ছে। তাঁর আক্ষেপ, বিগত সরকার তিরঙ্গা যাত্রার ব্যাপারে কোনও উদ্যোগ নেয়নি। শহিদ বীর সেনাদের যথাযোগ্য সম্মান দেয়নি। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী দেশকে ঐক্যের ওপর ভিত্তি করেই এগিয়ে নিয়ে যেতে চান। এদিন দলমত নির্বিশেষে তিরঙ্গা যাত্রায় অংশ নিয়েছিলেন। অপরদিকে বিধায়ক প্রতিনিধি রীতেশকুমার সিং বলেন, তিরঙ্গা যাত্রার মাধ্যমে দেশপ্রেমকে জাগিয়ে তোলাই তাঁদের একমাত্র লক্ষ্য। পাশাপাশি স্বাধীনতা সংগ্রামীদের আত্মত্যাগকে স্মরণ করা এবং তাঁদের যথাযোগ্য সম্মান দেওয়া উচিত। উক্ত তিরঙ্গা যাত্রায় এদিন হাজির ছিলেন বিজেপির ভাটপাড়া বিধানসভার কনভেনার সঞ্জিত সিং, ভাটপাড়া-১ ও ২ মন্ডল সভাপতি যথাক্রমে সুমিত চক্রবর্তী ও সুরজকুমার সিং, যুবনেতা গুড্ডু সিং, বিজেপির ব্যারাকপুর জেলার সম্পাদক সোহনপ্রসাদ চৌধুরী, প্রদ্যুৎ ঘোষ প্রমুখ।

অগ্নেয়ী- পামেলাকে সংবর্ধনা শ্রমমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন: আন্তর্জাতিক মঞ্চে দেশের হয়ে সোনা জিতে বাংলার মুখ উজ্জ্বল করেছেন বাংলার দুই তরুণী থ্রোবল খেলোয়াড়। নিউটাউন, কলকাতার অগ্নেয়ী বিশ্বাস এবং বেহালা-বরিশার পামেলা কুণ্ডু ২০২৬ সালের দ্বিতীয় দক্ষিণ এশীয় থ্রোবল চ্যাম্পিয়নশিপে ভারতীয় দলের হয়ে খেলেন। বৃহস্পতিবার তাঁদের সংবর্ধনা দেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শ্রম ও পরিবহণমন্ত্রী অর্জুন সিং।

রাঁচির খেলগাঁও ইনডোর স্টেডিয়ামে গত ১৭ ও ১৮ জুন বসেছিল এই প্রতিযোগিতার আসর। ভারতীয় দল সেখানেই সোনা জিতে নেয়। সেই দলের অংশ ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের এই দুই খেলোয়াড়ও। সেই প্রতিযোগিতায় তাঁদের দুজনের পারফরম্যান্স দলকে সাফল্যের দিকে এগিয়ে দেয়। এই দুই খেলোয়াড়ের মধ্যে অগ্নেয়ীর বয়স মাত্র ১৪ বছর ছ' মাস। ভারতীয় দলের সর্বকনিষ্ঠ সদস্য হিসাবে প্রতিযোগিতায় অংশ নেন তিনি। বয়স কম হলেও জাতীয় দলের হয়ে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় খেলার অভিজ্ঞতা ইতিমধ্যেই তাঁর ঝুলিতে।

বৃহস্পতিবার তাঁদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে মন্ত্রী দুই খেলোয়াড়ের ভুয়সী প্রশংসা করেন। তাঁদের পরিশ্রম, নিয়মশৃঙ্খলা এবং খেলার প্রতি দায়বদ্ধতার কথা তুলে ধরে মন্ত্রী অর্জুন সিং তাঁদের আগামী দিনের সাফল্যের জন্য শুভেচ্ছা জানান। রাজ্যের দুই তরুণ খেলোয়াড়ের আন্তর্জাতিক স্তরে এই সাফল্য বাংলার ক্রীড়াক্ষেত্রেও নতুন নজর তৈরি করেছে।এদিন রাজ্যের শ্রম ও পরিবহণ দপ্তরের তরফে অগ্নেয়ী ও পামেলাকে অভিনন্দন জানানো হয়েছে। একই সঙ্গে তাঁদের ভবিষ্যতের প্রতিযোগিতাগুলিতে আরও সাফল্য কামনা করা হয়েছে।

তোলাবাজি- হিংসায় গ্রেপ্তার তৃণমূল যুবনেতা

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: ভোট পরবর্তী হিংসা এবং তোলাবাজির অভিযোগে গ্রেপ্তার হলেন তৃণমূল যুবনেতা তথা পাণ্ডবেশ্বরের যুব তৃণমূলের সভাপতি নরোত্তম মণ্ডল ওরফে নিতাই। বৃহস্পতিবার সকালে তাঁকে দুর্গাপুর আদালতে পেশ করে পুলিশ। তাঁর গ্রেপ্তার ঘিরে পাণ্ডবেশ্বরের রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে জোর চর্চা। পুলিশ সূত্রে খবর, নরোত্তমের বিরুদ্ধে ভোট পরবর্তী হিংসা এবং তোলাবাজির অভিযোগ রয়েছে। রাজনৈতিক পালাবদলের পর থেকেই তিনি এলাকায় ছিলেন না বলে স্থানীয় সূত্রের দাবি। দীর্ঘদিন ধরে তাঁর বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ উঠলেও এত দিন তিনি পুলিশের নাগালের বাইরে ছিলেন বলেও দাবি স্থানীয়দের। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বর্তমানে ভোট পরবর্তী হিংসা ও তোলাবাজির অভিযোগের তদন্তেই তাঁর বিরুদ্ধে আইনানুগ পদক্ষেপ করা হয়েছে। নরোত্তমের গ্রেপ্তার নিয়ে তৃণমূলের তরফে এখনও পর্যন্ত কোনও বিস্তারিত প্রতিক্রিয়া মেলেনি। অন্যদিকে বিরোধীদের দাবি, রাজনৈতিক পালাবদলের পর একের পর এক পুরনো অভিযোগ সামনে আসছে এবং প্রশাসনের পদক্ষেপেই তার প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে।

আন্তর্জাতিক যুব দিবস

নিজস্ব প্রতিবেদন: ১২ অগস্ট,২০২৬ আন্তর্জাতিক যুব দিবস। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তর ও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য এইডস প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ সংস্থার যৌথ উদ্যোগে সারা পশ্চিমবঙ্গজুড়ে আন্তর্জাতিক যুব দিবস উদযাপনের পাশাপাশি জনমানসে এইচআইভি এইডস সচেতনতার জন্য ১২ অগস্ট থেকে ১২ অক্টোবর ২০২৬ পর্যন্ত দু'মাসব্যাপী যে বিশেষ কর্মসূচি (ইন্টেনসিফায়েড আইইসি ক্যাম্পেন) নেওয়া হয়েছে তার রাজ্যস্তরের আনুষ্ঠানিক সূচনা করা হল ওইদিন স্বাস্থ্যভবন থেকে।

প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে এই কর্মসূচির আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্য অধিকর্তা ড. স্বপন সোরেন, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা অধিকর্তা ড. ইন্দ্রজিৎ সাহা, ইনস্টিটিউট অফ স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ দপ্তরের অধিকর্তা ড. কৌস্তভ নায়েক, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর আশুতোষ ঘোষ এবং পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য এইডস প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ সংস্থার প্রকল্প অধিকর্তা ইউনিস রিষিণ ইসমাইল মহাশয়।অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন স্কুল ও কলেজের ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষকগণ। একই সঙ্গে স্বাস্থ্যভবনে আয়োজিত রক্তদান শিবিরেও তাঁরা অংশ নেন।

দোকানথেকে মোবাইল চুরির অভিযোগে ধৃত ৩

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: বুধবার ভোররাতের দিকে কামারহাটি থানার আনোয়ার বাগান এলাকায় একটি মোবাইলের দোকান থেকে ১২টি মোবাইল ফোন এবং নগদ প্রায় ১২০০ টাকা চুরি যায়। দোকান মালিক আফতাব আলম ওই দিন কামারহাটি থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ সিসিটিভির ফুটেজ খতিয়ে দেখে তিনজনকে পাকড়াও করেছে। ধৃতরা নিজেদের চুরির কথা স্বীকারও করেছে। পুলিশ জানিয়েছে, চুরি যাওয়া ৮টি মোবাইল উদ্ধার করা হয়েছে। ঘটনায় জড়িত আরও একজনের খোঁজ চলছে।

একদিন
আমার শহর

কলকাতা ১৪ অগস্ট ২০২৬, ২৮ শ্রাবণ ১৪৩৩ শুক্রবার

নজির, গোসাবার কিষাণ মাণ্ডিতে জাতীয় পতাকা তুলবেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন: স্বাধীনতা দিবসে এবার কলকাতার রেড রোডে নয়, সুন্দরবনের গোসাবায় জাতীয় পতাকা তুলবেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। গোসাবার কিষাণ মাণ্ডিতে হবে রাজ্য সরকারের মূল অনুষ্ঠান। রাজ্যে মুখ্যমন্ত্রীর স্বাধীনতা দিবসের কর্মসূচিকে কলকাতার বাইরে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে এটি নতুন নজির বলে প্রশাসনিক মহল মনে করছে।

মুখ্যমন্ত্রীর অনুষ্ঠানের জন্য গত কয়েক দিন ধরে সুন্দরবনের একাধিক জায়গা পরিদর্শন করা হয়। যার মধ্যে গোসাবি কাছারি মাঠ এবং সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্পের ঝিলা ফরেস্ট ক্যাম্পও বিবেচনায় ছিল। শেষ পর্যন্ত যোগাযোগ ও ভৌগোলিক পরিস্থিতি বিচার করে কিষাণ মাণ্ডিকেই বেছে নেওয়া হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর সফর ঘিরে গোসাবায় জেলা প্রশাসনের তৎপরতা বেড়েছে। নিরাপত্তার ব্যবস্থাও জোরদার করা হচ্ছে।

দেশ পালন করবে এবার ৮০তম স্বাধীনতা দিবস। এত দিন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর স্বাধীনতা দিবসের প্রধান পতাকা উত্তোলন অনুষ্ঠান কলকাতার রেড রোডেই হয়ে এসেছে। সেই প্রচলিত অনুষ্ঠান থেকে সরে সুন্দরবনের প্রত্যন্ত অঞ্চলে যাওয়ার সিদ্ধান্তের পিছনে প্রশাসনিক এবং রাজনৈতিক দু' দিকই রয়েছে বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। কলকাতার বাইরের মানুষকে রাজ্যের প্রধান সরকারি অনুষ্ঠানের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত করার একটি বার্তাও যেমন আছে, ঠিক তেমনই রেড রোডের অনুষ্ঠান অবশ্য বাতিল করা হয় নি। সেখানেও থাকবে বিশেষ আয়োজন। কেন্দ্রের নির্দেশ অনুযায়ী 'এক ভারত, শ্রেষ্ঠ ভারত' কর্মসূচির অংশ হিসাবে অন্য রাজ্যগুলিকে অনুষ্ঠানে যুক্ত করার পরিকল্পনা রয়েছে। পাঁচটি রাজ্য বা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল থেকে প্রতিনিধিদের আমন্ত্রণ জানানোর কথা বলা হলেও অনুষ্ঠানে কারা আসবেন, তা এখনও চূড়ান্ত করা হয়নি বলেই জানা যাচ্ছে। এছাড়াও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং বিভিন্ন রাজ্যের খাবারের আয়োজনও হতে পারে।

জেলা থেকে গ্রাম পঞ্চায়েত, সব স্তরেই স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠান আয়োজনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সকাল ৯টার পরে জেলা, মহকুমা, ব্লক এবং পঞ্চায়েত স্তরে পতাকা উত্তোলন হবে। ওইদিন জেলা পর্যায়ে মন্ত্রী, কমিশনার বা জেলাশাসক এবং নিচের স্তরে সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক আধিকারিক ও পঞ্চায়েত প্রতিনিধিরা এই দায়িত্ব নেবেন।স্বাধীনতা দিবসের সন্ধ্যায় রাজ্যপালের বাসভবনে 'অ্যাট হোম' অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হচ্ছে। সেখানে বিভিন্ন ক্ষেত্রে কৃতিত্বের নজির তৈরি করা মানুষ, শহিদ পরিবারের সদস্য, ক্রীড়াবিদ, শিক্ষক, স্বাস্থ্যকর্মী, স্বচ্ছতাকর্মী, গবেষক-সহ ২৫ থেকে ৫০ জন বিশেষ অতিথিকে আমন্ত্রণ জানানোর পরামর্শ দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার।

৮০ বছরের স্বাধীনতা দিবসের দেশাত্মবোধের আবহ তৈরির জন্য দেশের ৩৪৩টি জায়গায় বিভিন্ন ব্যান্ডের অনুষ্ঠান করার পরিকল্পনাও রয়েছে। এই সব আয়োজনের মধ্যে গোসাবায় মুখ্যমন্ত্রীর পতাকা উত্তোলনই এবারের স্বাধীনতা দিবসের সবচেয়ে বড় পরিবর্তন বলেই মনে করছে রাজ্য প্রশাসনিক মহল।

'নেতাজি নেতাদের নেতা', দলীয় সিদ্ধান্তের ইঙ্গিত শমীকের মুখে

নিজস্ব প্রতিবেদন: নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুকে নিয়ে অনন্ত মহারাজের সাম্প্রতিক বিতর্কিত মন্তব্য ঘিরে রাজ্য জুড়ে বিতর্কের মধ্যেই বৃহস্পতিবার নিজের অবস্থান স্পষ্ট করলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। একই সঙ্গে অনন্ত মহারাজের মন্তব্য নিয়েও দলের অবস্থানের স্পষ্ট ইঙ্গিত দেন তিনি।

বৃহস্পতিবার শমীক বলেন, নেতাজিকে ঘিরে মানুষের আবেগে আঘাত লাগলে দল বিষয়টি নিয়ে ভাববে। পাশাপাশি নিজের বক্তব্যের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে শমীক কংগ্রেস, ফরওয়ার্ড ব্লক এবং কমিউনিস্ট পার্টির অতীত অবস্থান নিয়েও প্রশ্ন তোলেন। তাঁর কথায়, 'কারা নেতাজিকে নিয়ে বক্তব্য রাখছে! যে তৃণমূল কংগ্রেসের জন্ম হয়েছে কংগ্রেসের গর্ভ থেকে। যারা কংগ্রেস থেকে নেতাজিকে বহিষ্কার করেছিল। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুকে কালিমালিপ্ত করেছিলেন। নেতাজি সম্বন্ধে কুৎসিত মন্তব্য করেছিলেন। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির নেতাজি সম্বন্ধে কী অবস্থান ছিল, এগুলো পশ্চিমবঙ্গের মানুষ জানেন।'

এর পরেই নিজের বক্তব্যের প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, 'তাই আবার বলছি নেতাজি নেতাদের নেতা। আর শ্যামাপ্রসাদের ওপর আক্রমণ করেছিল ফরওয়ার্ড ব্লকের গুন্ডারা। আমি নেতাজির নাম কোথাও বলিনি। কলকাতা কর্পোরেশনের ভিতরে নেতাজি ও শ্যামাপ্রসাদের কথোপকথন তিনি তাঁর ডাইরিতে লিখে গেছেন। তাই আমি যা কিছু বলেছি, সচেতনভাবেই বলেছি। আমি সেখান থেকে সরে আসব না। শ্যামপ্রসাদ মুখার্জিকে রক্তাক্ত করেছিল ফরওয়ার্ড ব্লক।'

এদিন অনন্ত মহারাজের মন্তব্য প্রসঙ্গে বিজেপির রাজ্য সভাপতি অবশ্য নেতাজির রাজনৈতিক ভূমিকার কথাই সামনে আনেন। শমীক বলেন, 'নেতাজিকে কংগ্রেস থেকে বহিষ্কার না-করা হলে তিনি এই দেশে দাঁড়িয়ে বলতে পারতেন, আমি দ্বিজাতি তত্ত্বে বিশ্বাস করি না। ভারতবর্ষ এক থাকবে। দেশের বিভাজন হত না। নেতাজি বন্দেমাতরমকে দ্বিখণ্ডিত করার বিপক্ষে ছিলেন। তিনি ভারতে উপস্থিত থাকলে এভাবে ক্ষমতার হস্তান্তর হত না।'

তবে রাজনৈতিক মতপার্থক্য আর নেতাজির ঐতিহাসিক অবস্থানকে এক করে দেখার বিরোধিতা করেন শমীক। তাঁর বক্তব্য, 'রাজনৈতিক মতপার্থক্য থাকতে পারে, কিন্তু নেতাজি তাঁর কালজয়ী সত্ত্বাকে নিয়ে সবকিছুকে অতিক্রম করে আছেন। নেতাজিকে নিয়ে মানুষের আবেগ যদি আহত হয়, তাহলে দল অবশ্যই চিন্তা ভাবনা করবে।' দলের কোনও সাংসদ বা বিধায়কের মন্তব্য নিয়ে প্রশ্ন উঠলে বিষয়টি কী ভাবে দেখা হবে, সেই প্রশ্নেরও জবাব দেন শমীক।

হাইকোর্টে ধাক্কা পলাতক 'পাথর সম্রাট' টুলুর

নিজস্ব প্রতিবেদন: কলকাতা হাইকোর্টে আবার বড়সড় আইনি ধাক্কা খেলেন বীরভূমের বিতর্কিত 'পাথর সম্রাট' তথা অধরা ব্যবসায়ী টুলু মণ্ডল। তাঁর বিরুদ্ধে জারি হওয়া গ্রেপ্তারি পরোয়ানা এবং সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার প্রশাসনিক প্রক্রিয়াকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে ফের আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন তিনি। কিন্তু তাঁর সেই নতুন মামলা গ্রহণ না-করে ফেরত পাঠিয়ে দিলেন হাইকোর্টের বিচারপতি কৌশিক চন্দ। ফলে আইনি রক্ষাকবচ পাওয়ার সব পথ বন্ধ হয়ে আরও গাঢ় হল গ্রেপ্তারির মেঘ।

সূত্রের খবর, বৃহস্পতিবার মামলার শুনানির সময় এজলাসে উপস্থিত ছিলেন টুলুর আইনজীবী অয়ন ভট্টাচার্য ও সব্যসাচী বন্দ্যোপাধ্যায়। তবে শুনানি শুরু হতেই বিচারপতি কৌশিক চন্দ স্পষ্ট জানিয়ে দেন, যেহেতু বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের এজলাসে ইতিমধ্যেই টুলু মণ্ডলের একটি মামলা বিচারাধীন রয়েছে, তাই একই বিষয়ে নতুন করে এই মামলা তিনি শুনবেন না। এরপরেই মামলাটি ফিরিয়ে দেওয়া হয়। আদালতের এই কড়া অবস্থানের পর টুলুর ওপর আইনি ও প্রশাসনিক চাপ যে এক ধাক্কায় অনেকটা বেড়ে গেল, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

এদিকে আদালতের দরজায় বারবার ধাক্কা খাওয়া টুলু বর্তমানে খাতায়-কলমে সম্পূর্ণ উধাও। পুলিশ ও তদন্তকারী সংস্থার নজর এড়িয়ে তিনি ঠিক কোথায় আত্মগোপন করে রয়েছেন, সে ব্যাপারে এখনও সুনির্দিষ্ট কোনও তথ্য মেলেনি। এই পরিস্থিতিতে প্রশাসনও ছাড় দেওয়ার মেজাজে নেই। বৃহস্পতিবার সকালেই বীরভূমের সিউড়ির সুভাষপল্লি এলাকায় টুলুর বিলাসবহুল বাসভবনে চড়াও হয় স্থানীয় প্রশাসনের একটি বিশেষ প্রতিনিধি দল। আদালত থেকে জারি হওয়া নোটিস তাঁর বাড়ির দেওয়ালে সেঁটে দিয়ে আসা হয়েছে। নোটিসে সাফ জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, আগামী শুক্রবার সকাল সাড়ে ১০টার মধ্যে সিউড়ি আদালতে সশরীরে উপস্থিত হয়ে হাজিরা দিতে হবে তাঁকে। ব্যর্থ হলে আইনানুগ কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। শুধু তাই নয়, তিনি যাতে দেশ ছেড়ে পালাতে না পারেন বা বিদেশে লুকিয়ে থাকলে তাঁকে ধরে আনা যায়, সে জন্য আন্তর্জাতিক পুলিশ সংস্থা ইন্টারপোলের মাধ্যমে টুলুর বিরুদ্ধে 'রেড কর্নার' নোটিসও জারি করা হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়, টুলু মণ্ডলের বিরুদ্ধে এই নজিরবিহীন কড়াকড়ির সূত্রপাত বীরভূমের মহম্মদবাজার থানা এলাকার ডেউচা গ্রাম থেকে। সেখান থেকেই মূলত মেগা রহস্যের জট খুলতে শুরু করে। ডেউচায় টুলুর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ আত্মীয় মিনার মণ্ডলের বাড়িতে আচমকা অভিযান চালায় রাজ্য পুলিশের একটি তদন্তকারী দল। সেই অভিযানে উদ্ধার হয় বিপুল সম্পত্তি। যার মধ্যে ছিল থরে থরে সাজানো নগদ সাড়ে ২৮ কোটি টাকা এবং প্রায় ১৫ কেজি খাঁটি সোনা।

নগদ ও সোনার পাহাড় উদ্ধারের পর থেকেই পুলিশের মূল হিটলিস্টে চলে আসেন এই 'পাথর সম্রাট'। তদন্তকারীদের দাবি, অবৈধ পাথরের কারবার চালিয়েই এই বিপুল বেনামি সম্পত্তি গড়ে তুলেছিলেন টুলু। এই আয়ের উৎস কোথায় এবং রাজ্য জুড়ে আর কোথায় কোথায় তাঁর বেনামি জমি, বাড়ি বা ব্যবসা ছড়িয়ে রয়েছে, তা খতিয়ে দেখতে ম্যারাথন তল্লাশি অভিযান চালাচ্ছেন তদন্তকারীরা। এমনকী টুলুর সম্ভাব্য সমস্ত ডেরা, আত্মীয়স্বজন ও ঘনিষ্ঠ সহযোগীদের বাড়ি ও দপ্তরে লাগাতার হানা দিচ্ছে পুলিশ। এর আগেই নিজের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে এবং আইনি রক্ষাকবচ পেতে কলকাতা হাইকোর্টের দরজায় কড়া নেড়েছিলেন তিনি। কিন্তু হাইকোর্টের বর্তমান অবস্থানে আইনি স্বস্তির সমস্ত দরজা আপাতত বন্ধ 'পাথর সম্রাটে'র।

১১ হাজার কর্মীর ঘাটতি, সমীক্ষা শেষ করতে বাড়তি ১৫ দিন সময়

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যে পশ্চিমবঙ্গ আবাস যোজনার উপভোক্তা বাছাইয়ের সমীক্ষা শেষ করার সময় আরও ১৫ দিন বাড়ল। ১৫ অগস্টের মধ্যে কাজ শেষ করার কথা থাকলেও প্রবল বৃষ্টি, প্রশাসনিক ব্যস্ততা এবং কর্মীর ঘাটতির কারণে তা শেষ করা সম্ভব হয়নি। বৃহস্পতিবার দুর্গাপুরে পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের পর্যালোচনা বৈঠকের পর এই সিদ্ধান্তের কথা জানান দপ্তরের মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ।

এদিন মন্ত্রী জানান, পঞ্চায়েত দপ্তরে ১১ হাজারেরও বেশি কর্মীর ঘাটতি রয়েছে। তার ওপর একাধিক সরকারি কাজ একসঙ্গে চলায় বাড়ি বাড়ি গিয়ে সমীক্ষা করতে বেশি সময় লাগছে। নতুন সময়সীমার মধ্যে কোনও বাড়ি যেন বাদ না-পড়ে, সেই লক্ষ্যেই কাজ চলছে।যে পরিবারগুলির কাছে এখনও সমীক্ষার কর্মীরা পৌঁছতে পারেননি, তাঁদেরও সুযোগ দেওয়া হচ্ছে। কোনও কারণে সমীক্ষা না-হলে সংশ্লিষ্ট পরিবারকে নাম ও ঠিকানা ইমেলে জানাতে বলা হয়েছে। সেই তথ্য পাওয়ার পরে সেখানে কর্মী পাঠিয়ে সমীক্ষার ব্যবস্থা করা হবে বলেই বৃহস্পতিবার জানিয়েছেন মন্ত্রী।

এ দিন পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমানের প্রশাসনিক আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠকে 'বাংলার বাড়ি' প্রকল্পের আগের পর্যায়ের হিসাবও তুলে ধরেন দিলীপ।

Ministry of Culture
Government of India

PARTITION HORRORS REMEMBRANCE DAY

১৪ আগস্ট, ২০২৬

মানবতার অন্যতম বৃহৎ ট্র্যাজেডিকে স্মরণ করার এবং দেশভাগের শিকার ও বেঁচে যাওয়া মানুষদের অপূরণীয় ক্ষতি, যন্ত্রণা ও মানসিক আঘাতের স্মৃতিকে সম্মান জানানোর একটি দিন।

"মানবতার অন্যতম বৃহৎ ট্র্যাজেডিকে স্মরণ করার এবং দেশভাগের শিকার ও বেঁচে যাওয়া মানুষদের অপূরণীয় ক্ষতি, যন্ত্রণা ও মানসিক আঘাতের স্মৃতিকে সম্মান জানানোর একটি দিন।"

- নরেন্দ্র মোদী
প্রধানমন্ত্রী

১৪ আগস্ট, ২০২৬ তারিখে দেশভাগের শিকার হওয়া মানুষদের সম্মানে বিশেষ কর্মসূচি

সময়: বিকেল ৩:০০ টা থেকে
স্থান: গোল্ডেন জুবিলি অডিটোরিয়াম, জিএনডিইউ, অমৃতসর, পাঞ্জাব

সময়: বিকেল ৫:০০ টা থেকে
স্থান: সেন্ট্রাল পার্ক, কনউট প্লেস, নয়াদিল্লি

সময়: বিকেল ৪:৩০ টা থেকে
স্থান: নিউ টাউন কনভেনশন সেন্টার, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ

এই দিনে, আসুন আমরা একতার প্রতি আমাদের অঙ্গীকারকে সুদৃঢ় করার প্রয়াস নিই এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে শান্তি, সমবেদনা এবং সামাজিক সম্প্রীতির মূল্যবোধে অনুপ্রাণিত করি

আসুন দেশব্যাপী শ্রদ্ধাজ্ঞাপনে অংশগ্রহণ করি:

মোমবাতি মিছিল | দেশভাগ থিমের উপর নাটক | দেশভাগের উপর প্রদর্শনী | শিক্ষামূলক সেমিনার

আরও তথ্যের জন্য দেখুন: amritkaal.nic.in | এই QR কোডটি স্ক্যান করুন

CBC 09101/13/0018/2627

সম্পাদকীয়

কলকাতা স্টক এক্সচেঞ্জের পুনরুজ্জীবন, তৎপর রাজ্য, তারপরও কোথায় সমস্যা?

কলকাতা শেয়ার বাজার বা কলকাতা স্টক এক্সচেঞ্জ। সংক্ষেপে যা সিএসই নামেই পরিচিত। ১১৮ বছরের পুরনো শহরের এই ঐতিহ্যশালী প্রতিষ্ঠানকে পুনরুজ্জীবিত করতে ক্ষমতায় এসেই উদ্যোগ নিয়েছিল রাজ্যের বিজেপি সরকার। এই সরকারের প্রথম বাজেট প্রস্তাবে অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত বলেন, নানা আইনি জটিলতায় এই প্রাচীন শেয়ার বাজার বন্ধ হলেও তা ফের চালু করার উদ্যোগ নেওয়া হবে। এরপরই সিএসই নিয়ে আশার আলো দেখতে শুরু করে সংশ্লিষ্টমহল। কিন্তু কোনও এক অজানা কারণে সিএসই-র ভবিষ্যৎ নিয়ে সংশয় যেন কাটছে না। রাজ্য সরকার তৎপর হলেও কোথায় এসে আটকে যাচ্ছে গোটা প্রক্রিয়া সেটাই বড় প্রশ্ন। চলতি সপ্তাহে রাজ্যসভায় লিখিত ভাবে অর্থমন্ত্রক জানিয়ে দেয় যে, তাদের এগজিট অ্যাপ্লিকেশন হোল্ডে রাখার জন্য ক্যালকাটা স্টক এক্সচেঞ্জ সেবির কাছে আবেদন জানিয়েছে ঠিকই। কিন্তু পুনরুজ্জীবন বা রিভাইভ্যাল নিয়ে এখনও পর্যন্ত সিএসই সেবির কাছে আনুষ্ঠানিক ভাবে কোনও আবেদনই জমা দেয়নি। সেই কাজে গতি আনতে গত সপ্তাহে নবান্ন থেকে অর্থমন্ত্রকের কাছে চিঠিও গিয়েছে সম্প্রতি। বাজার খুলতে কী কী পদক্ষেপ করা উচিত, সেই বিষয়েই রূপরেখা চেয়েছে রাজ্য। কেন্দ্র কীভাবে এতে সাহায্য করতে পারে তাও জানতে চাওয়া হয়। সংসদে বিজেপি সাংসদ শমীক ভট্টাচার্য এই নিয়ে প্রশ্নও তোলেন। তাঁর প্রশ্ন ছিল যে, গত ২২ জুন রাজ্যের অর্থমন্ত্রীর বাজেট ভাষণের পর সেবির কাছে ক্যালকাটা স্টক এক্সচেঞ্জ এই মর্মে কোনও আবেদন জমা দিয়েছে কিনা? একই সঙ্গে এই বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের অবস্থানও লিখিত ভাবে জানতে চান বিজেপি সাংসদ শমীক ভট্টাচার্য। তারই জবাবে অর্থ মন্ত্রকের রাষ্ট্রমন্ত্রী পঙ্কজ চৌধুরী জানিয়ে দেন, সেবির কাছে ক্যালকাটা স্টক এক্সচেঞ্জ তাদের এগজিট অ্যাপ্লিকেশন জমা দিয়েছিল ২০২৫ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি। কিন্তু সেই আবেদন হোল্ডে রাখার জন্য সিএসই সরকারি ভাবে আর্জি জানিয়েছে গত ১ জুলাই। ফলে গোটা প্রক্রিয়াটি ঝুলে রয়েছে।

শব্দছক ২৪৩

রবি দাস

পাশাপাশি: ১. চিৎকার-চেঁচামিচি৩.মনের সায় ৫. কাচ নির্মাণের প্রধান উপকরণ ৬. হস্ত ৮. সহকার-ফল ১০. ঝাড়খন্ডের হাতি অধ্যুষিত বনভূমি ১২. আরামবাগের কাছে এক ঐতিহাসিক গ্রাম ১৪. শক্তি ১৫. মূল ১৬. অপযশ ১৮. নিকেশ ১৯. গোষ্ঠী ২০ প্রাচীন ভারতের লেঠেল দস্যু ২২. অবস্থা ২৩. ভূমি ২৪. অন্য ভাষায় অর্থকরণ

ওপর-নিচ: ১. কুঁড়ি ২. সাদা রঙের পাখি ৪. চাপরাস ৫. প্রশস্তি প্রদান ৭. আমূল পরিবর্তন ৮. বঙ্কিমচন্দ্রের অনন্য উপন্যাস ৯. ময়লা ১১. সুন্দরী রমণী ১৩. হিন্দী ভাষায় শক্তি ১৬. মন্দ ১৭. প্রসাদোপম বাড়ির বিভিন্ন ভাগ-অঞ্চল ১৮. খনিতে জাত ২১. গান ২২. বাচ্চাদের চার হাত-পায়ে চলা

সমাধান ২৪২ — পাশাপাশি: ১. কনে ৩. হরেক ৬. লতানো ৮. নন্দ ৯. বিপ্লব ১০. গরল ১২. রাস্তা ১৩. বর ১৪. টগবগ ১৬. রাঘব ১৮. সাজি ১৯. নগদ ২১. সরল ২২. দার

ওপর-নিচ: ১. কলস ২. নেতা ৪. রেকাবি ৫. মন্দ ৭. নোঙর ৮. নবরাগ ১০. গররাজি ১১. লটবহর ১৫. বসন ১৭. সদর ১৮. সাপ ২০ গদা

আজকের দিন

- **১৯৪৭** — পাকিস্তান স্বাধীনতা লাভ করে।
- **১৯৪৭** — ভারত বিভাজন আইনত কার্যকর হয়, যার ফলে উপমহাদেশ জুড়ে তীব্র সাম্প্রদায়িক অস্থিরতা দেখা দেয়।
- **২০২১** — সীমান্ত বিভাজনের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত লক্ষ লক্ষ মানুষের দুর্ভোগকে স্মরণ করতে ভারত 'বিভাজনের বিভীষিকা স্মরণ দিবস' প্রবর্তন করে।

জন্মদিন

১৯২৩ *বিশিষ্ট সাংবাদিক কুলদীপ নায়ারের জন্মদিন।*

১৯৫৭ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা জনি লিভারের জন্মদিন।*

১৯৮৩ *বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী সুনিধি চৌহানের জন্মদিন।*

কুলদীপ নায়ার

কারও স্বাধীনতাই কারও পরাধীনতা, এবং কারও নিরন্তর দেশ খুঁজে চলা!

স্বপন কুমার মণ্ডল

১৯৪৭-এর ১৫ আগস্ট মধ্যরাত্রিতে দেশের স্বাধীনতা লাভের কথায় আবেগমথিত হয়ে প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু বলেছিলেন, যখন বিশ্ব ঘুমিয়ে, তখন ভারত জীবনে ও স্বাধীনতায় জেগে উঠবে । এই জেগে ওঠার মূলে যে মুক্তির আনন্দ ও স্বাধীনতার স্বাদ, তা সহজেই অনুমেয় । কিন্তু যা সেদিন অনুমান করা যায়নি, তা হল, সেই দ্বিখণ্ডিত স্বাধীনতায় অসংখ্য মানুষ পরাধীনতাবোধে স্বদেশে পরবাসী হয়ে বিনিদ্রায় জেগেছিল । দেশের পূর্ব-পশ্চিম সীমান্তে বিচ্ছিন্ন দেশান্তরে অসংখ্য মানুষের উদ্বাস্তু জীবনে দেশ খুঁজে চলা আজও শেষ হয়নি । শুধু তাই নয়, স্বাধীনতার চব্বিশ বছর পরে ১৯৭১-এ আবার শরণার্থীর ঢেউ আছড়ে পড়ে । ১৯৭১-এ মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তান থেকে স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম হলেও দেশের সকলের কাছে তা স্বাধীনতা হয়ে ওঠেনি, বরং অসংখ্য মানুষের পরাধীনতাকে সুনিশ্চিত করে তোলে । আবারও স্বদেশে পরবাসী হওয়া, ভিটেমাটি ছেড়ে উদ্বাস্তু জীবনে শরণার্থীর দেশ খুঁজে চলা, অন্তহীন পথচলা । অথচ দেশ মানে তো শুধু সাকিন ঠিকানা নয়, মানুষের অস্তিত্বের আধার, প্রকাশের মুক্ত আকাশ, নিজেকে খুঁজে পাওয়ার মুক্ত জীবনানন্দ । তার ভূমিষ্ঠ হয়ে বেড়ে ওঠা, গড়ে তোলা জীবনের শৈশব-বাল্য-কৈশোরের আনন্দনিকেতন, যৌবনের স্বপ্নরঙিন হাতছানি, প্রৌঢ়ের মান্যতা, বৃদ্ধের অভিভাবকত্ব, প্রবৃদ্ধের শ্রদ্ধাবোধ সবই তাতে মজুত থাকে । এজন্য দেশভাগে মানুষ ভাগ হয়, তার মনেও ভাগের রঙ এসে পড়ে, কিন্তু মানুষ কখনওই দেশত্যাগ করতে পারে না । তার মনে দেশই যে আলো হয়ে রয়ে যায় । যেখানে সে যায়, দেশও তার সঙ্গে চলে । লীলা মজুমদার তাঁর 'ডোরাকের গল্প'-এ যথার্থই বলেছেন, 'বন থেকে জানোয়ার তুলে আনা যায়, কিন্তু জানোয়ারের মন থেকে বন তুলে ফেলা যায় না ।' মানুষের মনেই যে তার দেশের বাস । অথচ দেশভাগের শিকার হয়ে স্বদেশে পরবাসীর মনের স্বদেশের নামটি উচ্চারণের ভয়ই তাকে গ্রাস করে । সেই দেশের স্মৃতিকে বিস্মৃতিতে রেখেই তাকে নতুন করে দেশের পরিচয় লাভ করতে হয় । অতীতকে ভুলে বর্তমানের স্বস্তিবোধে বিস্মৃতিতে শান্তি লাভের আশায় স্বদেশ ক্রমশ বিদেশ হয়ে ওঠে, পরদেশ আপনার মনে হয় । অথচ তারপরেও জীবনের ট্রাজিক পরিণতি একান্তে ভেসে ওঠে, সংবেদী মানুষের লেখনীতে উঠে আসে, নাটক-সিনেমায় প্রকাশিত হয়। সেদিক থেকে আধুনিক বিশ্বে দেশের স্বাধীনতালাভের উচ্ছ্বাস যেভাবে ছড়িয়ে পড়ে, তার চেয়ে স্বদেশে পরাধীনতার শিকার হয়ে উদ্বাস্তু জীবনে দেশ খুঁজে চলার মর্মান্তিক পরিণতি আরও বেশি ভাবিয়ে তোলে । করোনাকালে আশ্রয়ের সন্ধানে মানুষের ছুটে চলা বা অন্যদেশে বন্দি হওয়ার খবরও বন্ধ হয়নি । শরণার্থীদের আশ্রয়ে এত বড় পৃথিবীও ছোট মনে হয় ।

আসলে মানুষের মানবিক মুখেও উগ্র দেশপ্রেমের নির্মম প্রত্যাখ্যান আমাদের সচকিতও করে না । সেদিক থেকে কারো স্বাধীনতাই কারোর পরাধীনতার কারণ, ছিন্নমূল মানুষের দেশ খুঁজে চলার শরিক করে তোলার জন্য দায়ী । সেখানে আধুনিক বিশ্বে দেশের স্বাধীনতার চেয়ে মানুষের স্বাধীনতাই সবচেয়ে ভাবিয়ে তুলেছে । স্বাধীনতা যেখানে স্বেচ্ছাচারিতায় পরিণত হয়, সেখানে মানুষের মানবিক অস্তিত্বই বিপন্ন হয়ে ওঠে । একুশ শতকেও সেই ধারা অক্ষুণ্ণ । ২০২১-এর ১৫ আগস্ট ভারত যখন তার স্বাধীনতার গৌরবময় ৭৫বছর পালনে সামিল হয়েছিল, সেদিনই তার প্রতিবেশী দেশ আফগানিস্তানে তালিবানের অধীনে চলে আসে । শুরু হয় স্বাধীনতার পাশাপাশি পরাধীনতার নাগপাশ থেকে মুক্ত হওয়ার মরীয়া প্রয়াস, দেশান্তরি হয়ে বাঁচার আপ্রাণ আহ্বান । তালিবানের উগ্র ধর্মান্ধতায় আফগানিস্তানের ভয়ঙ্কর পরিণতি নিয়ে ইতিমধ্যে শোরগোল পড়ে যায় । তাতে স্বাভাবিক ভাবে তালিবানের পক্ষে কী করে আশি হাজার সৈন্য নিয়ে সরকারি তিন লক্ষ সৈন্যকে প্রায় বিনা যুদ্ধে কাবুল দখল করা সম্ভব হল, তা নিয়ে চর্চা হচ্ছে । সেখানে আফগানিস্তানের অধিবাসীদের সমর্থন ব্যতীত তা যে সম্ভব হয়নি, তাও অনুমেয় । উঠে এসেছে আফগানিস্তানের সরকারের দুর্নীতি বা সৈন্যদের ঠিক মতো বেতন না পাওয়ার কথা, রাষ্ট্রপতির স্বদেশের প্রতি টানের অভাব । অন্যদিকে সবচেয়ে বেশি আলোচনার কেন্দ্রে উঠে আসে তৎকালীন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের সেদেশ থেকে সৈন্য ফিরিয়ে নেওয়ার বিষয়টি। যেন সে-দেশেরই সব দায় সে দেশকে তালিবানমুক্ত রাখা । অন্যদিকে পাকিস্তানের সমর্থন, চীনের হাতছানি ও ভারতের অসহায়তাবোধ নিয়ে চর্চার বহুমাত্রিক প্রকাশে গণমাধ্যমও সরব হয়ে ওঠে । সেখানে ভারতীয়দের স্বদেশে ফিরিয়ে আনা বা ভারতে শরণার্থীদের আশ্রয় দেওয়াও রয়েছে । তালিবান বিরোধী অবস্থানে মুসলিমদের নীরবতাবোধে অমুসলিমদের মেরুকরণও উঠে এসেছে । যে সাম্প্রদায়িকতায় ভারত ভাগ হয়েছিল, তার পরিচয়ও এখানে মেলে । উঠে আসে রাষ্ট্রসংঘের নীরবতা নিয়েও নানা কথা । ইউসুফ মালালাও প্রাসঙ্গিকতায় ফিরে আসেন । বিশেষ করে তালিবানি শাসনে নারীদের উপরে ভয়ঙ্কর বর্বরোচিত অত্যাচারের কথা ছড়িয়ে পড়ে । এখন তো শিল্পীদের উপরে নির্মম অত্যাচার নেমে এসেছে । সেক্ষেত্রে যেভাবে তালিবানদের ক্ষমতায়ন নিয়ে চর্চার পরিসর জমে ওঠে, সেভাবে স্বদেশে পরবাসীদের নিয়ে তেমন কোনো উচ্চবাচ্য নেই । মার্কিন রাষ্ট্রপতিও নিজের দেশের নাগরিককেই আঘাত করলে সর্বশক্তি দিয়ে তার প্রত্যাঘাতের হুমকি দিয়েছেন । অথচ কোনো রাষ্ট্রই সে দেশের স্বদেশে পরবাসীদের জীবনরক্ষায় এগিয়ে আসা নিয়ে উচ্চবাচ্য করেনি ।

অন্যদিকে পরের বছর ২০২২-এর জুলাই-এ শ্রীলঙ্কায় তীব্র জনরোষে সে দেশের সরকার পড়ে যায়, ১৪ জুলাই রাষ্ট্রপতি পদত্যাগে বাধ্য হয়ে দেশত্যাগ করেন। সরকারের অপশাসনের বিরুদ্ধে সে দেশের জনগণ বিদ্রোহ করে, প্রকাশ্য রাস্তায় সরকারি জনপ্রতিনিধিদের নিগ্রহ করে বাড়িঘরে আগুন লাগিয়ে দেয়, সরকারি সম্পত্তি লুট করে। দুর্নীতিপরায়ণ স্বৈরাচারী সরকারের প্রতি জনরোষের আগুন কতটা ভয়ঙ্কর রূপ লাভ করতে পারে, তার বাস্তব নিদর্শনে শ্রীলঙ্কার দৃষ্টান্তটি জনপ্রিয় উদাহরণ হয়ে উঠেছে । সম্প্রতি বাংলাদেশে কোটাবিরোধী ছাত্র আন্দোলনকে সামনে রেখে সে দেশের সরকার উৎখাতের আয়োজনের মধ্যেও তার কথা সমাজমাধ্যমের নানাভাবে উঠে আসে। ৫ আগস্ট (২০২৪) জনরোষের চাপে পড়ে সে দেশের প্রধানমন্ত্রীর পদত্যাগ করে দেশছাড়ার পর স্বাধীনতার নামে জনগণের সরকারি সম্পত্তির লুটতরাজ,বিধ্বংসী তাণ্ডব, আন্দোলনের বিরোধীদের শত্রু ভেবে ধনসম্পত্তি লুট-অগ্নিসংযোগ, সংখ্যাগুরুর সংখ্যালঘুর প্রতি অত্যাচার-নিপীড়ন নৃশংসতা চরম আকার ধারণ করে । সেখানে স্বাধীনতার বিকৃত উল্লাসের আড়ালে দেশের মানুষের স্বদেশে পরবাসী হওয়ার আর্তনাদ চাপা পড়ে যায়। আর তার রেশ কাটতে না কাটতেই বছরখানেক পরেই ২০২৫-র সেপ্টেম্বরে নেপালে জেনজি-র বিধ্বংসী আন্দোলনে সে দেশের নির্বাচিত দুর্নীতিপরায়ণ সরকারকে উৎখাত করে অন্তর্বর্তী সরকারের মাধ্যমে নির্বাচন করে জেনজি-র নতুন সরকার গঠিত হয়। সরকারের লাগামহীন দুর্নীতির যাতে জনমানসে ছড়িয়ে না পড়ে তার জন্য ৮ সেপ্টেম্বর সোস্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মের উপরে সরকারি নিষেধাজ্ঞা জারির বিরুদ্ধেই জেনজি-র ধ্বংসাত্মক প্রতিবাদী আন্দোলন সরকারের পতনকে অনিবার্য করে তোলে। ১৩ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত পাঁচ দিন ধরে চলা ধ্বংসাত্মক আন্দোলনে সে দেশের দুর্নীতিমুক্ত সরকারের মধ্যে আসলে নতুন করে স্বাধীনতার স্বপ্ন জেগে উঠেছিল। সেখানেও স্বদেশে পরবাসীর দুঃস্বপ্ন যেমন জেগেছিল, তেমনই নতুন করে স্বাধীনতা পাওয়ার হাতছানিও ছিল। এখনও তার রেশ বর্তমান। সে দেশে নতুন করে জেনজি-র আন্দোলনের কথাও সংবাদ মাধ্যমে উঠে আসে।

যেখানে আধুনিক বিশ্বে শক্তিশালী দেশের অভাব নেই, অথচ সেখানেই ধর্মান্ধ অমানবিক গোষ্ঠীর হাত থেকে মানুষকে বাঁচানোর জন্য ঐক্যবদ্ধ শক্তির বড় অভাব । আসলে ক্ষমতাই যেখানে শেষ কথা, সেখানে অক্ষমদের কথা কে ভাবে! স্বাধীনতা তো পালনের নয়, লালনের ; উদযাপনে নয়, যাপনের; মান্যতায় নয়, মননের । চেতনাহীনের কাছে গোলামী করে সুখে থাকাও স্বাধীনতা মনে হয় । সেই যাপনের স্বাধীনতাকে আপন করার জন্যই তো মানুষ দেশকে বুকে নিয়ে ভিটেমাটি ছেড়ে প্রাণ হাতে নিয়ে অচেনা পথেই চলতে শুরু করে । সে পথ যত দূরেরই হোক, যত দুর্গমই হয়ে উঠুক, তবু তা হাতছানি দেয় শরণার্থীকে । সেখানে যে নিজেকে খুঁজে পাওয়ার স্বাধীনতা থাকে । সেই স্বদেশে পরবাসী স্বাধীনতাকামীদের কথা যে আধুনিক বিশ্ব এখনও ভেবে উঠতে পারেনি, তা তালিবানদের উত্থানে আরও প্রকট হয়ে ওঠে,রাশিয়া ইউক্রেন আক্রমণে সেই ধারা অব্যাহত । সেখানে যুদ্ধ একসময় নীরব হয়ে যায়,কিন্তু তার রেশ থেকে যায় স্বদেশে পরবাসীদের মনে আজীবন । বর্তমান বিশ্বে যুদ্ধের চেয়েও ভয়াবহ হয়ে উঠেছে যুদ্ধের ভয়ঙ্কর পরিণতি । সেখানে যেমন স্বাধীনতার উন্মাদনায় যুদ্ধকে গৌরবান্বিত করা হয়, তেমনই অসংখ্য মানুষকে স্বদেশেই পরাধীন হয়ে জীবনযুদ্ধের সম্মুখীন হতে হয় । উগ্র জাতীয়তাবাদে যুদ্ধের গৌরব যত সৌরভ ছড়ায়, ততই দেশের ছিন্নমূল শরণার্থীদের সংখ্যাবৃদ্ধি পায়। সারা বিশ্বজুড়ে দেশহারা শরণার্থীদের প্রকট উপস্থিতিই বলে দেয় যুদ্ধ মানুষকে কত ভয়ংকর জীবনযুদ্ধে সামিল করতে পারে । সেখানে স্বদেশে পরবাসীদের ট্রাজিক পরিণতি আরও দুর্বিষহ, আরও মর্মান্তিক । যেখানে ভারত, পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশের অনেক মানুষের মনে স্বাধীনতার দিবসেই পরাধীনতার আত্মগ্লানি জেগে ওঠে, সেখানে স্বাধীন বাংলাদেশ থেকে সম্প্রতি নতুন করে স্বাধীনতার লাভের আলোয় অসংখ্য মানুষের দেশান্তরে শরণার্থী হওয়ার শোচনীয় পরিণতিতে গাঢ় অন্ধকার নেমে আসে । সেদিন থেকেই তাদের স্বদেশে পরবাসী হওয়ার দিন,ছিন্নমূল হয়ে স্বদেশ খুঁজে চলার অবিরাম পথচলার সূচনা, স্বদেশকে বুকে আগলে অস্তিত্ব সংকটের দুঃস্বপ্ন তাড়িত আতঙ্কিত জীবনের কালরাত্রি ! সেক্ষেত্রে কারও স্বাধীনতাই কারও পরাধীনতা, কারও নিরন্তর দেশ খুঁজে চলা, ভাবা যায়! সাম্প্রতিক বাংলাদেশের পুনরায় স্বাধীনতার লাভের ফলে ছিন্নমূল মানুষের দেশত্যাগের আবহে এস ওয়াজেদ আলীর 'ভারতবর্ষ'-এর সেই প্রবাদপ্রতিম উক্তিই যেন আপন মনেই কথা বলে ওঠে 'সেই tradition সমানে চলেছে।'

লেখক: প্রফেসর, বাংলা বিভাগ, সিধো-কানহো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়

যাত্রা পালাগানে নতুন ভাবনা এনেছিলেন পালাকার শম্ভু বাগ

বিশ্বজিৎ সরকার

যাত্রার মরশুম শুরু হওয়ার পথে। রথের পর থেকেই যাত্রা পাড়ায় সাজ সাজ রব উঠে যায় ।যাত্রা জগৎ পিছিয়ে পিছিয়ে পড়ার অনেক কারণের মধ্যে ভাল পালাকারের অভাবের কথা ইদানীং শোনা যায় ।একজন গুনী পালাকারকে নিয়েই এই নিবন্ধ। যদিও তা অতীতের ইতিহাস।

বাংলার যাত্রা পালার ইতিহাসে পালাকার শম্ভু বাগের নাম সহজে মুছে যাওয়ার নয়। ব্যতিক্রমী পালাকার হিসাবে.৭০-৮০ এর দশকে তিনি যাত্রা জগতে এক নতুন উন্মাদনা সৃষ্টি করেছিলেন। তৎকালীন সময়ের বিনোদনের অন্যতম মাধ্যম এই যাত্রা কে লোকশিক্ষার ও চেতনার মিশেলে নব রূপায়নে উপস্থাপন করেছিলেন তিনি ।যাত্রা তাঁর হাতেই প্রসেনিয়াম থিয়েটারেরর সাথে পাল্লা দিয়েছিল সেই সময় ।

দারিদ্রের সাথে লড়াই করে তাঁর শৈশব ।১৯৩৬ সালের ১০ ডিসেম্বর বাঁকুড়ার কোতুলপুর নিকটবর্তী কারক বেরিয়া গ্রামে তাঁর জন্ম ।পিতা সূর্য নারায়ণ মা মায়ারানি ।পিতার ছিল ছিল যাত্রার শখ, গ্রামে গ্রামে অপেশাদারী যাত্রা পালায় তিনি অংশগ্রহণ করতেন আর গ্রামের এক টোলে পড়াতেন ।বাবার অভিনীত যাত্রার ডায়লগ ছোটবেলা থেকেই উচ্চারিত হত তার মুখে। প্রাথমিক পড়াশোনা গ্রামের স্কুলে ,মাধ্যমিক সারদাদেবীর স্মৃতিবিজড়িত কোয়ালপাড়া ইস্কুল। মাধ্যমিক পাস করে তিনি চলে যান বর্ধমানের দিদির কাছে ,চলে একই সাথে পড়াশনা আর সামান্য উপার্জন। পড়াশোনা করতে করতেই জীবিকা অর্জনের জন্য এই সময় লেটো দলে অভিনয়। ট্রেনের হকারিও করেছেন। এই ভাবে জীবনকে দেখে বিস্তৃত করেছেন তাঁর ভাবনার জগত। বর্ধমান রাজ কলেজে অস্থায়ী এক শিফটে চাকরি পেলে নাইটে এম এ কমপ্লিট করেন, পরবর্তী ক্ষেত্রে শিক্ষকতার চাকরিতে যা কাজে লাগে। সাটি নন্দী হাইস্কুলের শিক্ষকের চাকুরী পেলে দারিদ্র থেকে কিছুটা হলেও স্বস্তি মেলে তার। চাকুরী পেলেও সংসারের সুখ সায়রে ডুবে যাননি। শৈশব লালিত যাত্রা ভাবনাকে বাঁচিয়ে রাখতে বর্ধমানের শখের যাত্রা দলে প্রায়ই ঢুঁ মারতেন, নিজেও করতেন যাত্রা। কিন্তু অভিনয় করতে করতেই তার মনে হয় অধিকাংশ পালা যেন এক ফ্রেমে বাঁধা। সে সামাজিকই হোক পৌরাণিকই হোক কিম্বা ঐতিহাসিকই হোক ।তিনি ভাবলেন শুধু অস্ত্রের ঝন ঝনানি কিম্বা ভাঁড়ু দত্তের ভাঁড়ামি বা দাদা ভাইয়ের মামুলি ঝগড়া থেকে বার করে আনতে হবে যাত্রাকে ।সুলভ নাটকীয়তা নয়, যাত্রাকে আরো জীবন্ত করতে হবে, সৃষ্টি করতে হবে বিনোদন সৃষ্ট শিল্পরস যা মানুষকে ভাবাবে,তার চেতনার স্তরে সুড়সুড়ী দেবে। একজন শিল্পীর দায়বদ্ধতা সেই জীবন ভাবনাকে জনমানুষে ছড়িয়ে দেওয়া ।এই ভাবনা নিয়েই লিখলেন কয়েকটি পালা ।তার এই ভাবনা যাত্রা মহলের অনেকের কাছে পৌঁছে গিয়েছিল। তৎকালীন তরুন অপেরার অভিনেতা শিব ভট্টাচার্য এই তরুণ পালাকারের আঙ্গিক এবং বিষয়বস্তু সম্পর্কে জ্ঞাত ছিলেন। তরুন অপেরার কর্ণধার শান্তিগোপাল কে নিয়ে এসেছিলেন তাঁর কাছে ।শান্তিগোপাল নিয়ে গেলেন দুটি পালার খসড়া ।একটা তঘুম ভাঙ্গার গানদ আরেকটি 'হিটলার'। দুটি পালাতেই ছিল বিষয়বস্তুর অভিনবত্ব এবং বলিষ্ঠ ভাবনার সতেজ পদক্ষেপ ।ঘুম ভাঙার গান যথেষ্ট সুনামের সঙ্গে অভিনয় হলো। দ্বিতীয় পালাটিও মঞ্চস্থ হল পরের বছর। এই পালাতেই প্রথম যাত্রায় শুরু হল মাইক ,টেপ ও আলোর ব্যবহার বোমারু বিমান ও শব্দের কারিগরি ।

একই সাথে দেখল সেই নতুন যাত্রার রূপ এবং শুনলো মানুষ গড়ার কারিগরদের জীবন ও সমাজনির্ভর কাহিনী ।গ্রামের মানূষও বিনোদনের মাধ্যমে জানল সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের কর্মকাণ্ডের ঘটনা ।সমসাময়িক চরিত্রকে এভাবে রূপায়ণের মধ্য দিয়েমানুষের চেতনায় জাগিয়ে দিল দিন বদলের স্বপ্ন ।যাত্রাপ্রেমী দর্শক তো বটেই বিদগ্ধ মানুষ ও দেখলেন সেই যাত্রা। এমনকি স্বীকৃতি পেল সোভিয়েত রাশিয়ায়। চাকুরী করতে করতেই ভাবলেন এ যাত্রাকে মাধ্যম করে লোকশিক্ষা গণ চেতনার কথা । গ্রাম বাংলায় তখন শোষিত বঞ্চিত মানুষের ভিড় ।সেই শোষিত মানুষদের কাছে তুলে ধরলেন বীর সাহসী মানুষদের কথা ,যারা প্রতিকূল পরিবেশেও অসম লড়াইয়েওসৃষ্টি করছেন ইতিহাস! লিখলেন পৃথিবীর বিখ্যাত ডাক্তার নরমাল বেথুনের জীবনী কাহিনী অবলম্বনে 'শত্রু রক্ত যুদ্ধ' ।চিলির জননায়ক আয়লেন্দের জীবনীকে রুপদান দিলেন 'বিপন্ন বসুধায়। গ্রিক কাহিনী প্রমথিউসের জীবন কাহিনী অবলম্বনে তআগুন জ্বেলে দিলদ অন্যদিকে দেশের কৃষক আন্দোলনের পটভূমিকায় তরক্তাক্ত তেলেঙ্গানা 'নকশাল আন্দোলনের পটভূমিতে দজ্বালাদ ।বিরসা মুন্ডার জীবন নিয়েদ কালপুরুষ'।

এই পালাগুলি দেখে বোঝা গেল, যাত্রা শুধু বিনোদন নয় যাত্রা মানুষের বিবেক ভাবনা চেতনাকে জাগিয়ে তোলার একটা মাধ্যম। তিনি যখন যাত্রাপালা লিখছেন তখন যাত্রার স্বর্ণযুগ। ব্রজেন দে ভৈরব গঙ্গোপাধ্যায়, আনন্দময় বন্দ্যোপাধ্যায় সত্যপ্রকাশ দত্ত, দুলাল ব্যানার্জীর মত পালাকার যেমন ছিল,ছিল শেখর গাঙ্গুলি,ইন্দ্র লাহিড়ী রাখাল সিং এর মত শিক্ষিত অভিনেতা ।কিন্তু তিনি তৈরি করে নিলেন এক স্বতন্ত্র জগত এক আলাদা ঘরানা ।

তাঁর কলমে হতাশা ছিল না, ছিল দুঃখ নিরাশার মধ্যেও প্রগতিশীল ভাবনার সৃষ্টি রস। শিল্পীর দায়বদ্ধতা সম্পর্কে ছিলেন সম্পূর্ণ সজাগ ,এজন্য কখনো কখনো তিনি প্রযোজক পাননি ।তবে এব্যাপারে তাঁকে যোগ্য সঙ্গত দিয়েছেন তরূন অপেরারর কর্ণধার ও বিখ্যাত অভিনেতা শান্তিগোপাল। কিছু পালাগান তিনি বিশিষ্ট নট ওনাট্যকার হারু রায়ের সাথেও লিখেছেন। যাত্রার প্রচার প্রসারে এবং চেতনা ছড়াতে বার করতেন এক মাসিক পত্রিকা 'যাত্রাজগৎ'।

যাত্রার প্রতি টান থেকেই তৈরি করেছিলেন নবনাট্য আন্দোলন গ্রুপ ।বর্ধমান শহরে নাট্য গ্রন্থাগার। নবনাট্য আন্দোলনের গ্রুপের ছেলে মেয়েদের নিয়ে পেশাদার দলের সাথেও পাল্লা দিয়েছেন কখনো। বর্ধমানের বুকে এক যাত্রার পীঠস্থান গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন তিনি। ব্যক্তিগত সঞ্চয় থেকে জমি কিনে তৈরি করেছিলেন মুক্ত মঞ্চ ।সেই মুক্ত মঞ্চ তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু শিলান্যাস করেছিলেন। দীর্ঘদিন কাজ এগোয়নি তবে অবশেষে তৈরি হয়েছে শম্ভু বাগ মুক্তমঞ্চ। কিন্তু যে ভাবনা নিয়ে শম্ভু বাগ তৈরি করেছিলেন নবনাট্য, সেই মুক্তমঞ্চে তার প্রকাশ ঘটছে কি? তার লেখা বইগুলিও অনেকগুলি হারিয়ে গেছে! খুব জর্রুী কাজ সেই অমুল্য সম্পদের অনবেষন।

কোট-আনকোট

আমরা কোনও বাউন্ডারি টেনে লোকসংখ্যা নির্ধারণ করে নতুন মানচিত্র বানাচ্ছি না। এটার নির্দিষ্ট নিয়ম আছে। সেই কাজটা করে রাজ্য নির্বাচন কমিশন।

শুভেন্দু অধিকারী, মুখ্যমন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

দুই বর্ধমানে পঞ্চায়েতের কাজে গতি আনতে বৈঠকে মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: দুই বর্ধমানের গ্রামীণ উন্নয়নের কাজে কোথায় গতি, কোথায় থামতি, তার খতিয়ান নিতে দুর্গাপুরের সৃজনী হলে বসল গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক বৈঠক। পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমানের পঞ্চায়েতের কাজের অগ্রগতি নিয়ে আয়োজিত এই রিভিউ মিটিংয়ে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের পঞ্চায়েত মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ। দুই জেলার জেলাশাসক, বিডিও এবং পঞ্চায়েত দফতরের আধিকারিকদের নিয়ে দীর্ঘ বৈঠকে একের পর এক সরকারি প্রকল্পের বাস্তবায়ন নিয়ে খুঁটিনাটি পর্যালোচনা করা হয়। বিশেষ নজরে ছিল একশো দিনের কাজের অগ্রগতি, গ্রামীণ পরিকাঠামোর হাল এবং বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের বাস্তবায়ন। কোথায় কাজ থমকে রয়েছে, কোথায় গতি বাড়ানো প্রয়োজন এবং সরকারি প্রকল্পের সুফল কতটা মানুষের কাছে পৌঁছচ্ছে মূলত সেই ছবিই উঠে আসে বৈঠকের আলোচনায়। বৈঠকে পঞ্চায়েত দপ্তরের সচিব, দুর্গাপুর পশ্চিমের বিজেপি বিধায়ক লক্ষ্মণ চন্দ্র ঘোড়ুই-সহ প্রশাসনের পদস্থ আধিকারিক ও বিশিষ্ট ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন। দুই জেলার পঞ্চায়েত ব্যবস্থাকে আরও সক্রিয় করে গ্রামীণ উন্নয়নের কাজ দ্রুত এগিয়ে নিয়ে যাওয়া এবং সরকারি প্রকল্পের সুবিধা সরাসরি সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়াই বৈঠকের অন্যতম লক্ষ্য বলে প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে। সৃজনী হলেই এদিন কার্যত বসেছিল দুই বর্ধমানের পঞ্চায়েতের কাজের 'পরীক্ষা'। শুধু প্রকল্পের হিসাব নয়, মাঠে তার বাস্তব ফল কতটা, তারও পর্যালোচনা হয়েছে বৈঠকে। পঞ্চায়েত ও পুরসভা ব্যবস্থাকে সচল রেখে উন্নয়নের কাজে গতি বাড়ানো এবং প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রশাসনিক নজরদারি আরও জোরদার করার উপরই এদিনের বৈঠকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়।

বনগাঁয় গ্রেপ্তার দুই আন্তঃসীমান্ত অস্ত্র কারবারি

নিজস্ব প্রতিবেদন, বনগাঁ: বনগাঁ থেকে অস্ত্র-সহ গ্রেপ্তার দুই আন্তঃসীমান্ত অস্ত্র কারবারি। বাংলাদেশে পাচারের ছক ভেস্তে দিয়েই গ্রেপ্তার। বনগাঁ পুলিশের অভিযানে আগ্নেয়াস্ত্র-সহ দুই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বুধবার রাতে বনগাঁ থানার পুলিশ অভিযানে নেমে সাহিদুল মণ্ডল ওরফে শরিফ এবং অনুপ খান নামে দুই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে। পুলিশ সূত্রে খবর ধৃত সাহিদুল মণ্ডল ওরফে শরিফ বনগাঁ থানার বাজিতপুর এলাকার বাসিন্দা। অপর ধৃত অনুপ খান বনগাঁ থানার ফুলতলা কলোনি এলাকার বাসিন্দা। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে পুলিশের তদন্তে উঠে এসেছে উদ্ধার হওয়া অস্ত্রটি সীমান্তপারের বাংলাদেশের নাগরিকদের সঙ্গে বেআইনি লেনদেনের উদ্দেশ্যে সংগ্রহ করা হয়েছিল। সুনির্দিষ্ট সূত্রের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে পুলিশ সাহিদুল মণ্ডলের বাড়ি থেকে একটি পিস্তল ও দুটি ম্যাগাজিন উদ্ধার করে। তবে অস্ত্রটি কোথা থেকে সংগ্রহ করা হয়েছিল এবং এই চক্রের সঙ্গে আরও কেউ জড়িত রয়েছে কি না তা খতিয়ে দেখছে তদন্তকারীরা। বৃহস্পতিবার ধৃত দুই ব্যক্তিকে নিজেদের হেফাজতে নেবার আবেদন জানিয়ে বনগাঁ মহকুমা আদালতে পেশ করে বনগাঁ থানার পুলিশ। ঘটনার সঙ্গে আন্তঃসীমান্ত অস্ত্র কারবারের কোনও যোগ রয়েছে কি না সে বিষয়েও তদন্ত চালাচ্ছে বনগাঁ থানার পুলিশ।

নদীতে ঝাঁপ অন্তঃসত্ত্বা মহিলার

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: রাতের অন্ধকারে বসিরহাটের ইছামতি ব্রিজ থেকে নদীতে ঝাঁপ এক অন্তঃসত্ত্বা মহিলার। পারিবারিক অশান্তির জেরেই এই আত্মহত্যার চেষ্টা বলেই দাবি এলাকার মানুষের। মহিলার নাম নুপুর দাস। তার বাড়ির বসিরহাট থানার মেরুদণ্ডী এলাকায়। বুধবার রাতে এই মহিলাকে ব্রিজের ফুটপাত দিয়ে হাঁটতে দেখে কয়েকজন পথ চলতি মানুষ। তারা দেখে হঠাৎই ব্রিজের উপর থেকে লাফ দিয়ে ইছামতি নদীতে ঝাঁপ দেন ওই মহিলা। সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার চেঁচামেচিতে বেশ কিছু লোকজন জড়ো হয়ে যায় সেখানে। অনেক খোঁজাখুঁজির পর শ্মশান ঘাট এলাকা থেকে তাকে উদ্ধার করে স্থানীয়রা। তাকে উদ্ধার করে বসিরহাট হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে তার অবস্থার অবনতি হলে তাকে সিসিইউ রেখে চিকিৎসা চলছে। পুরো বিষয়টি তদন্ত শুরু করেছে বসিরহাট থানার পুলিশ।

নাবালকদের রক্তদান-কাণ্ডে মূল অভিযুক্ত গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: টাকা ও আর্থিক প্রলোভনের টোপ দিয়ে নাবালক ছাত্রদের রক্তদান করানোর অভিযোগের তদন্তে বড়সড় সাফল্য দুর্গাপুর থানার পুলিশের। এই চাঞ্চল্যকর ঘটনায় মূল কাণ্ডারী হিসেবে উঠে আসা কিংশুক মুখার্জিকে ভুবনেশ্বর থেকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। ঘটনার পর থেকেই ওড়িশায় গা-ঢাকা দিয়েছিল বলে পুলিশ সূত্রে দাবি। বৃহস্পতিবার তাকে দুর্গাপুর মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, দুর্গাপুরের বিধাননগরের একটি বেসরকারি হাসপাতালে ইস্পাত নগরীর একটি বেসরকারি স্কুলের কয়েকজন নাবালক ছাত্রকে নিয়ে গিয়ে রক্তদান করানো হয়। অভিযোগ, রক্তদানের বিনিময়ে ছাত্রদের টাকা দেওয়ার প্রলোভন দেখানো হয়েছিল। ঘটনাটি প্রকাশ্যে আসতেই চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। এরপর দুর্গাপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের হলে শুরু হয় তদন্ত। তদন্তের শুরুতেই পুলিশের হাতে আসে স্কুলের প্রাক্তন ছাত্র দেবপ্রিয় চক্রবর্তীর নাম। অভিযোগ, আর্থিক প্রলোভন দেখিয়ে নাবালক ছাত্রদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে তার ভূমিকা ছিল। জিজ্ঞাসাবাদে দেবপ্রিয় দাবি করে, অন্যদের মাধ্যমে তাকে এই কাজে যুক্ত করা হয়েছিল। এরপর তদন্তের জাল আরও বিস্তৃত হলে সামনে আসে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সদস্য অমিত প্রসাদ যাদব এবং মালদার বাসিন্দা মহম্মদ হাবিবুল্লাহর নামও। তবে তদন্তে নতুন মোড় আসে কিংশুক মুখার্জির নাম সামনে আসার পর। পুলিশের দাবি, কিংশুকের বাড়ি দুর্গাপুরের বিধাননগরে। ঘটনার পর পরিস্থিতি আঁচ করে সে ওড়িশায় পালিয়ে যায়। তার খোঁজে তদন্তকারীরা ওড়িশায় অভিযান চালিয়ে ভুবনেশ্বর থেকে তাকে গ্রেপ্তার করে দুর্গাপুরে নিয়ে আসে। নাবালকদের রক্তদান ঘিরে আর্থিক প্রলোভনের এই অভিযোগে ঠিক কীভাবে পুরো চক্র কাজ করত, কারা কারা এর সঙ্গে যুক্ত এবং এর পিছনে আরও কেউ রয়েছে কি না তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। কিংশুককে জিজ্ঞাসাবাদ করে তদন্তে আরও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উঠে আসতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

বিধায়ক দীপাঞ্জন চক্রবর্তীর নেতৃত্বে তিরঙ্গা যাত্রা

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: প্রধানমন্ত্রীর ডাকে হর ঘর তিরঙ্গা যাত্রার অংশ হিসেবে উত্তরপাড়া বিধানসভায় বিধায়ক দীপাঞ্জন চক্রবর্তীর নেতৃত্বে তিরঙ্গা যাত্রা অনুষ্ঠিত হল বাখরাল থেকে উত্তরপাড়া কলেজ পর্যন্ত। তেরঙ্গা যাত্রা উত্তরপাড়া বিধানসভা কেন্দ্রে উত্তরপাড়া বিধায়ক দীপাঞ্জন চক্রবর্তীর উপস্থিতিতে বাগখাল থেকে উত্তরপাড়া কলেজ পর্যন্ত। বহু বিজেপি কর্মী সমর্থক দেশের জাতীয় পতাকা হাতে নিয়ে বাইক র‍্যালিতে অংশগ্রহণ করেছিল। বিধায়ক দীপাঞ্জন চক্রবর্তী ছাড়াও তিরঙ্গা যাত্রাতে অংশগ্রহণ করেছিলেন বিজেপি রাজ্য নেতা প্রভাত রায়। তিরঙ্গা যাত্রার শেষে এদিন তিনি বলেন দেশের প্রধানমন্ত্রী ডাকে শুধু বিজেপি কর্মীরা নয় অসংখ্য সাধারণ মানুষ বিভিন্ন জায়গায় তিরঙ্গা যাত্রাতে অংশগ্রহণ করছে। আগামী দু'দিন এই কর্মসূচি চলবে দেশজুড়ে। নেতাজি সম্পর্কে অবমাননাকর কুক্তি প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'দেশের এবং বাংলার মনীষীদের নিয়ে এবং দেশের জাতীয় পতাকা বা প্রধানমন্ত্রী মুখ্যমন্ত্রীকে নিয়ে যারা কুক্তি করছে তারা আর যাই হোক দেশের সুনাগরিক নয়। এটা বাবর বা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজত্ব চলছে না, আজকের পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর নাম শুভেন্দু অধিকারী কেউ যদি এই ধরনের নক্কারজনক কাজ করে তাহলে পুলিশ এবং প্রশাসন তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।'

অনন্ত মহারাজ-মন্তব্য বিতর্ক

কাঁকসা থানায় অভিযোগ দায়ের কংগ্রেসের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: বিজেপির রাজ্যসভার সাংসদ অনন্ত মহারাজ নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুকে নিয়ে আপত্তিকর ও কুরুচিকর মন্তব্য করায় রাজ্যের অন্যান্য প্রান্তের পাশাপাশি কাঁকসা থানায় তার বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করলো কংগ্রেস কর্মীরা। অনন্ত মহারাজ দাবি করেন যে, 'স্বাধীনতা সংগ্রামে নেতাজির কোনও ভূমিকা ছিল না।' নেতাজিকে নিয়ে তার মন্তব্যের জেরে রাজ্যজুড়ে তীব্র রাজনৈতিক বিতর্ক ও প্রতিবাদের সৃষ্টি হয়েছে। সেই ঘটনার জেরে বৃহস্পতিবার কাঁকসা থানায় অভিযোগ জানায় কংগ্রেস কর্মীরা। এদিন এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন কাঁকসা ব্লক কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক ধর্মেন্দ্র শর্মা, কিষাণ সেলের সভাপতি শেখ ফিরোজ, যুব সভাপতি শেখ বাবুল, কংগ্রেস নেতা মিঠু মোল্লা-সহ অন্যান্যরা। কংগ্রেস নেতা ধর্মেন্দ্র শর্মা জানিয়েছে,'নেতাজিকে নিয়ে বিজেপির রাজ্যসভার সাংসদ অনন্ত মহারাজ যে মন্তব্য করেছেন তা কখনোই মেনে নেওয়া যায় না। প্রতিটা বাঙালির আবেগ ও গর্ব নেতাজিকে নিয়ে। যিনি প্রথম কোহিমায় ভারতের পতাকা তুলেছিলেন তিনি নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বোস। ভারতীয়রা কোনোদিন তার অসম্মান মেনে নেবে না।' তাই রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের পাশাপাশি রাজ্য সভাপতির নির্দেশে কাঁকসা ব্লক কংগ্রেসের পক্ষ থেকে তারাও কাঁকসা থানায় অনন্ত মহারাজের শাস্তির দাবি জানান।

অশোকগ্রামে পুলিশের মেগা অভিযান

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: বেআইনি চোলাই মদ তৈরি ও বিক্রির কারবারের বিরুদ্ধে কড়া অবস্থান নিল পুলিশ। বুধবার রাতে কুমারগঞ্জ বিধানসভার অন্তর্ভুক্ত গঙ্গারামপুর ব্লকের অশোকগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতের একাধিক এলাকায় অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণ চোলাই মদ ও মদ তৈরির উপকরণ বাজেয়াপ্ত করে নষ্ট করেছে ফুলবাড়ি ফাঁড়ির পুলিশ। এই আকস্মিক অভিযানে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, অশোকগ্রামের বিভিন্ন জায়গায় দীর্ঘদিন ধরে বেআইনিভাবে চোলাই মদ তৈরি ও বেচাকেনা চলছিল। এর ফলে এলাকার সামাজিক পরিবেশ নষ্ট হচ্ছিল বলে একাধিক অভিযোগ জমা পড়েছিল। বুধবার রাতে ফুলবাড়ি ফাঁড়ির ইনচার্জ সৎকার স্যাংবোর নেতৃত্বে বিশাল পুলিশ বাহিনী অশোকগ্রামের চিহ্নিত ডেরাগুলিতে হানা দেয়। তল্লাশি চালিয়ে প্রায় এক হাজার লিটারেরও বেশি চোলাই মদ এবং মদ তৈরির বিপুল সরঞ্জাম উদ্ধার করা হয়, যা পরবর্তীতে অকুস্থলেই নষ্ট করে দেয় পুলিশ।

SBI — এসবিআই হোম লোন সেন্টার হাওড়া (১০২৬৩)
২৩৯এ, পঞ্চাননতলা রোড, হাওড়া-৭১১১০১
ই-মেইল: sbi.10263@sbi.co.in
সাধারণ বিজ্ঞপ্তি

মূল বিক্রয় দলিল হারানোর বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, **(১) শ্রী বিষ্ণু পদ মাহাত**, পিতা- প্রয়াত নারায়ণ চন্দ্র মাহাত, যিনি দিশারী অ্যাপার্টমেন্ট, এ, ৮/১, বিদিশা কোঅপারেটিভ হাউজিং সোসাইটি লিঃ, ফেজ ২, ১৩৪ সি.এস. মুখার্জী স্ট্রিট, কোন্নগর, হুগলী-৭১২২৩৫-এ বসবাস করেন, তাঁকে **অ্যাকাউন্ট নং ৩০৪৭৬৫৫১০৭৭**-এর মাধ্যমে একটি হোম লোন মঞ্জুর করা হয়েছিল এবং **শ্রী বিষ্ণু পদ মাহাত ৯, জি.টি. রোড (সাউথ), হাওড়া-৭১১১০১-এ অবস্থিত স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, আরএসিপিসি হাওড়া**-এর কাছে এ.আর.এ.-৩ কলকাতা-এর অফিসে ১৬.১২.২০০৮ তারিখে নিবন্ধিত ২০০৮ সালের আই-০১৪৫৭ নম্বর মূল দলিলটি জমা দিয়েছিলেন, যা বুক নং ১, ভলিউম নং ১, পৃষ্ঠা ৩১২৭ থেকে ৩১৩৯-এ নথিভুক্ত। এটি কোন্নগর পৌরসভার অধীনে, মৌজা- কোন্নগর, জে.এল. নং ৭, আর.এস. প্লট নং ১১০৭ এবং ১১০৫, থানা- উত্তরপাড়া, জেলা- হুগলী, পিন- ৭১২২৩৫-এ অবস্থিত এমআইজি (জেনারেল-এ) -তে **৪৪.৩৬ বর্গমিটার** পরিমাপের গ্রাউন্ড ফ্লোরে অবস্থিত ফ্ল্যাট নং এ ৮/১-এর সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল-এর সাথে সম্পর্কিত। হাওড়া সিটি পুলিশ স্টেশনে **১০.০৮.২০২৬ তারিখে** জেনারেল ডায়েরিতে **জি.ডি.ই নং ৮০৩** হিসেবে উক্ত দলিলটির হারিয়ে যাওয়া/স্থানচ্যুত হওয়ার বিষয়টি নথিভুক্ত করা হয়েছে। মূল টাইটেল ডিডটি সুরক্ষিত রাখার জন্য পর্যাপ্ত এবং যুক্তিসঙ্গত সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা সত্ত্বেও সেটি হারিয়ে গেছে এবং/অথবা স্থানচ্যুত হয়েছে। উল্লিখিত সম্পত্তি/দলিলে কোনো দাবি, অধিকার, স্বত্ব এবং/অথবা স্বার্থ থাকলে যে কোনো ব্যক্তিকে এই তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে আমাদের কাছে দাবি জানাতে হবে।

অ্যাসিস্ট্যান্ট জেনারেল ম্যানেজার,
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, হোম লোন সেন্টার হাওড়া,
হাওড়া-৭১১১০১

ফর্ম এ

সাধারণ ঘোষণা

(ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (কর্পোরেট ব্যক্তিদের জন্য ইনসলভেন্সি রেজোলিউশন প্রক্রিয়া) রেগুলেশনস, ২০১৬-এর রেগুলেশন ৬-এর অধীনে)
শিবালয় ইনফ্রাকন প্রাইভেট লিমিটেড-এর পাওনাদারদের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য

প্রাসঙ্গিক বিবরণ		
১.	কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার নাম	**শিবালয় ইনফ্রাকন প্রাইভেট লিমিটেড**
২.	কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার নিগমবদ্ধ হওয়ার তারিখ	২৪/০৭/২০০৯
৩.	যে কর্তৃপক্ষের অধীনে কর্পোরেট ঋণগ্রহীতা নিগমবদ্ধ/নিবন্ধিত	রেজিস্ট্রার অফ কোম্পানিজ, কলকাতা
৪.	কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার কর্পোরেট আইডেন্টিটি নম্বর / লিমিটেড লায়াবিলিটি আইডেন্টিফিকেশন নম্বর	U45400WB2009PTC137148
৫.	কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার নিবন্ধিত কার্যালয় এবং প্রধান কার্যালয়ের (যদি থাকে) ঠিকানা	৭, রবীন্দ্র সরণি ৪র্থ ফ্লোর, রুম নং ৪১১, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, ৭০০০০১
৬.	কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার ক্ষেত্রে ইনসলভেন্সি শুরুর তারিখ	১০-০৮-২০২৬ (প্রাপ্তি- ১২-০৮-২০২৬)
৭.	ইনসলভেন্সি রেজোলিউশন প্রক্রিয়া সমাপ্ত হওয়ার আনুমানিক তারিখ	০৬/০২/২০২৭
৮.	অন্তর্বর্তীকালীন রেজোলিউশন প্রফেশনাল হিসাবে কর্মরত ইনসলভেন্সি প্রফেশনালের নাম এবং নিবন্ধন নম্বর	চন্দ্র কুমার জৈন IBBI/IPA-001/IP-P00214/2017-18/10414
৯.	বোর্ডের কাছে নিবন্ধিত অন্তর্বর্তীকালীন রেজোলিউশন প্রফেশনালের ঠিকানা এবং ই-মেইল	১৮ রবীন্দ্র সরণি, পোদ্দার কোর্ট, গেট নং ১, ৮ম ফ্লোর, রুম নং ৮১৬, কলকাতা ৭০০০০১, পশ্চিমবঙ্গ। ckcacs@yahoo.co.in
১০.	অন্তর্বর্তীকালীন রেজোলিউশন প্রফেশনালের সাথে যোগাযোগের জন্য ব্যবহারযোগ্য ঠিকানা এবং ই-মেইল	১৮ রবীন্দ্র সরণি, পোদ্দার কোর্ট, গেট নং ১, ৮ম ফ্লোর, রুম নং ৮১৬, কলকাতা ৭০০০০১, পশ্চিমবঙ্গ। ই-মেইল আইডি: sipl.ibc@gmail.com
১১	দাবি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ	২৪/০৮/২০২৬
১২.	অন্তর্বর্তীকালীন রেজোলিউশন প্রফেশনাল দ্বারা নিরূপিত ধারা ২১-এর উপ-ধারা (৬এ)-এর ক্লজ (বি)-এর অধীনে পাওনাদারদের শ্রেণি, যদি থাকে	আরপি-র কাছে উপলব্ধ তথ্য অনুযায়ী শ্রেণির নাম নেই
১৩	একটি শ্রেণিতে পাওনাদারদের অনুমোদিত প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করার জন্য চিহ্নিত ইনসলভেন্সি প্রফেশনালদের নাম (প্রতিটি শ্রেণির জন্য তিনটি নাম)	১. প্রযোজ্য নয় ২. প্রযোজ্য নয় ৩. প্রযোজ্য নয়
১৪	ক) প্রাসঙ্গিক ফর্ম এবং খ) অনুমোদিত প্রতিনিধিদের বিবরণ এখানে উপলব্ধ:	(ক) ওয়েব লিঙ্ক : https://ibbi.gov.in/home/downloads (খ) প্রযোজ্য নয়

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইব্যুনাল ১০/০৮/২০২৬ তারিখে শিবালয় ইনফ্রাকন প্রাইভেট লিমিটেড-এর কর্পোরেট ইনসলভেন্সি রেজোলিউশন প্রক্রিয়া শুরু করার আদেশ দিয়েছে।
শিবালয় ইনফ্রাকন প্রাইভেট লিমিটেড-এর পাওনাদারদের এতদ্বারা ১০ নং এন্ট্রির বিপরীতে উল্লিখিত ঠিকানায় অন্তর্বর্তীকালীন রেজোলিউশন প্রফেশনালের কাছে ২৪/০৮/২০২৬ তারিখের মধ্যে বা তার আগে প্রমাণ সহ তাদের দাবি জমা দেওয়ার জন্য আহ্বান জানানো হচ্ছে।
আর্থিক পাওনাদাররা শুধুমাত্র ইলেকট্রনিক মাধ্যমে প্রমাণ সহ তাদের দাবি জমা দেবেন। অন্যান্য সমস্ত পাওনাদাররা ব্যক্তিগতভাবে, ডাকযোগে বা ইলেকট্রনিক মাধ্যমে প্রমাণ সহ দাবি জমা দিতে পারবেন।
১২ নং এন্ট্রির বিপরীতে তালিকাভুক্ত একটি শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত একজন আর্থিক পাওনাদার ফর্ম সিএ -তে উক্ত শ্রেণির অনুমোদিত প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করার জন্য ১৩ নং এন্ট্রির বিপরীতে তালিকাভুক্ত তিনজন ইনসলভেন্সি প্রফেশনালের মধ্য থেকে তার পছন্দের অনুমোদিত প্রতিনিধি নির্দেশ করবেন।
দাবির মিথ্যা বা বিভ্রান্তিকর প্রমাণ জমা দিলে জরিমানা আরোপ করা হবে।

স্বা/-
চন্দ্র কুমার জৈন
শিবালয় ইনফ্রাকন প্রাইভেট লিমিটেড-এর অন্তর্বর্তীকালীন রেজোলিউশন প্রফেশনাল
IBBI/IPA-001/IP-P00214/2017-18/10414
এএফএ বিবরণ: AA1/10414/02/300627/109066 ৩০-০৬-২০২৭ পর্যন্ত বৈধ
তারিখ : ১৩/০৮/২০২৬
স্থান : কলকাতা

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
INFORMATION WANTED

This is the photograph of **Suhana Khatun,** Father's Name - **Samsul Purkait,** of Vill + PO Patra, PS - Diamond Harbour, Dist - South 24 Pgs, Who has been missing since 02.05.2024, at about 16.30 hrs, Residence under Diamond Harbour PS, Description of this Missing person is: **Age -** 16 Years, **Complexion**- Fair, **Height -** 4 Feet, **Wearing -** Pink Yellow frock and blue pant. Please Contact Officer in Charge, Missing Persons Bureau, C.I.D., West Bengal, Bhabani Bhaban, Kolkata-700027, Ph. No.-033-24506120.

ICA-D 1243(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
INFORMATION WANTED

This is the photograph of **Manik Hazra,** Father's Name - **LT Sudhir Hazra,** of Natun Mahula, PO - Mahula, PS - Beldanga, Murshidabad, Who has been missing since 16.06.2023, at about 17.30 hrs, Residence under Beldanga PS. Description of this Missing person is: **Age -** 59 Years, **Complexion**- Sallow, **Height -** 5 Feet, **Wearing -** Black full pant, brown T-Shirt, **Language** - Bengali. Please Contact Officer in Charge, Missing Persons Bureau, C.I.D., West Bengal, Bhabani Bhaban, Kolkata-700027, Ph. No.-033-24506120.

ICA-D 1240(3)/2026

SBI — এগ্রিকালচার কমার্শিয়াল ব্রাঞ্চ, কলকাতা
সমৃদ্ধি ভবন, ব্লক সি, ১ম ফ্লোর
১ স্ট্র্যান্ড রোড, কলকাতা - ৭০০ ০০১

[রুল ৮(১)]
দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু:
নিম্নস্বাক্ষরকারী **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, এগ্রি কমার্শিয়াল ব্রাঞ্চ, কলকাতা**-এর অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৩-এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(১২) অধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে **২৭.০৫.২০২৬ তারিখে একটি দাবি বিজ্ঞপ্তি** জারিপূর্বক **ঋণগ্রহীতা মেসার্স দীপক আগরওয়ালা, স্বত্বাধিকারী- শ্রী দীপক আগরওয়ালা,** ঠিকানা : গ্রাম- সামসী, পোঃ- সামসী, জেলা- মালদা, পিন নং- ৭৩২১৩৯-কে উক্ত নোটিশ প্রাপ্তির ৬০ দিনের মধ্যে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত পরিমাণ অর্থাৎ **৩,৯২,৯৯,৯৮৫.৭৭ টাকা** (তিন কোটি বিরানব্বই লক্ষ নিরানব্বই হাজার নয়শো পঁচাশি টাকা এবং সাতাত্তর পয়সা) যা **২৬.০৫.২০২৬ তারিখ অনুযায়ী** এবং **২৭.০৫.২০২৬** তারিখ থেকে সুদ পরিশোধ করতে বলেন।
ঋণগ্রহীতা টাকার অঙ্ক ফেরত দিতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্দ্বারা ঋণগ্রহীতা/গ্যারান্টার এবং সাধারণভাবে জনগণকে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৮-এর সঙ্গে পঠিত উক্ত অ্যাক্টের সেকশন ১৩-এর সাব-সেকশন (৪) অধীনে তাঁর উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে **২০২৬ সালের আগস্ট মাসের ১১ তারিখে** এখানে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন।
বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা/গ্যারান্টার এবং সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন এই সম্পত্তি/সম্পত্তিগুলি নিয়ে কোনওরকম লেনদেন না করেন এবং এই সম্পত্তি নিয়ে কোনওপ্রকার লেনদেন স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার **৩,৯২,৯৯,৯৮৫.৭৭ টাকা (তিন কোটি বিরানব্বই লক্ষ নিরানব্বই হাজার নয়শো পঁচাশি টাকা এবং সাতাত্তর পয়সা) যা ২৬.০৫.২০২৬ তারিখ অনুযায়ী** এবং **২৭.০৫.২০২৬** তারিখ থেকে সুদ, খরচ ইত্যাদির জন্য ধার্য সাপেক্ষ হবে।
সুরক্ষিত পরিসম্পতের দায়মুক্ত হওয়ার প্রাপ্তব্য সময়ের ব্যাপারে, অ্যাক্টের সেকশন ১৩-এর সাব-সেকশন (৮)-এর বিধানাবলির প্রতি ঋণগ্রহীতার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

মৌজা- সামসী, জে.এল. নং- ৬৬, ব্লক- রতুয়া, সামসী গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, পোঃ- সামসী, থানা- রতুয়া, জেলা- মালদা, পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত মোট ২১১.৩৪৩ ডেসিমেল পরিমাপের জমি এবং বিল্ডিং-এর নিবন্ধিত বন্ধকী সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, যার দাগ নং- ১২৯, ১২৯/৫৩৬, ১৩৭, ১৩২, ১৩১, ২৯২, ২৯৩, ২৯১, এল.আর. খতিয়ান নং- ২০৮৫। এটি ১৮ আগস্ট ২০১৯ তারিখের ২০৮৫ নম্বর খতিয়ান মূলে শ্রী দীপক আগরওয়ালার নামে মিউটেট করা হয়েছে।
২৯.১২.২০২২ তারিখে নিবন্ধিত বন্ধকী দলিল নং আই-১৯০২-১৬১১২ অনুযায়ী প্রাপ্ত।
উপরে অবস্থিত প্রাঙ্গণটির সীমানা নিম্নরূপ: উত্তরে- মালিকের সম্পত্তি; পূর্বে- ২৫ ফুট চওড়া রাস্তা; দক্ষিণে- অন্যান্য সম্পত্তি; পশ্চিমে- অন্যান্য সম্পত্তি।

তারিখ: ১১.০৮.২০২৬
স্থান: কলকাতা
অনুমোদিত অফিসার
(স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া)

হাওড়া ডিভিসনের সমস্ত রিজার্ভেশন অফিস জাতীয় ছুটির দিনে ও রবিবারগুলিতে খোলা থাকবে

বিজ্ঞপ্তি

আসন্ন উৎসবের মরশুমের টিকিট কাটার ক্ষেত্রে যাত্রীদের সুবিধার্থে, হাওড়া ডিভিসনের সমস্ত রিজার্ভেশন অফিস (পিআরএস এবং এসআরও) নিম্নলিখিত জাতীয় ছুটির দিনে ও রবিবারগুলিতে অর্থাৎ **১৫.০৮.২০২৬ (শনিবার - স্বাধীনতা দিবস), ১৬.০৮.২০২৬ (রবিবার), ২৩.০৮.২০২৬ (রবিবার), ৩০.০৮.২০২৬ (রবিবার), ০৬.০৯.২০২৬ (রবিবার) ও ১৩.০৯.২০২৬ (রবিবার) তারিখে কেবলমাত্র সকালের শিফ্টে** খোলা থাকবে।
ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, হাওড়া

পূর্ব রেলওয়ে
আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

Indian Bank — জোনাল অফিস: কলকাতা সেন্ট্রাল
১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, ২য় এবং ৩য় ফ্লোর,
কলকাতা - ৭০০০০১

লকার ভেঙে খোলার বিজ্ঞপ্তি

আপনাদের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, বি বি চ্যাটার্জী স্ট্রিট শাখার** নিম্নলিখিত লকার হোল্ডারদের লকার ভাড়া বকেয়া রয়েছে। নোটিশ পাঠানোর পরেও, লকার হোল্ডাররা বকেয়া ভাড়া জমা দেননি বা নিষ্পত্তির জন্য শাখায় আসেননি। এই পরিস্থিতিতে, **২৯/০৮/২০২৬** তারিখের আগে বকেয়া পরিশোধ না করা হলে ব্যাঙ্ক আগামী **০৮/০৯/২০২৬** তারিখে উক্ত লকারগুলি ভেঙে খোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে জানানো হচ্ছে যে, ব্যাঙ্ক বকেয়া ভাড়া, খরচ এবং অন্যান্য চার্জ আদায়ের জন্য তার লিয়েনের অধিকার প্রয়োগ করবে।

ক্র. নং.	নাম	লকার নং	পরিমাণ (টাকায়)	ঠিকানা
১	শ্রীমতী মায়া রানী বণিক	৫০ (এস২)	১৫০৯৪	৪/৪০ জহুরা বাজার লেন, কসবা, কলকাতা - ৭০০০৪২
২	শ্রীমতী চিন্তামণি সাউ	১৫ (এস২)	১৬,৮৬৪	৪৪ ইস্ট কালিয়ানিবাস বিবেকানন্দ রোড, ব্যারাকপুর, নোনাচন্দনপুকুর, উত্তর ২৪ পরগনা, ব্যারাকপুর - ৭০০১২২
৩	শ্রী অবনী কুমার পাল	১৮ (এস১)	১৭,৩০৭	১/৬/৭, জহুরা বাজার লেন, গ্রাউন্ড ফ্লোর, কলকাতা - ৭০০০৪২

তারিখ: ১৪.০৮.২০২৬, স্থান: কলকাতা
স্বা/- অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

SBI — এসবিআই হোম লোন সেন্টার, বিধাননগর (১৫৩৪২)
জোনাল অফিস বিল্ডিং (৪র্থ ফ্লোর), ১/১৬, ভি. আই. পি. রোড,
কলকাতা - ৭০০০৫৪, ই-মেইল আইডি: sbi.15342@sbi.co.in
সারফায়েসি অ্যাক্ট, ২০০২-এর সেকশন ১৩(২) অনুযায়ী বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতা(গণ) ব্যাঙ্ক থেকে প্রাপ্ত ঋণ সুবিধার আসল এবং সুদ পরিশোধে খেলাপি হয়েছেন এবং ঋণগুলিকে নন-পারফর্মিং অ্যাসেট (NPA) হিসেবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে। সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর সেকশন ১৩(২)-এর অধীনে তাঁদের সর্বশেষ জানা ঠিকানায় নোটিশ পাঠানো হয়েছিল কিন্তু তা বিলি না হয়ে ফেরত এসেছে এবং তাই এতদ্বারা এই পাবলিক বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে তাঁদেরকে জানানো হচ্ছে।

ক্র. নং.	ঋণগ্রহীতার নাম ও ঠিকানা এবং শাখার নাম	টাইটেল ডিড জমা দিয়ে বন্ধক রাখা সম্পত্তির বিবরণ	নোটিশের তারিখ এনপিএ তারিখ	বকেয়া পরিমাণ
১.	**শ্রী সঞ্জীব কুমার** **পিতা- দামোদর মন্ডল** **শ্রীমতী পুষ্পা সিং** **স্বামী- শ্রী সঞ্জীব কুমার** ঠিকানা: গ্রাউন্ড ফ্লোর, ডি ডি রোড, নেহেরু কলোনি, সাউথ দমদম (এম), শ্রীভূমি, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০০৪৮ **লোন এ/সি নং-** ৩৯৭২৯৫০১৩৯৮ (এইচবিএল) / ৩৯৭২৯৫২৪৫২১ (সুরক্ষা) / ৪৪৪০১৪০৮০৫৩ (ইনস্টা টপ-আপ) **শাখা: এইচএলসি বিধাননগর**	এ.ডি.এস.আর. বিধাননগরে **২০২০ সালের ১৫০৪০১৮১৬ নম্বর দলিল** হিসেবে বুক-১, ভলিউম নং ১৫০৪-২০২০, পৃষ্ঠা ৮২৬৫২ থেকে ৮২৭১৭-এ নিবন্ধিত। **"যমুনোত্রী"** নামে পরিচিত বহুতল, ইট-নির্মিত, মেসুয়েজ, টেনিমেন্ট, হেরিডিটামেন্ট এবং দুটি ভিন্ন ব্লকে (যথা 'এ' এবং 'বি') প্রাঙ্গণ এবং/অথবা বিল্ডিং, যার সাথে বাস্তু জমির খণ্ড বা অংশ রয়েছে, যার উপর বা যার অংশে এটি নির্মিত এবং স্থাপিত, বিল্ডিংটি একত্রে "যমুনোত্রী" নামে পরিচিত, যার পরিমাপ প্রায় **৭ (সাত) কাঠা বা সামান্য কমবেশি, যা ১১.৩৭ (এগারো দশমিক তিন সাত) ডেসিমেলের** সমতুল্য বা সামান্য কমবেশি, যা মিউনিসিপ্যাল হোল্ডিং নং ১৯ (পুরানো-১৫), দক্ষিণদাঁড়ি রোড (রোড জোন- সাধনা থেকে ইস্টার্ন রেল), থানা- লেক টাউন, কলকাতা ৭০০০৪৮-এ অবস্থিত, মৌজা- দক্ষিণদাঁড়ি, জে.এল. নং ২৫, তৌজি নং ১২৯৮/২৮৩৩, যার **৪.৬২** (চার দশমিক ছয় দুই) ডেসিমেল বা সামান্য কমবেশি সি.এস./আর.এস. দাগ নং ৩৯০, সি.এস. খতিয়ান নং ১২২-এর অধীনে, যা আর.এস. খতিয়ান নং ৮৭৩-এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, এবং যার **৬.৭৫** (ছয় দশমিক সাত পাঁচ) ডেসিমেল বা সামান্য	১৩(২) অধীনে বিজ্ঞপ্তির তারিখ: ০৪.০৮.২০২৬ এনপিএ-এর তারিখ: ০৪.০৮.২০২৬	**লোন এ/সি নং- ৩৯৭২৯৫০১৩৯৮ (এইচবিএল) / ৩৯৭২৯৫২৪৫২১ (সুরক্ষা) / ৪৪৪০১৪০৮০৫৩ (ইনস্টা টপ-আপ)** **৯,৬৬,৮৬৫.০০ টাকা** (নয় লক্ষ ছেষট্টি হাজার আটশো পঁয়ষট্টি টাকা) যা **০৪.০৮.২০২৬** তারিখ অনুযায়ী। আপনাকে উল্লিখিত পরিমাণের উপর আনুষঙ্গিক ব্যয়, খরচ, চার্জ ইত্যাদির সাথে চুক্তিভিত্তিক হারে ভবিষ্যৎ সুদও প্রদান করতে হবে।

কমবেশি সি.এস./আর.এস. দাগ নং ৩৯১, সি.এস. খতিয়ান নং ১২১ এবং ৪৬২-এর অধীনে, যা আর.এস. খতিয়ান নং ৮৭৩-এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, মিউনিসিপ্যাল ওয়ার্ড নং ৩৩, সাউথ দমদম মিউনিসিপ্যালিটির এখতিয়ারাধীন, অতিরিক্ত জেলা সাব-রেজিস্ট্রার বিধাননগর, সল্টলেক সিটি, জেলা- ২৪ পরগনা (উত্তর)-এর মধ্যে অবস্থিত। **এর সীমানা নিম্নরূপ:- উত্তরে:-** অন্যদের বাড়ি দ্বারা, **দক্ষিণে:-** ৩০'-০" চওড়া মিউনিসিপ্যাল রাস্তা দ্বারা, **পূর্বে:-** লালসা সাউ-এর বাড়ি দ্বারা, **পশ্চিমে:-** লালসা সাউ-এর বাড়ি দ্বারা।
ব্লক-'এ'-তে তৃতীয় তলায় অবস্থিত একটি সম্পূর্ণ আবাসিক ফ্ল্যাট নং **সি**, যার সুপার বিল্ট-আপ এরিয়া **৭০৬ (সাতশো ছয়) বর্গফুট** বা সামান্য কমবেশি, যার মধ্যে দুটি শোবার ঘর, একটি ডাইনিং, একটি রান্নাঘর, দুটি টয়লেট এবং একটি ব্যালকনি রয়েছে (সম্পূর্ণ ফ্লোর মার্বেল ফিনিশড), যা **"যমুনোত্রী"** নামক বিল্ডিংয়ে রয়েছে, যা মিউনিসিপ্যাল হোল্ডিং নং ১৯ (পুরানো-১৫), দক্ষিণদাঁড়ি রোড (রোড জোন- সাধনা থেকে ইস্টার্ন রেল), থানা- লেক টাউন, কলকাতা ৭০০০৪৮-এ অবস্থিত। মিউনিসিপ্যাল ওয়ার্ড নং ৩৩, সাউথ দমদম মিউনিসিপ্যালিটির এখতিয়ারাধীন, জেলা- ২৪ পরগনা (উত্তর)।

সুরক্ষিত পরিসম্পতের দায়মুক্ত হওয়ার প্রাপ্তব্য সময়ের ব্যাপারে, অ্যাক্টের সেকশন ১৩-এর সাব-সেকশন (৮)-এর বিধানাবলির প্রতি ঋণগ্রহীতা(দের) দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

বিজ্ঞপ্তির বিকল্প জারির জন্য পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। উপরের ঋণগ্রহীতা(দের) এতদ্বারা এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ পরিশোধ করার জন্য আহ্বান জানানো হচ্ছে, অন্যথায় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর সেকশন ১৩-এর সাব-সেকশন (৪)-এর অধীনে এই বিজ্ঞপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিন শেষ হওয়ার পরে পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

তারিখ: ১৪.০৮.২০২৬
স্থান: কলকাতা
অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

SBI — এসবিআই, হোম লোন সেন্টার রাজারহাট (১৬৮২২)
বেঞ্চমার্ক, সিটি সেন্টার-২ এর নিকটে, নিউ টাউন, সন্তোষ চেম্বার,
ব্লক-এ, ২য় ফ্লোর, রাজারহাট নিউ টাউন, বাইপাস রোড, নোয়াপাড়া,
পোঃ- হাতিয়াড়া, কলকাতা-৭০০১৬১। ই-মেইল: sbi.16822@sbi.co.in
সারফায়েসি অ্যাক্ট, ২০০২-এর সেকশন ১৩(২) অনুযায়ী বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতা(গণ) ব্যাঙ্ক থেকে প্রাপ্ত ঋণ সুবিধার আসল এবং সুদ পরিশোধে খেলাপি হয়েছেন এবং ঋণগুলিকে নন-পারফর্মিং অ্যাসেট (NPA) হিসেবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে। সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর সেকশন ১৩(২)-এর অধীনে তাঁদের সর্বশেষ জানা ঠিকানায় নোটিশ পাঠানো হয়েছিল কিন্তু তা বিলি না হয়ে ফেরত এসেছে এবং তাই এতদ্বারা এই পাবলিক বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে তাঁদেরকে জানানো হচ্ছে।

ক্র. নং.	ঋণগ্রহীতা(দের) নাম ও ঠিকানা/ এ/সি নং/ শাখার নাম	টাইটেল ডিড জমা দিয়ে বন্ধক রাখা সম্পত্তির বিবরণ	নোটিশের তারিখ এনপিএ তারিখ	বকেয়া পরিমাণ
১	**শ্রী কনাদ চ্যাটার্জী, পিতা- কুনাল চ্যাটার্জী** **ঠিকানা ১)** বিয়াস অ্যাপার্ট., ৬৮/১১৪, যশোর রোড, ফ্ল্যাট-ই২, ৪র্থ ফ্লোর, কলকাতা-৭০০০৭৪ **ঠিকানা ২)** টিসিএস, ওমেগা টাওয়ার্স, ১৫শ ফ্লোর, ব্লক ইপি ও জিপি, সল্টলেক সেক্টর-৫, কলকাতা-৭০০০৯১ **ঠিকানা ৩)** ফ্ল্যাট নং: ১২০৫, ১২তম ফ্লোর, ব্লক-সি, গ্রীন হাইটস হাউজিং কমপ্লেক্স, রায়গাছি, রাজারহাট মেন রোড, কলকাতা-৭০০১৩৫ **শ্রীমতী স্বর্নালী চ্যাটার্জী, স্বামী- শ্রী কনাদ চ্যাটার্জী** **ঠিকানা ১)** বিয়াস অ্যাপার্ট., ৬৮/১১৪, যশোর রোড, ফ্ল্যাট-ই২, ৪র্থ ফ্লোর, কলকাতা-৭০০০৭৪ **ঠিকানা ২)** বিয়াস অ্যাপার্ট., ৬৮/১১৪, যশোর ইনফোকালি এন্টারপ্রাইজ সলিউশন লি., টাচ স্টোন টাওয়ার, ৬ষ্ঠ ফ্লোর, ইএন-১০, সল্টলেক, কলকাতা-৭০০০৯১ **ঠিকানা ৩)** ফ্ল্যাট নং: ১২০৫, ১২তম ফ্লোর, ব্লক-সি, গ্রীন হাইটস হাউজিং কমপ্লেক্স, রায়গাছি, রাজারহাট মেন রোড, কলকাতা-৭০০১৩৫ **হোম লোন এ/সি নং- ৩১৮৬০৪৪৩৬০২।** **শাখা: এসবিআই পিবিবি সল্টলেক (০৪২০৪)**	নতুন বিল্ডিংগুলির 'ব্লক বি'-এর ১২তম ফ্লোরের দক্ষিণ-পূর্ব দিকে অবস্থিত ফ্ল্যাট/আচ্ছাদিত স্থান নং **১২০৫**-এর সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, যার বিল্ট-আপ এরিয়া **১০৭০** (এক হাজার সত্তর) বর্গফুট বা সামান্য কমবেশি, যার মধ্যে ৪ (চার) টি শোবার ঘর, ১ (এক) টি লিভিং/ডাইনিং স্পেস, ১ (এক) টি রান্নাঘর, ৩ (তিন) টি টয়লেট এবং ১ (এক) টি ব্যালকনি রয়েছে। এর সাথে নতুন বিল্ডিংগুলির ব্লক-সি এবং ব্লক-ডি-এর বেসমেন্টে অবস্থিত কার পার্কিং স্পেস নং ৪২ রয়েছে, যা ক্রেতার মাঝারি আকারের মোটর গাড়ি পার্ক করার জন্য (ক্রেতার জন্য বরাদ্দ কার পার্কিং স্পেস নং ৪২-তে মোটর গাড়ির সরাসরি প্রবেশ এবং প্রস্থানের ভিত্তিতে)। **টাইটেল ডিডটি ২০১৭ সালের ১৫২৩০৭৮৪৩ নম্বর দলিল হিসেবে** বুক-১, ভলিউম নং ১৫২৩-২০১৭, পৃষ্ঠা ২২৭৩৯২ থেকে ২২৭৪৫৪-এ নিবন্ধিত। **সম্পত্তিটি শ্রী কনাদ চ্যাটার্জী,** পিতা- কুনাল চ্যাটার্জী এবং **শ্রীমতী স্বর্নালী চ্যাটার্জী,** স্বামী- শ্রী কনাদ চ্যাটার্জীর নামে রয়েছে।	১৩(২) অধীনে বিজ্ঞপ্তির তারিখ: ২৯.০৭.২০২৬ এনপিএ-এর তারিখ: ২৮.০৭.২০২৬	**হোম লোন এ/সি নং ৩১৮৬০৪৪৩৬০২** **১০,৫৪,০৩৯.০০/- টাকা** (দশ লক্ষ চুয়ান্ন হাজার উনচল্লিশ টাকা) যা **২৮.০৭.২০২৬ তারিখ অনুযায়ী**। আপনাকে উল্লিখিত পরিমাণের উপর আনুষঙ্গিক ব্যয়, খরচ, চার্জ ইত্যাদির সাথে চুক্তিভিত্তিক হারে ভবিষ্যৎ সুদও প্রদান করতে হবে।

সুরক্ষিত পরিসম্পতের দায়মুক্ত হওয়ার প্রাপ্তব্য সময়ের ব্যাপারে, অ্যাক্টের সেকশন ১৩-এর সাব-সেকশন (৮)-এর বিধানাবলির প্রতি ঋণগ্রহীতা(দের) দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

বিজ্ঞপ্তির বিকল্প জারির জন্য পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। উপরের ঋণগ্রহীতা(দের) এতদ্বারা এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ পরিশোধ করার জন্য আহ্বান জানানো হচ্ছে, অন্যথায় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর সেকশন ১৩-এর সাব-সেকশন (৪)-এর অধীনে এই বিজ্ঞপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিন শেষ হওয়ার পরে পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

তারিখ: ১৪.০৮.২০২৬
স্থান: রাজারহাট
অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

IndusInd Bank — রিজিওনাল অফিস:
সাবিত্রী টাওয়ার, ৩এ, আপার উড স্ট্রিট,
কলকাতা ৭০০০১৭

পরিশিষ্ট-৪-এ
[রুল ৮ (৬)-এর অনুবিধি দেখুন]
স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

সিকিউরিটিজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর সঙ্গে পঠিত সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৮(৬)-এর অনুবিধির অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।
এতদ্বারা সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা এবং গ্যারান্টার(গণ)-কে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে নীচে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে বন্ধক/চার্জ করা হয়েছে, যার বাস্তবিক দখল ইন্ডাসইন্ড ব্যাঙ্ক লিমিটেড (সুরক্ষিত পাওনাদার)-এর অনুমোদিত অফিসার দ্বারা নেওয়া হয়েছে, তা ২৩-০৯-২০২৬ তারিখে **"যেখানে যেমন আছে", "যেমন আছে যা আছে" এবং "যাই থাক না কেন" ভিত্তিতে ১,২৩,৫৬,৬৫০.০০ টাকা (এক কোটি তেইশ লক্ষ ছাপ্পান্ন হাজার ছয়শো পঞ্চাশ টাকা) যা ৩১-০৭-২০২৬ অনুযায়ী** এবং তার উপর ০১.০৮.২০২৬ তারিখ থেকে অনুমোদিত শর্ত অনুযায়ী অতিরিক্ত সুদ, মূল্য, চার্জ, ব্যয় এবং পেনাল চার্জ আদায়ের লক্ষ্যে বিক্রি করা হবে, যা **চন্দ্র পাওয়ার ইলেকট্রনিক্স সিস্টেম (ঋণগ্রহীতা), শৌমিক সাঁতরা (অংশীদার/গ্যারান্টার), সুমিত্রা হাজরা (অংশীদার/গ্যারান্টার) এবং তুলি ব্যানার্জী (সারিকা খাতুন নামেও পরিচিত) (অংশীদার/গ্যারান্টার/বন্ধকদাতা)**-এর থেকে ইন্ডাসইন্ড ব্যাঙ্ক লিমিটেড (সুরক্ষিত পাওনাদার)-এর পাওনা। সংরক্ষিত মূল্য, বায়না অর্থ জমা এবং সম্পত্তি পরিদর্শনের তারিখ নিচে উল্লেখ করা হয়েছে।

সুরক্ষিত পরিসম্পদের বিবরণ	জ্ঞাত দায়ভার	সংরক্ষিত মূল্য	ইএমডি
প্রায় ০৩ (তিন) কাঠা ০ (শূন্য) ছটাক ১৪ (চোদ্দ) বর্গফুট বা ৫ (পাঁচ) শতক পরিমাপের বাস্তু জমি এবং তার উপর অবস্থিত ৪১৫৫ (চার হাজার একশো পঞ্চান্ন) বর্গফুট আচ্ছাদিত এলাকা বিশিষ্ট তিন তলা বিল্ডিং এর সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, যা মৌজা - পোঁদড়া, জে.এল. নং ৩৮, আর.এস. দাগ নং ১২৬, আর.এস. খতিয়ান নং ১৬৬, এল.আর. দাগ নং ১২৭, এল.আর. খতিয়ান নং ১০৩/২, থানা - সাঁকরাইল, জেলা হাওড়া-তে অবস্থিত। **সীমানা নিম্নরূপ: উত্তরে:** ধনপতি দেবীর জমি এবং বিল্ডিং দ্বারা, **দক্ষিণে:** ৬ (ছয়) ফুট চওড়া সাধারণ চলাচলের পথ দ্বারা, **পূর্বে:** খেলার মাঠ দ্বারা, **পশ্চিমে:** চারুবালা রায়ের জমি এবং বিল্ডিং দ্বারা। ***সম্পত্তির বিস্তারিত বিবরণ শ্রীমতী সারিকা খাতুন-এর নামে ২০০৯ সালের ডিড নং ০৭৪৯৩ (যার তারিখ ৩১.০৭.২০০৯)-এ সুনির্দিষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, বিয়ের পর যাঁর নাম পরিবর্তন করে তুলি ব্যানার্জী রাখা হয়েছিল।	নেই/ব্যাংকের কাছে অজানা	**১,০৯,৫০,০০০/- টাকা (এক কোটি নয় লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা)**	**১০,৯৫,০০০/- টাকা (দশ লক্ষ পঁচানব্বই হাজার টাকা মাত্র)**

নিলামের তারিখ এবং সময়	২৩-০৯-২০২৬ (দুপুর ০২:৩০ মিনিট থেকে বিকাল ০৩:৩০ মিনিট পর্যন্ত)
অনলাইন নিলাম ওয়েবসাইট	https://www.bankeauctions.com
অনলাইন বিড জমা দেওয়ার শেষ তারিখ	২২-০৯-২০২৬ (বিকাল ৫:০০ টা পর্যন্ত)
সর্বনিম্ন বিড বৃদ্ধির পরিমাণ	৫০,০০০/- টাকা মাত্র
ইচ্ছুক ক্রেতাদের জন্য সম্পত্তি পরিদর্শনের তারিখ এবং সময়	০৭-০৯-২০২৬ (সকাল ১১:০০ টা থেকে দুপুর ০১:০০ টা পর্যন্ত)
অনুমোদিত অফিসারের যোগাযোগের বিশদ	মোবাইল নং. ৯৮৭৪৪৩৮৭৮৫, ই-মেইল: rohit.swaroop@indusind.com

বিক্রয়ের বিশদ নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে সিকিউরড ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট অর্থাৎ www.indusind.com বা পরিষেবা প্রদানকারীর ওয়েবসাইট অর্থাৎ https://www.bankeauctions.com -এ দেওয়া লিঙ্ক দেখুন।

সারফেইসি আইনের বিধান/বন্দোবস্তের অধীনে বিক্রয়ের জন্য সংবিধিবদ্ধ ৩০ দিনের বিজ্ঞপ্তি

ঋণগ্রহীতা/গ্যারান্টার(গণ)/বন্ধকদাতা(গণ) এটিকে ৩০ দিনের বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি হিসাবে বিবেচনা করতে পারেন। ঋণগ্রহীতা/গ্যারান্টার(গণ)/বন্ধকদাতা(গণ)-কে এতদ্বারা এই বিক্রয় বিজ্ঞপ্তির তারিখ থেকে ৩০ দিনের মধ্যে উপরে উল্লিখিতভাবে তাদের দায়বদ্ধতা সম্পূর্ণভাবে নিষ্কাশন করার এবং সুরক্ষিত সম্পদের উপর বন্ধকটি মুক্ত করার একটি শেষ এবং চূড়ান্ত সুযোগ দেওয়া হয়েছে, এতে ব্যর্থ হলে সুরক্ষিত সম্পদটি উপরে উল্লেখিত শর্তাবলী অনুযায়ী বিক্রি করা হবে।

তারিখ: ১৪-০৮-২০২৬
স্থান: হাওড়া
স্বা/- অনুমোদিত অফিসার
ইন্ডাসইন্ড ব্যাঙ্ক লিঃ

বালুরঘাট-গুয়াহাটি স্পেশ্যাল এক্সপ্রেস ট্রেন চালু করার প্রস্তাব

রেলমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকে সুকান্ত

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: দক্ষিণ দিনাজপুর তথা বালুরঘাট লোকসভা কেন্দ্রের দীর্ঘদিনের রেল যোগাযোগের দাবি মেটাতে তোড়জোড় শুরু হল। বৃহস্পতিবার নতুন দিল্লিতে কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণবের সঙ্গে এক উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে বসলেন বালুরঘাটের সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় শিক্ষা ও উত্তর-পূর্ব অঞ্চল উন্নয়ন মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী ড. সুকান্ত মজুমদার। বৈঠকে বালুরঘাট-সহ সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের রেল পরিকাঠামোর আধুনিকীকরণ, সম্প্রসারণ ও যাত্রী পরিষেবা বৃদ্ধির একাধিক বিষয়ে বিশদ আলোচনা হয়। এই বৈঠকের অন্যতম প্রধান বিষয় ছিল বালুরঘাটের সঙ্গে অসমের গুয়াহাটিকে যুক্ত করে একটি নতুন স্পেশ্যাল এক্সপ্রেস ট্রেন চালুর প্রস্তাব। সুকান্ত মজুমদার জানান, বালুরঘাট ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বাসিন্দাদের উত্তর-পূর্ব ভারতের সাথে সরাসরি যোগাযোগের দাবি দীর্ঘদিনের। এই প্রস্তাবিত সরাসরি ট্রেন পরিষেবা চালু হলে কেবল সাধারণ যাত্রীদের যাতায়াতের সুবিধাই হবে না, বরং দক্ষিণ দিনাজপুরের সাথে অসম ও উত্তর-পূর্ব ভারতের অর্থনৈতিক ও সামাজিক সম্পর্ক আরও দৃঢ় হবে। তবে রেল মন্ত্রকের চূড়ান্ত অনুমোদন ও পর্যালোচনার পরেই এই পরিষেবা চালুর দিনক্ষণ স্পষ্ট হবে। বৈঠক শেষে ড. মজুমদার জানান, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর 'বিকশিত ভারত'-এর স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করতেই আঞ্চলিক পরিবহন ব্যবস্থা সুদৃঢ় করার ওপর জোর দেওয়া হচ্ছে। বালুরঘাট ও তৎসংলগ্ন এলাকায় রেল পরিকাঠামো দ্রুত এগিয়ে নিয়ে যেতে এবং যাত্রী স্বাচ্ছন্দ্য নিশ্চিত করতে ক্রমাগত প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া হবে। পাশাপাশি, পশ্চিমবঙ্গের যেসব এলাকায় উন্নত রেল যোগাযোগ স্থানীয় অর্থনীতি ও সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রায় নতুন গতি আনতে পারে, সেখানে দ্রুত কাজ শেষ করার দাবিও তোলেন তিনি। প্রস্তাবিত এই বালুরঘাট-গুয়াহাটি ট্রেন পরিষেবা চালু হলে দক্ষিণ দিনাজপুরবাসীর দীর্ঘদিনের স্বপ্ন পূরণ হবে এবং দক্ষিণবঙ্গের সাথে উত্তর-পূর্ব ভারতের একটি মজবুত রেল নেটওয়ার্ক গড়ে উঠবে বলে আশাপ্রকাশ করেছেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী।

ওষুধের দোকানের আড়ালে বেআইনি গর্ভপাত চাঁচলে

গ্রেপ্তার দোকান মালিক-দম্পতি

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: ওষুধের দোকানে পর্দার আড়ালে বেআইনি গর্ভপাত ঘটনার হাতেনাতে ধরে ফেলল চাঁচল থানার পুলিশ। রীতিমতো চাঁচল সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতালের থেকে ঢিল ছোঁড়া দূরত্বে একটি ওষুধের দোকানে এই ঘটনায় রীতিমতো এলাকা জুড়ে হইচই পড়ে গিয়েছে। পাশাপাশি ওই ওষুধের দোকানে গর্ভপাতের একটি ভিডিও মোবাইলে বন্দী করে অভিযোগকারী এক যুবক সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল করেছে। (যদিও ভাইরাল হওয়া ভিডিও'র সত্যতা যাচাই করে নি সংশ্লিষ্ট সংবাদ মাধ্যম)। পুরো বিষয়টি নিয়ে ওই ওষুধের দোকানের মালিক দম্পতিকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। আর যে তরুণীর গর্ভপাত করানো হচ্ছিল তড়িঘড়ি তাঁকে ওই অবস্থায় চাঁচল সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতালে ভর্তির ব্যবস্থা করানো হয়। বৃহস্পতিবার বিষয়টি জানাজানি হতেই চাঁচল মহকুমা জুড়ে ব্যাপক শোরগোল পড়ে গিয়েছে। শুরু হয়েছে রাজনৈতিক কড়া সমালোচনা। ইতিমধ্যে ওই ওষুধের দোকানের লাইসেন্স বাতিল ও কড়া শাস্তির দাবি তুলেছে বেঙ্গল কেমিস্ট অ্যান্ড ড্রাগিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের সংশ্লিষ্ট মহকুমার সদস্যরা।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই ওষুধের দোকানের মালিক সঞ্জীব সাহা এবং তাঁর স্ত্রী মিলি সাহাকে বেআইনি গর্ভপাত করানোর অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়েছেন। তাদের বাড়ি চাঁচল হাসপাতাল পাড়া এলাকায়। চাঁচল সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতালের সামান্য পাশেই রয়েছে ওদের একটি ওষুধের দোকান। বেশ কিছুদিন ধরেই ওই ওষুধের দোকানের পর্দার আড়ালে বিভিন্ন বয়সী মহিলাদের গর্ভপাত করানো হচ্ছিল বলে অভিযোগ। এই ঘটনার কথা কোনও মারফত জানতে পেরেই চাঁচল হাসপাতাল পাড়া এলাকার যুবক আকাশদীপ চট্টোপাধ্যায় এদিন সকালে ওই ওষুধের দোকানে হুড়মুড়িয়ে ঢুকে পড়ে এবং বেআইনি গর্ভপাতের পুরো বিষয়টি মোবাইলে ভিডিও করার পর সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল করে দেয়। আর এই ভাইরাল হওয়া ছবি দেখেই কার্যত আঁতকে উঠেছে জেলা স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে পুলিশ ও প্রশাসনের কর্তারা। অভিযোগকারী আকাশদীপ চ্যাটার্জি বলেন, 'দীর্ঘদিন ধরে ওষুধের দোকানের আড়ালে গর্ভপাত করানোর প্রক্রিয়া চালাচ্ছে ওই ওষুধ ব্যবসায়ী। একদিন সকাল দশটা নাগাদ ওই দোকানের ভিতরে দুজন মহিলাকে ঢুকতে দেখেই আমি হানা দি-ই। মোবাইলে ভিডিও করি এবং পুলিশকে খবর দিই। পুলিশ এসে দু'জনকে গ্রেপ্তার করেছে। আমরা চাই এই কারবার বন্ধ হোক।' অন্যদিকে, বেঙ্গল কেমিস্ট অ্যান্ড ড্রাগিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের চাঁচল মহকুমা জোনের সম্পাদক প্রণব পাল জানান, 'অভিযোগের ভিত্তিতে ওই ওষুধ ব্যবসায়ীর লাইসেন্স বাতিলের জন্য আবেদন করা হয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। আমরা এই ধরনের কারবার কখনোই বরদাস্ত করব না। গর্ভপাত পুরোপুরিভাবে বেআইনি।' চাঁচল বিধানসভার বিজেপির অবজারভার অভিষেক সিংহানিয়ার অভিযোগ, 'এগুলি সব বেআইনি কাজকর্ম তৃণমূলের জামানা থেকে হয়ে এসেছে। ফলে এগুলোকে আটকানোর প্রয়োজনীয় কোনও সেই সময় ব্যবস্থা নেওয়া হয় নি। রাজ্যে ক্ষমতার পালাবদল হতেই এসব বেআইনি কাজকর্ম বিরুদ্ধে অভিযান চালাচ্ছে পুলিশ।' যদিও বিজেপির এমন অভিযোগ ভিত্তিহীন বলেই দাবি করেছেন তৃণমূলের জেলার প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক বিশ্বজিৎ ঘোষ। চাঁচল থানার পুলিশ জানিয়েছে, অভিযোগের পর কয়েকটি ধারায় ওই ওষুধের দোকানের মালিক ও তার স্ত্রীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পুরো বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

পড়ুয়াদের বিদ্যালয়মুখী করতে 'তাল পিঠে' উৎসব বাঁকুড়ায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: বাঁকুড়া জেলা বিশেষ করে জঙ্গলমহল এলাকা শ্রাবণ ও ভাদ্র মাসে মেতে ওঠে তালের হরেক রকম সুস্বাদু খাবারে। তাল দিয়ে নানা পিঠে, রুটি-লুচি, তালফুলারু বা তালের বড়া, তালের মিষ্টি ইত্যাদি নানান খ াবার। প্রাচীনকাল থেকে এই রেওয়াজ চলে আসছে। এই রেওয়াজ এখনও অত্যন্ত জনপ্রিয়। নতুন প্রজন্মকে এই রেওয়াজের সঙ্গে আরও জড়িয়ে দিতে উদ্যোগ নিল চাতরী নিম্ন বুনিয়াদী আবাসিক বিদ্যালয়। উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে পালিত হলো ঐতিহ্যবাহী 'তাল পিঠা পরব'। জঙ্গলমহল এলাকার এক অন্যতম ও ঐতিহ্যবাহী লোকসংস্কৃতির সঙ্গে জড়িয়ে থাকা তাল পিঠাকে ঘিরে বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে তৈরি হয় উৎসবের মেজাজ। চাতরী নিম্ন বুনিয়াদী আবাসিক বিদ্যালয় আবাসিক। একেবারে প্রাথমিক স্তরের একটি আবাসিক বিদ্যালয়ে এমন নজিরবিহীন আয়োজনে ছাত্রছাত্রীদের পাশাপাশি অভিভাবক ও স্থানীয় বাসিন্দারা খুশি। তাদের মতে, জঙ্গলমহলের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে নতুন প্রজন্মের কাছে তুলে ধরার এই উদ্যোগের জন্য বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ প্রশংসার অধিকারী। তাদের মতে জঙ্গলমহলের পিছিয়ে পড়া এলাকার এই আদিবাসী বিদ্যালয়ে পড়াশোনার পাশাপাশি ছাত্রছাত্রীদের আনন্দ দান,চরিত্র গঠন, সমাজসেবা, সৃজনশীলতা ও নিজস্ব সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত করে তুলতে নানা ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এটা নজির বিহীন। শিক্ষকদের মতে এই ছাত্রছাত্রীদের বিদ্যালয়মুখী করতে এরকম নানা অভিনব উদ্যোগ তারা নিয়ে থাকেন। সেই কর্মসূচির অঙ্গ হিসাবে তাল পিঠা পরবের আয়োজন করা হয়েছিল। এ প্রেক্ষিতে উল্লেখ্য, বর্ষার শুরু থেকে শেষে তাল পাকার মরশুম। পাকা তালের রসদ বা মাড়ি বের করে পিঠা-সহ নানা সুস্বাদু খাবার তৈরি করা রীতি রয়েছে। চাতরি বিদ্যালয়ে সেই ঐতিহ্যকেই উৎসবের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়। এই উৎসব উপলক্ষে বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ছিল ব্যাপক উৎসাহ। তাল দিয়ে তৈরি বিভিন্ন পিঠা হৈচৈ করে খায় তারা। অভিভাবক ও স্থানীয়রা ছোটদের সেই আনন্দ মোবাইলে ধরেও রাখেন। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সহযোগিতায় এই উৎসবটি হয়। বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের কথায়, পড়াশোনাকে আকর্ষণীয় করে তুলতে মানসিক বিকাশ এবং আনন্দের সঙ্গে বিদ্যালয়ে আসার পরিবেশ তৈরি করাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সেই লক্ষ্যেই বিভিন্ন সময়ে নানা অভিনব উদ্যোগ নেওয়া হয়। জঙ্গলমহলের খাবার ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সঙ্গে ছাত্রছাত্রীদের পরিচয় করিয়ে দেওয়ার জন্য তাল পিঠা পরবের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল।

সোনামুখী পৌরশহরে অনুষ্ঠিত তিরঙ্গা যাত্রা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: গোটা দেশের পাশাপাশি বাঁকুড়া জেলার সোনামুখী পৌরশহরে অনুষ্ঠিত হল তিরঙ্গা যাত্রা কর্মসূচি। সোনামুখীর সিনেমাতলা থেকে তিরঙ্গা যাত্রা কর্মসূচি শুরু হয় এবং শহরের বিভিন্ন প্রান্ত পরিক্রমা করে সোনামুখী পৌরশহরের বুড়ো শিব তলায় এসে সমাপ্ত হয়। এদিনের তিরঙ্গা যাত্রা কর্মসূচিতে কয়েক হাজার সাধারণ মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেন। এদিনের কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের বন সমবায় ও পরিবেশ প্রতিমন্ত্রী দিবাকর ঘরামী, বিষ্ণুপুর সংগঠনিক জেলা বিজেপির সভাপতি তাপস বোস, সোনামুখী থানার আইসি তাপস দত্ত, সোনামুখী ব্লকের বিডিও উজ্জ্বল বিশ্বাস, সোনামুখী বিএমওএইচ অভিষেক পাজা, জয়েন বিডিও হেমন্ত প্রামাণিক, সোনামুখী নগর মণ্ডলের বিজেপির সভাপতি গিরিশঙ্কর অধিকারী-সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গরা। সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে রাজ্যের বন সমবায় ও পরিবেশ প্রতিমন্ত্রী দিবাকর ঘরামী বলেন, 'দেশবিরোধী আগেও ছিল এখনো আছে এদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া উচিত এবং কঠোর আইন আনা উচিত। এরা দেশে থাকবে, দেশের খাবে আর যে বীর শহীদরা রক্ত দিয়ে জীবন দিয়ে দেশের স্বাধীনতা ছিনিয়ে এনেছে, এখন একশ্রেণীর মানুষ কি করে ভারতবর্ষকে পরাধীন করা যায় তার চেষ্টা করছে। তার জন্য আমাদের চেষ্টা যাতে করে মানুষের মধ্যে আরও বেশি দেশাত্মবোধ জাগে।'

ডাম্পারের ধাক্কায় মৃত পরীক্ষার্থী

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাগনান:: বুধবার হাওড়ার বাগনান থানা এলাকায় পাতিনান দ'গড়ায় ডাম্পার এবং অটোর সংঘর্ষে মর্মান্তিক মৃত্যু হল এক রেল পরীক্ষার্থীর। মৃতের নাম আব্দুল আকিব (পিন্টু)। বাড়ি বাগনানের সত্যপীর তলায়। জানা গেছে, এদিন অটোয় চেপে সে বাড়ি থেকে রেলের পরীক্ষা দিতে যাওয়ার জন্য বাগনানে যাচ্ছিল। সেই সময় উল্টো দিক থেকে বালি আনতে যাওয়া একটি খালি ডাম্পার নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে অটোর দিকে ধাক্কা মারলে অটোটি উল্টে যায়। এলাকার লোকজন ছুটে এসে তাঁকে বাগনান হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন।

অ্যাপেক্স ট্রেডার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স লিমিটেড

CIN: L51909WB1980PLC033173
নিবন্ধিত কার্যালয়: পোদ্দার পয়েন্ট, ১০ম ফ্লোর, ১১৩, পার্ক স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০১৬
ফোন নং ০৩৩-৪০১৯ ০৮০০, ফ্যাক্স নং ০৩৩-৪০১৯ ০৮২৩
ইমেল: corp@titagarh.in

৩০শে জুন, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের স্ট্যান্ডঅ্যালোন আর্থিক ফলাফলের বিবরণী (টাকা লাখে)

ক্র. নং	বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত 30.06.2026 অনিরীক্ষিত	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৬ অনিরীক্ষিত	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩০.০৬.২০২৫ অনিরীক্ষিত	বছর সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৬ নিরীক্ষিত
১	পরিচালন থেকে মোট আয়	০.৩৪	০.৩৪	০.৪০	১.৫০
২	কর এবং ব্যতিক্রমী বিষয়াবলীর পূর্বে সময়ের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি)	-০.৭২	-১.০৫	-১.০০	-৪.৪৭
৩	কর পূর্ববর্তী সময়ের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) (ব্যতিক্রমী বিষয়াবলীর পর)	-০.৭২	-০.৬২	-১.০০	-৪.০৪
৪	কর পরবর্তী সময়ের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) (ব্যতিক্রমী বিষয়াবলীর পর)	-০.৭২	-০.৬২	-১.০০	-৪.০৪
৫	সময়ের জন্য মোট অন্যান্য সামগ্রিক আয়	-০.৭২	-০.৬২	-১.০০	-৪.০৪
৬	পরিশোধিত ইকুইটি শেয়ার মূলধন	২০.০০	২০.০০	২০.০০	২০.০০
৭	প্রতি শেয়ারের পিছু আয় (ইপিএস) (ফেস ভ্যালু প্রতিটি ১০/- টাকা) মৌলিক ও মিশ্রিত (*বার্ষিকীকৃত নয়)	-০.৩৬	-০.৫৩	-০.৫০	-২.২৪

দ্রষ্টব্য:
১. উপরের বিবরণীটি এসইবিআই (লিস্টিং ওবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর রেগুলেশন ৩৩-এর অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জগুলিতে পেশ করা ৩০শে জুন, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের আর্থিক ফলাফলের বিশদ ফরম্যাটের একটি নির্যাস। ৩০শে জুন, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের স্ট্যান্ডঅ্যালোন আর্থিক ফলাফলের পূর্ণাঙ্গ ফরম্যাট স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটে (www.cse-india.com) উপলব্ধ রয়েছে।
২. ৩০শে জুন, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের উপরের আর্থিক ফলাফলগুলি অডিট কমিটি দ্বারা পর্যালোচিত হয়েছে এবং ১৩ই আগস্ট, ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত তাদের সভায় পরিচালনা পর্ষদ দ্বারা অনুমোদিত হয়েছে।

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ১৩ই আগস্ট, ২০২৬

পরিচালনা পর্ষদের আদেশে
দুর্গা প্রসাদ শর্মা
সিইও এবং ডিরেক্টর
DIN: 00912509

ডিউক কমার্স লিমিটেড

CIN: L51909WB1982PLC035425
নিবন্ধিত কার্যালয়: হংকং হাউস, ১ম ফ্লোর, ৩১ বি. বি. ডি. বাগ (এস), কলকাতা -৭০০০০১
ফোন: (০৩৩) ২২৪৮৮৮৯১/৯২, **ইমেল:** duke.commerce@yahoo.com

৩০শে জুন ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিবরণী (টাকা লাখে)

ক্র. নং	বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩০-০৬-২০২৬ (অনিরীক্ষিত)	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১-০৩-২০২৬ (নিরীক্ষিত)	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩০-০৬-২০২৫ (অনিরীক্ষিত)	বছর সমাপ্ত ৩১-০৩-২০২৬ (নিরীক্ষিত)
১	**পরিচালন থেকে আয়**				
	পরিচালন থেকে রাজস্ব				
	সুদ বাবদ আয়	৬.৪১	৭.৩৯	১৬.২৮	৩৮.৭৮
	ডিভিডেন্ড বাবদ আয়	-	-	-	১৩৮.২২
	ফেয়ার ভ্যালু পরিবর্তনের ওপর নিট লাভ	২৩.০২	১.৬৪	৫.৮৭	১৯.৮৩
	পরিচালন থেকে মোট রাজস্ব	**২৯.৪৩**	**৯.০৩**	**২২.১৫**	**১৯৬.৮৩**
	(খ) অন্যান্য আয়	০.৮৯	১.০৫	-	১.৪৫
	পরিচালন থেকে মোট আয়	**৩০.৩২**	**১০.০৮**	**২২.১৫**	**১৯৮.২৮**
২	**ব্যয়**				
	ক) অর্থসংস্থান সংক্রান্ত খরচ	-	-	-	-
	খ) আর্থিক ইনস্ট্রুমেন্টের মূল্য হ্রাস	(০.৬৩)	-	(১.০০)	(১.০০)
	গ) কর্মচারী সুবিধা বাবদ খরচ	২.৩০	২.৩০	৩.৭২	১৩.৪৫
	ঘ) অবচয় এবং মূল্যহ্রাস সংক্রান্ত খরচ	০.৩২	০.৪৭	০.৩২	১.৪৩
	ঙ) অন্যান্য খরচ	৩.৫২	৫.৯৫	২.৫০	১৯.৬৬
	মোট ব্যয়	**৫.৫১**	**৮.৭২**	**৫.৫৪**	**৩৩.৫৪**
৩	**কর পূর্ববর্তী লাভ/(ক্ষতি) (১-২)**	**২৪.৮০**	**১.৩৬**	**১৬.৬১**	**১৬৪.৭৪**
৪	**কর খরচ**		**৪০.৩৩**	**(১.৫৫)**	**৪১.৩৯**
৫	**চলতি সময়ের লাভ/(ক্ষতি) (৩-৪)**	**২৪.৮০**	**(৩৮.৯৭)**	**১৮.১৬**	**১২৩.৩৫**
৬	**অন্যান্য সামগ্রিক আয়**				
(i)	যে বিষয়গুলি লাভ বা ক্ষতিতে পুনরায় শ্রেণিবদ্ধ করা যেতে পারে (কর বাদ দিয়ে)				
(ii)	যে বিষয়গুলি লাভ বা ক্ষতিতে পুনরায় শ্রেণিবদ্ধ করা যাবে না (কর বাদ দিয়ে)	৩,৫৩২.৫০	(৬,৪৯৩.৯৬)	২,৬১৬.৬৪	(৬,৭৬৫.৮০)
	চলতি সময়ের জন্য মোট সামগ্রিক আয়/ (ক্ষতি) (কর বাদ দিয়ে)	**৩,৫৩২.৫০**	**(৬,৪৯৩.৯৬)**	**২,৬১৬.৬৪**	**(৬,৭৬৫.৮০)**
৭	**চলতি সময়ের জন্য মোট সামগ্রিক আয়/(ক্ষতি)**	**৩,৫৫৭.৩০**	**(৬,৫৩২.৯৩)**	**২,৬৩৪.৮০**	**(৬,৬৪২.৪৬)**
৮	**পরিশোধিত ইকুইটি শেয়ার মূলধন (প্রতিটি ১০/- টাকা)**	**৯৫.৬৬**	**৯৫.৬৬**	**৯৫.৬৬**	**৯৫.৬৬**
৯	**অন্যান্য ইকুইটি**	-	-	-	**২৫,৬২৯.৭২**
১০	**প্রতি ইকুইটি শেয়ার পিছু আয়/ (ক্ষতি) (ফেস ভ্যালু প্রতিটি ১০/- টাকা)**				
	(ক) মৌলিক	**২.৫৯**	**(৪.০৭)**	**১.৯০**	**১২.৮৯**
	(খ) মিশ্রিত	**২.৫৯**	**(৪.০৭)**	**১.৯০**	**১২.৮৯**
		(বার্ষিকীকৃত নয়)	(বার্ষিকীকৃত নয়)	(বার্ষিকীকৃত নয়)	(বার্ষিকীকৃত)

দ্রষ্টব্য:
১. এই ফলাফলগুলি অডিট কমিটি দ্বারা পর্যালোচিত হয়েছে এবং ১৩/০৮/২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত তাদের সভায় পরিচালনা পর্ষদ দ্বারা অনুমোদিত হয়েছে।
২. কোম্পানিটি মূলত বিনিয়োগের ব্যবসার সাথে যুক্ত এবং সেই অনুযায়ী 'ইন্ড এএস-১০৮-অপারেটিং সেগমেন্ট' অনুযায়ী কোনো পৃথক রিপোর্টযোগ্য সেগমেন্ট নেই।
৩. কোম্পানির আর্থিক ফলাফল কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ১৩৩-এর অধীনে নির্ধারিত ইন্ডিয়ান অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্স ("ইন্ড এএস") এবং কোম্পানিজ (ইন্ডিয়ান অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড) রুলস, ২০১৫ ও তার পরবর্তী প্রাসঙ্গিক সংশোধনী নিয়মাবলী মেনে প্রস্তুত করা হয়েছে।
৪. ৩০শে জুন ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের লিমিটেড রিভিউ স্ট্যাটিউটরি অডিটর দ্বারা সম্পন্ন করা হয়েছে, যা এসইবিআই (লিস্টিং ওবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর রেগুলেশন ৩৩ অনুযায়ী আবশ্যক।
৫. ৩০শে জুন ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের শ্রেণিবিন্যাসের সাথে সামঞ্জস্য রাখার জন্য যেখানে প্রয়োজন মনে হয়েছে, পূর্ববর্তী সময়ের সংখ্যাগুলি পুনর্গঠিত / পুনরায় শ্রেণিবদ্ধ করা হয়েছে।

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ১৩/০৮/২০২৬

পরিচালনা পর্ষদের পক্ষে এবং তাদের অনুমতিক্রমে
ডিউক কমার্স লিমিটেড
স্বা/-
গৌরব আগারওয়ালা
ম্যানেজিং ডিরেক্টর
DIN: 00201469

আসাম এনট্রেড লিমিটেড

সিআইএন নম্বর: L20219WB1985PLC096557
রেজি. অফিস: ১৬ তারা চাঁদ দত্ত স্ট্রিট, ২য় ফ্লোর, কলকাতা-৭০০০৭৩
ইমেল আইডি: assamentrade1985@gmail.com ওয়েবসাইট: www.assamentrade.com

৩০শে জুন, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সারসংক্ষেপ
[এসইবিআই (লিস্টিং ওবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫ এর রেগুলেশন ৪৭(১) এর অধীনে] **(টাকা লাখে)**

ক্র. নং	বিবরণ	স্ট্যান্ডঅ্যালোন (নিরীক্ষিত) সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের জন্য ৩০.০৬.২০২৬ (অনিরীক্ষিত)	৩১.০৩.২০২৬ (নিরীক্ষিত)	৩০.০৬.২০২৫ (অনিরীক্ষিত)	সমাপ্ত বছরের জন্য ৩১.০৩.২০২৬ (নিরীক্ষিত)	কনসোলিডেটেড (নিরীক্ষিত) সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের জন্য ৩০.০৬.২০২৬ (অনিরীক্ষিত)	৩১.০৩.২০২৬ (নিরীক্ষিত)	৩০.০৬.২০২৫ (অনিরীক্ষিত)	সমাপ্ত বছরের জন্য ৩১.০৩.২০২৬ (নিরীক্ষিত)
১	কার্যকলাপ থেকে মোট আয়	৩২৬.৪২	১৮২.৬৫	১৮৮.৪৩	১২৬৬.১১	৩২৬.৪৫	১৮২.৯৬	১৮৮.৬৪	১২৬৭.১৪
২	মেয়াদের জন্য নিট লাভ /(ক্ষতি) (কর, ব্যতিক্রমী এবং/অথবা অসাধারণ আইটেম# পূর্ববর্তী)	৫৪.৯৮	-৫৮.৫০	৬২.৬২	৩০৬.৩০	৫৪.৯৫	-৫৮.৩০	৬২.৫১	৩০৬.৫২
৩	কর পূর্ববর্তী মেয়াদের জন্য নিট লাভ /(ক্ষতি) (ব্যতিক্রমী এবং/অথবা অসাধারণ আইটেম# পরবর্তী)	৫৪.৯৮	-৫৮.৫০	৬২.৬২	৩০৬.৩০	৫৪.৯৫	-৫৮.৩০	৬২.৫১	৩০৬.৫২
৪	কর পরবর্তী মেয়াদের জন্য নিট লাভ /(ক্ষতি) (ব্যতিক্রমী এবং/অথবা অসাধারণ আইটেম# পরবর্তী)	৩৯.৭০	-৯১.১৪	৪৮.৪০	১৯৭.৩৯	৩৯.৬৭	-৯১.০৩	৪৮.৩০	১৯৭.৫২
৫	মেয়াদের জন্য মোট সামগ্রিক আয় (মেয়াদের জন্য লাভ (কর পরবর্তী) এবং অন্যান্য সামগ্রিক আয় (কর পরবর্তী) সমন্বয়ে)	৩৯.৭০	-৯১.১৪	৪৮.৪০	১৯৭.৩৯	৩৯.৬৭	-৯১.০৩	৪৮.৩০	১৯৭.৫২
৬	পরিশোধিত ইকুইটি শেয়ার মূলধন	১৪৩.৯৮	১৪৩.৯৮	১৪৩.৯৮	১৪৩.৯৮	১৪৩.৯৮	১৪৩.৯৮	১৪৩.৯৮	১৪৩.৯৮
৭	সংরক্ষণ (পুনর্মূল্যায়ন সংরক্ষণ ব্যতীত)*	০	০.০০	০.০০	৬২৬৯.৭১	০.০০	০.০০	০.০০	৬৫৭৮.৪৭
৮	প্রতি শেয়ারে আয় (ইপিএস) প্রতি ১০/- টাকা ফেস ভ্যালু মৌলিক ইপিএস (প্রতি শেয়ারে টাকা) (বার্ষিকীকৃত নয়, বছর শেষ ব্যতীত)	২.৭৬	-৬.৩৩	৩.৩৬	১৩.৭১	২.৭৫	-৬.৩৩	৩.৩৬	১৩.৭১
	প্রতি শেয়ারে আয় (ইপিএস) প্রতি ১০/- টাকা ফেস ভ্যালু মিশ্রিত ইপিএস (প্রতি শেয়ারে টাকা) (বার্ষিকীকৃত নয়, বছর শেষ ব্যতীত)	২.৭৬	-৬.৩৩	৩.৩৬	১৩.৭১	২.৭৫	-৬.৩৩	৩.৩৬	১৩.৭১

* উভয় বছরেই সিকিউরিটিজ প্রিমিয়াম অ্যাকাউন্ট ৬২২.৭০৫ লাখ টাকা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

দ্রষ্টব্য:
১. উপরোক্ত ফলাফলগুলি এসইবিআই (এলওডিআর) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর রেগুলেশন ৩৩-এর অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে দাখিল করা ফলাফলের বিস্তারিত ফর্ম্যাটের একটি সারসংক্ষেপ। ফলাফলের নির্ধারিত ফর্ম্যাটটি স্টক এক্সচেঞ্জের (www.bseindia.com) এবং কোম্পানির (www.assamentrade.com) ওয়েবসাইটে উপলব্ধ। নিচে উল্লিখিত কিউআর কোডটি স্ক্যান করলে আপনি সরাসরি ওয়েব পেজে পৌঁছে যাবেন যেখানে ৩০.০৬.২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের আর্থিক ফলাফল দেখা যাবে।

স্থান: কানপুর
তারিখ: ১৩.০৮.২০২৬

আসাম এনট্রেড লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
নিশান্ত গুপ্তা
ম্যানেজিং ডিরেক্টর
DIN:00326317

টিটাগড় রেল সিস্টেমস লিমিটেড

TITAGARH
CIN : L27320WB1997PLC084819
রেজিস্টার্ড অফিস: পোদ্দার পয়েন্ট, ১০ম ফ্লোর, ১১৩ পার্ক স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬
টেলি : (033) 4019 0800, ফ্যাক্স : (033) 4019 0823, ইমেল আইডি : investors@titagarh.in; ওয়েবসাইট: www.titagarh.in

৩০ জুন, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের অসংশোধি আর্থিক ফলাফলের নির্যাস (কোটি টাকায়)

বিবরণ	স্ট্যান্ডঅ্যালোন সমাপ্ত ত্রৈমাসিক জুন ৩০, ২০২৬ (অনিরীক্ষিত)	মার্চ ৩১, ২০২৬ (অনিরীক্ষিত)	জুন ৩০, ২০২৫ (অনিরীক্ষিত)	সমাপ্ত বছর মার্চ ৩১, ২০২৬ (নিরীক্ষিত)	কনসোলিডেটেড সমাপ্ত ত্রৈমাসিক জুন ৩০, ২০২৬ (অনিরীক্ষিত)	মার্চ ৩১, ২০২৬ (অনিরীক্ষিত)	জুন ৩০, ২০২৫ (অনিরীক্ষিত)	সমাপ্ত বছর মার্চ ৩১, ২০২৬ (নিরীক্ষিত)
১. মোট আয়	৭৪১.৩৭	৮৬৮.৯১	৬৮৫.৬৪	৩,১৯০.৭৫	৭৭১.৭১	৮৮৭.০০	৬৯০.৯৫	৩,২৩৪.২৬
২. নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) (কর এবং ব্যতিক্রমী আইটেমের পূর্বে)	৭০.৩৮	৮৩.৩০	৫৯.২০	২৯৫.২২	৭০.৮৮	৭২.৭৩	৪৫.৯৬	২৫৭.৪৫
৩. কর পূর্ববর্তী নির্দিষ্ট সময়ের নিট লাভ/(ক্ষতি) (ব্যতিক্রমী আইটেমের পরে)	৭০.৩৮	৯০.৫০	৫.২৪	২৩৭.৬৪	৭০.৮৮	৭২.৭৩	(৮.০০)	১৯২.৬৭
৪. কর পরবর্তী নির্দিষ্ট সময়ের নিট লাভ/(ক্ষতি) (ব্যতিক্রমী আইটেমের পরে)	৫১.৯৯	৬৮.০২	১১.২১	১৫০.৭০	৫২.৫৮	৫৩.৫০	(২৩.০২)	১২২.৮২
৫. নির্দিষ্ট সময়ের মোট সমন্বিত আয়	৫২.২৪	৬৭.৮০	(১১.৩৩)	১৫১.৭২	৫২.৮০	৫১.৪৬	(২২.৫৭)	১২২.৯৮
৬. ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	২৬.৯৩	২৬.৯৩	২৬.৯৩	২৬.৯৩	২৬.৯৩	২৬.৯৩	২৬.৯৩	২৬.৯৩
৭. সংরক্ষণ (পূর্ববর্তী বছরের পরীক্ষিত ব্যালেন্স শীটে দেখানো পুনর্ব্যালুয়েশন সংরক্ষণ ব্যতিরেক)				২,৪৫৬.০৪				২,৪২৮.৮৩
৮. শেয়ার প্রতি আয় (ইপিএস) (প্রতিটি ফেস ভ্যালু ২ টাকা করে)								
মৌলিক (*বার্ষিক নয়)	৩.৮৬	৫.০৫	(০.৮৪)	১১.১৯	৩.৯১	৩.৯৭	(১.৭১)	৯.১২
মিশ্রিত (*বার্ষিক নয়)	৩.৮০	৫.০৫	(০.৮৪)	১১.১৮	৩.৮৪	৩.৯৭	(১.৭১)	৯.১১

দ্রষ্টব্য:
১. উপরিউক্ত ফলাফলগুলি ১২ই আগস্ট, ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত নিজ নিজ সভায় অডিট কমিটি দ্বারা পর্যালোচিত এবং পরিচালনা পর্ষদ (বোর্ড অফ ডিরেক্টরস) দ্বারা অনুমোদিত হয়েছে।
২. উপরিউক্ত তথ্যটি এসইবিআই (লিস্টিং ওবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর রেগুলেশন ৩৩-এর অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জগুলিতে দাখিল করা অসংশোধিত আর্থিক ফলাফলের বিশদ বিন্যাসের একটি নির্যাস। ৩০শে জুন, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ বিন্যাস স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট: **www.nseindia.com** এবং **www.bseindia.com**-এ এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট: **www.titagarh.in**-এ পাওয়া যাবে।

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ১২ই আগস্ট, ২০২৬

পরিচালনা পর্ষদের পক্ষে এবং তাদের নির্দেশে
উমেশ চৌধুরী
ভাইস চেয়ারম্যান এবং ম্যানেজিং ডিরেক্টর
DIN : 00313652

এশিয়ান হোটেলস (ইস্ট) লিমিটেড

নিবন্ধিত কার্যালয়: হায়াত রিজেন্সি কলকাতা, জেএ-১, সেক্টর III, সল্টলেক সিটি, কলকাতা-৭০০ ১০৬
CIN No. L15122WB2007PLC162762

৩০শে জুন ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক (কিউ১)-এর অনিরীক্ষিত কনসোলিডেটেড আর্থিক ফলাফলের নির্যাস

(টাকা লাখে, শেয়ার এবং প্রতি শেয়ার তথ্য ব্যতিরেকে)

ক্র. নং	বিবরণ	কনসোলিডেটেড ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩০.০৬.২০২৬ (অনিরীক্ষিত)	বছর সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৬ (নিরীক্ষিত)	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩০.০৬.২০২৫ (অনিরীক্ষিত)
১)	পরিচালন থেকে মোট আয় (নিট)	২,৬৮৬.৬৪	১২,২২৮.৭৪	২,৪৯৫.৭৩
২)	ব্যতিক্রমী বিষয়াবলী এবং কর পূর্ববর্তী সময়ের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি)	৫৮১.৭৩	১,২৭৬.২৪	(৪৯৯.০৪)
৩)	কর পূর্ববর্তী সময়ের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) (ব্যতিক্রমী এবং/অথবা অসাধারণ বিষয়াবলীর পর)	৫৮১.৭৩	(৪,৯৩৬.৮২)	(৪৯৯.০৪)
৪)	কর পরবর্তী সময়ের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) (ব্যতিক্রমী এবং/অথবা অসাধারণ বিষয়াবলীর পর)	৪৩১.৭৭	(৫,৮৬৪.০৪)	(৬৫২.৬৮)
৫)	সময়ের জন্য মোট সামগ্রিক আয়	৪৩২.৭৮	(৫,৮৬০.০৩)	(৬৫০.৫৬)
৬)	ইকুইটি শেয়ার মূলধন	১,৭২৯.১৭	১,৭২৯.১৭	১,৭২৯.১৭
৭)	অন্যান্য ইকুইটি (পূর্ববর্তী বছরের ব্যালেন্স শিটে দেখানো পুনঃমূল্যায়ন সংরক্ষণ ব্যতীত)		১৬,৫৯৪.৭৮	
৮)	অসাধারণ কার্যক্রমের পর সময়ের জন্য প্রতি শেয়ার পিছু আয় (ফেস ভ্যালু প্রতিটির ১০/- টাকা) মৌলিক:	২.৫০	(৩৩.৯১)	(৩.৭৭)
	মিশ্রিত:	২.৫০	(৩৩.৯১)	(৩.৭৭)

দ্রষ্টব্য:
১) স্ট্যান্ডঅ্যালোন অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের মূল তথ্য নিচে দেওয়া হলো:-

(টাকা লাখে)

বিবরণ	স্ট্যান্ডঅ্যালোন ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩০.০৬.২০২৬ (অনিরীক্ষিত)	বছর সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৬ (নিরীক্ষিত)	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩০.০৬.২০২৫ (অনিরীক্ষিত)
পরিচালন থেকে মোট আয় (নিট)	২,৬৮৬.৬৪	১২,২২৮.৭৪	২,৪৯৫.৭৩
কর পূর্ববর্তী সময়ের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি)	৭০৬.৬৩	৩,৭১৩.৩৮	৬০৭.৪৯
কর পরবর্তী সময়ের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি)	৫২৯.৯৮	২,৭৬৮.৮৯	৪৫৪.৮৯
মোট সামগ্রিক আয়	৫৩০.৯৯	২,৭৭২.৯০	৪৫৭.০১

দ্রষ্টব্য:
২) কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদ ১৩ই আগস্ট, ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত তাঁদের সভায় ৩০শে জুন, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক (কিউ১)-এর অনিরীক্ষিত স্ট্যান্ডঅ্যালোন এবং কনসোলিডেটেড আর্থিক ফলাফল **("আর্থিক ফলাফল")** অনুমোদন করেছেন।
৩) উপরের বিবরণীটি এসইবিআই (লিস্টিং ওবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর রেগুলেশন ৩৩-এর অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জগুলিতে পেশ করা আর্থিক ফলাফলের বিশদ ফরম্যাটের একটি নির্যাস। ৩০শে জুন, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের পূর্ণাঙ্গ ফরম্যাট কোম্পানির ওয়েবসাইটে (URL: **https://www.ahleast.com/financial-results.html**) উপলব্ধ রয়েছে। নিচে দেওয়া কিউআর কোড স্ক্যান করেও এটি দেখা যেতে পারে।

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ১৩ই আগস্ট ২০২৬

পরিচালনা পর্ষদের আদেশে
এশিয়ান হোটেলস (ইস্ট) লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
যুগ্ম ম্যানেজিং ডিরেক্টর

শোরগোলেই কাটল বাদল অধিবেশন

নয়াদিল্লি, ১৩ অগাস্ট: গোটা বাদল অধিবেশনই শোরগোলের মধ্যে কেটেছে। কিন্তু বৃহস্পতিবার লোকসভায় সংসদের অধিবেশন শুরু হয় বন্দে মাতরম্ দিয়ে। ছ'টি স্তবক গাওয়া শেষ হলে লোকসভার বাদল অধিবেশনের সমাপ্তি ঘোষণা করে দেন স্পিকার ওম বিড়লা। তাই হইহট্টগোলে ভরা গোটা অধিবেশনের মধ্যে বৃহস্পতিবার বন্দে মাতরম্ গাওয়ার ওই ৩ মিনিট ১০ সেকেন্ড সবচেয়ে শান্ত ছিল সংসদ। কোনও রাজনৈতিক বাগ্বিতণ্ডা নয়, সরকারের কাছে বিরোধীদের নানা ইস্যুতে জবাবদিহি নয়, শুধু একটি মাত্র বিষয়ই শাসক-বিরোধীকে 'এক মঞ্চে' এনে দাঁড় করাল। আর তার জেরে গোটা বাদল অধিবেশনের ওই সময়টুকুতেই সংসদে এক অন্য ছবির দেখা মিলল। অন্য দিনের মতোই লোকসভায় অধিবেশনের শুরুতে ছবিটা ছিল একইরকম। সকাল ১১টায় শাসক এবং বিরোধী দলের সাংসদেরা হাজির হন। ১১টার কিছু আগেই হাজির হয়েছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। তাঁকে দেখেই বিরোধীরা 'ক্ষমা চাইতে হবে' বলে চিৎকার করেন। ২০ জুলাই পড়ুয়াদের উপর পুলিশের লাঠিচার্জের বিষয়ে শাহের জবাব দাবি করে সোচ্চার হন। তার কিছু পরেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী প্রবেশ করেন। তার পরই গাওয়া হয় বন্দে মাতরম্। সাংসদেরা কণ্ঠ মেলান। অন্য দিকে, বাদল অধিবেশনের মধ্যে লোকসভা কতটা কাজকর্ম হয়েছে, তার একটা হিসাব দিয়েছেন সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী কিরেণ রিজিজু। বৃহস্পতিবার অধিবেশনের শেষ দিনে সেই হিসাব তুলে ধরে রিজিজু জানিয়েছেন, লোকসভায় এই অধিবেশনে কাজের হার ১৯ শতাংশ। রাজ্যসভায় ৩৯ শতাংশ। তবে এটি নজিরবিহীন কোনও হিসাব নয়।

মহারাষ্ট্রে আক্রান্ত অকালি প্রধান সুখবীর সিং বাদল

মুম্বই, ১৩ অগাস্ট: মহারাষ্ট্রের নান্দেড়ে হামলার শিকার হলেন শিরোমণি অকালি দলের প্রধান তথা পঞ্জাবের প্রাক্তন উপমুখ্যমন্ত্রী সুখবীর সিং বাদল। সংবাদ সংস্থা পিটিআই জানিয়েছে, স্থানীয় মাতা সাহেব কৌর গুরুদ্বারের সামনে সুখবীরকে কৃপাণের কোপ মারা হয়েছে। হামলায় জখম হয়েছেন অকালি প্রধানের এক নিরাপত্তারক্ষীও।

হামলায় অকালি প্রধানের হাত জখম হয়। তাঁকে হাসপাতাল ভর্তি করানো হয়েছে। পিটিআই জানিয়েছে, ওই গুরুদ্বারের সামনে সুখবীরের উপর নিহং শিখ জনগোষ্ঠীর কয়েক জন সশস্ত্র হামলাকারী চড়াও হন। সুখবীর বৃহস্পতিবার দুপুরে তাঁর স্ত্রী তথা শিরোমণি অকালি দলের সাংসদ হরসিমরত কউরের সঙ্গে নান্দেড়ের তখত শ্রী হজুর সাহেব দর্শন করে মাতা সাহেব কৌর গুরুদ্বারে যাচ্ছিলেন। জেড প্লাস সুরক্ষাপ্রাপ্ত দম্পতির সঙ্গে ছিলেন নিরাপত্তারক্ষীরাও। ঘটনাস্থলে ছিল পুলিশও। পুলিশকর্মীরা কয়েক জন হামলাকারীকে আটক করেছেন। কেন এমন হামলা হল, তা জানতে শুরু হয়েছে তদন্ত। প্রশ্ন উঠেছে, জেড প্লাস নিরাপত্তাপ্রাপ্ত ভিভিআইপির শরীরে কী ভাবে ধারালো অস্ত্রের আঘাত হানা সম্ভব হল।

প্রসঙ্গত, গত ৭ অগাস্ট দিল্লি গিয়ে সংসদ ভবনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে বৈঠক করেছিলেন সুখবীর। তার পরেই লোকসভার আসন পুনর্বিন্যাস বিল সমর্থনের বার্তা দিয়েছিলেন তিনি। এর পরেই শিরোমণি অকালি দলের এনডিএ-তে ফিরতে পারে বলে জল্পনা শুরু হয়েছে। মোদী সরকার সংসদে তিনটি বিতর্কিত কৃষি বিল পাশ করানোর প্রতিবাদ জানিয়ে ২০২০ সালের সেপ্টেম্বরে এনডিএ ছেড়েছিল শিরোমণি অকালি দল। সুখবীরের স্ত্রী হরসিমরত কউর কেন্দ্রীয় মন্ত্রিত্বে ইস্তফা দিয়েছিলেন।

বিধানসভা অভিযানের জের

শিক্ষা দুর্নীতি: ঝাড়খণ্ডে প্রায় ৬০০ আন্দোলনকারীর বিরুদ্ধে মামলা

রাঁচি, ১৩ অগস্ট: শিক্ষা দুর্নীতির প্রতিবাদে অগ্নিগর্ভ ঝাড়খণ্ড। ঝাড়খণ্ড পাবলিক সার্ভিস কমিশন এবং ঝাড়খণ্ড স্টাফ সিলেকশন কমিশনের নিয়োগ পরীক্ষায় একগুচ্ছ অনিয়মের অভিযোগে গত সোমবার প্রতিবাদীরা ঝাড়খণ্ড বিধানসভা অভিযান করেছিলেন। ওই ঘটনায় বৃহস্পতিবার ৬০০ প্রতিবাদীর বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করল রাজ্যের পুলিশ। মামলায় নাম রয়েছে ১০০ জনের বিরুদ্ধে। আরও ৫০০ জন বিক্ষোভকারীকে আটক করা হয়েছে বলেও খবর। সরকারি চাকরিতে নিয়োগ দুর্নীতির প্রতিবাদে গত ২০ দিন ধরে লাগাতার আন্দোলন চালাচ্ছে ঝাড়খণ্ডে তরুণ প্রজন্ম। দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চলবে বলে জানিয়ে দিয়েছেন বিক্ষোভকারীরা। রাজধানী রাঁচির জয়পাল সিং মুন্ডা স্টেডিয়ামে 'জেপিএসসি-জেএসএসসি রিফর্মস মঞ্চ' লাগাতার বিক্ষোভ প্রদর্শন করছে। তাদের দাবি, নিয়োগ পরীক্ষায় স্বচ্ছতা, দুর্নীতির অভিযোগ ওঠা বেশ কয়েকটি পরীক্ষা বাতিল, সিবিআই অথবা ঝাড়খণ্ডের বাইরের অবসরপ্রাপ্ত বিচারকদের নিয়ে গঠিত প্যানেলকে দিয়ে নিরপেক্ষ তদন্ত করতে হবে। এদিকে ঝাড়খণ্ডে শিক্ষার্থীদের আন্দোলনে পুলিশের ভূমিকায় অস্বস্তিতে পড়েছে কংগ্রেস। তারা ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চার নেতৃত্বাধীন জোট সরকারের অন্যতম শরিক হলেও, আন্দোলনকারীদের ওপর পুলিশের লাঠিচার্জ ও কাঁদানে গ্যাস প্রয়োগের সমালোচনা করেছেন রাহুল গান্ধি। পাশাপশি বিজেপি ছাত্র আন্দোলন রাজনীতি করছে বলেও মন্তব্য করেছে কংগ্রেস। সব মিলিয়ে অস্বস্তি বাড়ছে হেমন্ত সোরেন সরকারের।

নথি ছাড়াই ভারতের ভূখণ্ডকে নিজেদের বলে দাবি নেপালের

কাঠমান্ডু, ১৩ অগস্ট: ভারতের সীমান্তবর্তী লিপুলেখ, লিম্পিয়াধুরা ও কালাপানি এলাকাকে দীর্ঘদিন ধরেই নিজেদের দেশের অংশ বলে দাবি করেছে নেপাল। এই ইস্যু নিয়ে দুই দেশের সম্পর্কে খানিক টানাপোড়েনও চলেছে। এবার প্রশ্ন উঠছে, কাঠমাণ্ডুর এই দাবির সপক্ষে প্রমাণ কই। জবাবে অতি আশ্চর্যজনকভাবে নেপালের বিদেশমন্ত্রী জানিয়েছেন, এই সংক্রান্ত নথিপত্র খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। এহেন পরিস্থিতিতে নেপালের বিদেশমন্ত্রী শিশির খনাল বলেন, গৌলির চুক্তির আসল নথিপত্র নেপালের হাতে আদৌ রয়েছে কি না সেটা জানা নেই তাঁর। সংসদে তাঁর মন্তব্য, 'চুক্তির আসল নথিপত্র আমাদের কাছে আছে কিনা সেটা নেপাল সরকার জানে না। ন্যাশনাল আর্কাইভে চুক্তি সম্পর্কিত কিছু নথি রয়েছে। কিন্তু সেটা সগৌলি চুক্তির আসল নথি কিনা সেটা স্পষ্ট করে জানা যাচ্ছে না।' উল্লেখ্য, ১৮১৬ সালে স্বাক্ষরিত হয় সগৌলির চুক্তি। দু'বছর ধরে ইঙ্গ-নেপাল যুদ্ধ চলার পর শান্তি স্থাপন হয় এই চুক্তির মাধ্যমে। কালী নদীকে দুই দেশের সীমান্ত হিসাবে নির্ধারণ করা হয়। ভারত-নেপাল সীমান্তবর্তী লিপুলেখ, লিম্পিয়াধুরা ও কালাপানি দীর্ঘদিন ধরে অত্যন্ত সংবেদনশীল অঞ্চল হিসেবে বিবেচিত। ২০২০ সালের জুন মাসে নেপাল একটি নতুন মানচিত্র প্রকাশ করে, যেখানে এই এলাকাগুলোকে নেপালের অংশ হিসেবে দেখানো হয়েছে। প্রথম থেকেই এই অবস্থানের তীব্র বিরোধিতা করে এসেছে নয়াদিল্লি। বিতর্ক আরও উস্কে দিয়েছেন নেপালের প্রধানমন্ত্রী বলেন্দ্র শাহ। লিপুলেখ গিরিপথ নিয়ে সম্প্রতি চিন ও ব্রিটেনের সঙ্গে আলোচনা চেয়েছেন তিনি। তারপর থেকেই বিতর্ক বেড়েছে ওই এলাকাগুলি নিয়ে।

ময়দান

দ্বিপাক্ষিক সিরিজে লাগাম টানার ইঙ্গিত আইসিসির!

নিজস্ব প্রতিবেদন: ক্রিকেটের জনপ্রিয়তা ধরেরাখতে ভবিষ্যতেবড় ধরনের পরিবর্তনেরপথে হাঁটতেপারে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিল (আইসিসি)। দীর্ঘদিন ধরে ক্রিকেটপ্রেমীদের একাংশ অভিযোগ করেআসছেন, অতিরিক্ত দ্বিপাক্ষিক সিরিজের কারণে ম্যাচের গুরুত্ব কমে যাচ্ছে এবং দর্শকদেরআগ্রহওআগের মতোথাকছে না। এবার সেই বাস্তবতাই কার্যতস্বীকার করে নিয়েছেন আইসিসির প্রধান নির্বাহী সংযোগ গুপ্তা। তাঁর মতে, শুধু দ্বিপাক্ষিক সিরিজেরওপর নির্ভর করে ক্রিকেটের ভবিষ্যৎ সুরক্ষিতরাখা সম্ভব নয়।বরং প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ এবং অর্থবহ প্রতিযোগিতার সংখ্যাবাড়াতে হবে। সংযোগ গুপ্তা জানিয়েছেন, ভবিষ্যতে যখন-তখন দ্বিপাক্ষিক সিরিজ আয়োজনের প্রবণতা থেকে সরেআসার বিষয়েআইসিসি গুরুত্ব দিয়ে ভাবছে। কারণ, একই দু'দলের মধ্যে ঘন ঘন সিরিজ হলে দর্শকদেরআগ্রহ কমে যায়। প্রতিটি ম্যাচেরআলাদা গুরুত্ব না থাকলে ক্রিকেটেরআকর্ষণও ধীরে ধীরে হ্রাস পায়। তাই আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে প্রতিযোগিতার মান এবং উত্তেজনা বাড়ানোরলক্ষ্যে নতুন পরিকল্পনানেওয়া হচ্ছে। তিনি আরওবলেন, ক্রিকেটের অর্থনৈতিক উন্নয়ন অনেকটাই নির্ভর করে দর্শকদের আগ্রহের ওপর।স্টেডিয়ামে দর্শকেরউপস্থিতি, টেলিভিশন সম্প্রচার এবং ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে দর্শকের সংখ্যা, সবকিছুর সঙ্গেইআর্থিক বিষয় জড়িয়েরয়েছে। কিন্তুবর্তমানে অনেক দ্বিপাক্ষিক সিরিজ সেই প্রত্যাশা পূরণ করতেপারছে না।ফলে ক্রিকেটকেআরও আকর্ষণীয় করে তুলতে নতুন ভাবনার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। আইসিসিরবর্তমান অগ্রাধিকারের বিষয় হিসেবে টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটের কথাওস্পষ্ট করেছেন সংযোগ গুপ্তা। তাঁর মতে, বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এই ফরম্যাট দ্রুত জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে এবং নতুন দর্শকদের ক্রিকেটের সঙ্গে যুক্ত করতেবড় ভূমিকারাখছে। তাইআপাতত টি-টোয়েন্টির প্রসার এবং উন্নয়নের দিকেইবেশিজোর দিচ্ছেআইসিসি। তবে এরঅর্থ এই নয়যেটেস্টবা একদিনের ক্রিকেটকেউপেক্ষা করা হচ্ছে। একদিনের ক্রিকেট নিয়ে তিনি উদ্বেগ প্রকাশ করেবলেন, এই ফরম্যাটের ভবিষ্যৎ সুরক্ষিতরাখতে বিশ্বকাপের মতো বহুজাতিক টুর্নামেন্টের সংখ্যাবাড়ানো দরকার। আরও বেশি দেশকে এই ধরনের প্রতিযোগিতায়অংশনেওয়ার সুযোগ দিলে বিশ্বব্যাপী ক্রিকেটের প্রসার ঘটবে এবং দর্শকদের আগ্রহও বৃদ্ধি পাবে।

Sahajadapur Gram Panchayat
Dakshin Bijaynagar, Joynagar-II, South 24 Parganas

Notice Inviting e-Tender

e-Tender is invited from Reputed, Bonafied Tenderer for 14 Nos. scheme vide **NIT No: 716/SAHA/15th FC(TIED)/26-27, 717/SAHA/15th FC(TIED)/26-27 & 718/SAHA/15th FC(UNTIED)/26-27, Dated : 12.08.2026.** Documents Downloaded/Sale & Bid Submission Start Date : **13.08.2026 from 11:00 AM** and Closing date (Online) : **22.08.2026 up to 17:00 P.M.** Tender opening date (Online): **25.08.2026 on 12:30 PM.** For detailed information visit **www.wbtenders.gov.in** Tender id: **2026_ZPHD_1037677_(1-6), 2026_ZPHD_1037768_(1-4) & 2026_ZPHD_1037777_(1-4)** also available at undersigned G.P.

Sd/-
Pradhan
Sahajadapur Gram Panchayat

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন
৯৮৩১৯১৯৭৯১

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- মোবাইল ৯৩৩১০৫৯০৬০/ ৯০০৭২৯৯৩৫৩

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
CORRIGENDUM FOR e-TENDER

Due to non-availability of minimum bidders, the last date of Submission of Bids of this office e-Tender against Ref. no- WBPWD/EE-WKED/NIQ-52/2026-27. Tender ID- 2026_WBPWD_5017323_1 is hereby extended up to 19/08/2026 upto 1:00 PM; Website: - **tenders.wb.gov.in** Sd/- Executive Engineer-I, PWD, West Kolkata Electrical Division, 4th floor, C-Block, New Sectt. Bldg, 1, K.S. Roy Road, Kol-01.

ICA- T15160(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
TENDER NOTICE

e-Tender is invited by the undersigned for the work "Supply & Installation of 2 Nos. Cassete Type AC Machine in Security & C Section in the 1st Floor at Intelligence Branch Main Building, 13, Lors Sinha Road." e-Tender No: WBPWD/AE/11/PR/T/KCESD/I of 2026-27 (3rd CALL) and Tender ID: 2026_PWDE_5018555_1. Documents Submission end date 27.08.2026 up to 02.00 P.M. Website: http://www.pwdwb.in for details contact at the office of the undersigned. Corrigendum if any will be published only the said website. Sd/- Assistant Engineer, PWD, Kolkata Central Electrical Sub-Division-I

ICA- T15198(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
e-TENDER No: WBPWD/KWSD-I/AE/eNIT-15/2026-2027

E-tender under jurisdiction of Kolkata West Sub-Division No-I, PWD is invited from bonafide outsiders having sufficient work experience of similar nature in Government works. Bid Submission Start Date (Online): 18.08.2026 from 12.30 P.M. Bid Submission End Date (Online): 25.08.2026 from 12.00 P.M. Tender ID: 2026_WBPWD_5018463_1. Corrigendum if any will be published in website only. Details of NIT and tender documents may be downloaded from: https://wbtenders.gov.in/nicgep/app Sd/- Assistant Engineer, PWD, Kolkata West Sub-Division-I, N.S. Building

ICA- T15148(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
P.W.(Roads)Dte. Tender Notice

Assistant Engineer, Canning Highway Sub-Division, P.W.(Roads)Dte., invites online e-NIT No. 03 of 2026-2027. Tender Id :- 2026_WBPWD_5018518_1. Bid submission start and end date: 17.08.2026 from 11.00 A.M., 24.08.2026 upto 11.00 A.M. Details of NIT and tender documents may be downloaded from : https://tenders.wb.gov.in Sd/- Assistant Engineer, Canning Highway Sub-Division P.W.(Roads) Directorate

ICA- T15196(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
SDB QUOTATION NOTICE
CORRIGENDUM

eNIQ No.-WBSDB/EE/CED-III/NIQ-02(e)/2026-27. Vide Memo No.: - 470/EE/CED-III/NIQ-02/2026, Dated: - 24/07/2026. 2nd Corrigendum has been accorded due to date extended. Please see the website https://wbtenders.gov.in/ nicgep/app Bid submission end date: 22.08.2026 at 11.00 Hrs. Sd/- Executive Engineer, Civil Engineering Division No-III. Sundarban Development Board.

ICA- T15110(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
CORRIGENDUM FOR e-TENDER

Due to non-availability of minimum bidders, the last date of Submission of Bids of this office e-Tender against Ref. no- WBPWD/EE-WKED/NIQ-54/2026-2. Tender ID-2026_WBPWD_5017339_1 is hereby extended up to 19/08/2026 upto 1:00 P.M. Website: - **tenders.wb.gov.in** Sd/- Executive Engineer-I, PWD, West Kolkata Electrical Division, 4th floor, C-Block, New Sectt. Bldg, 1, K.S. Roy Road, Kol-01.

ICA- T15161(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-NOTICE INVITING QUOTATION

No.14/Q of 2026-27(2nd Call) Date Corrigendum Sealed Quotations are invited by the Assistant Engineer, Kolkata Central Electrical Sub-Division-II, P.W.D., from Bonafide, resourceful & reliable contractors having requisite Electrical Supervisor's Certificate of Competency in all applicable Parts or equivalent National Supervisors' Certificate of Competency and experience in similar nature of work for Procurement and Installation of 03 (Three) 2 TR, Split Type air-condition machines for server room (400 sq. Ft.) of W.B.G. press Alipore unit at Kadapara. E-Tender Id is 2026_WBPWD_5016455_1. Closing Date: 18.08.2026. Detailed information will be available in the website http://www.pwdwb.in & from above office. Sd/-K.K.Mitra. Assistant Engineer, Kolkata Central Electrical Sub-Division-II, P.W.D.

ICA- T15205(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE

e-TENDER No.: WBPWD / KWSD-II / AE / NIT-09 / 2026-2027. E-tender under jurisdiction of Kolkata West Sub-Division-II, PWD is invited from bonafied outsiders having sufficient work experience of similar nature in Government works. Bid Submission Start Date (Online): 17.08.2026 from 13.30 P.M. upto 24.08.2026 upto 12.00P.M. Tender ID: 2026_WBPWD_5018473_1_5. Corrigendum if any will be published in website only. Details of NIT and tender documents may be downloaded from: https://wbtenders.gov.in/nicgep/app Sd/-Assistant Engineer, PWD Kolkata West Sub-Division-II, N.S. Building.

ICA- T15147(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
TENDER NOTICE

AE/CKHSD-I/PWD invites online NIeT No. WBPWD/AE/ CKHSD-I/NIeT-15/2026-2027 for the following work (1) D.N.Dey Homeopathic College & Hospital—Fencing work at Herbal Garden with barbed wire fencing for protection upon boundary wall of Boy's Hostel within CCL campus during the year 2026-27. Amount-1,77,064.00 Last date of application 27.08.2026 at up to 12.00 P.M. for CENTRAL KOLKATA HEALTH SUB DIVISION-I, PWDte,. Kolkata. TENDER ID : 2026_WBPWD_5017789 Corrigendum if any will be published in website only. Other details may be obtained from : http: tenders.wb.gov.in Sd/-Assistant Engineer, P.W.Dte., Central Kolkata Health Sub-Divison-I.

ICA- T15146(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
NOTICE INVITING E-TENDER
NIeT No. WBPWD/AE/CKHSD_II/ NIeT_11/2026–2027

A.E., Central Kolkata Health Sub Division-II, P.W.D invites online tender for the work : **"Dr. R. Ahmed Dental College & Hospital-Old building-**Repairing damaged Toilet floors to prevent water seepage from the 2nd floor Gents and Ladies toilets and replacement of the old damaged G.I. Eaves gutter with a new G.I. eaves gutter on the north side of the 3rd floor, during the year 2026-2027 and other 03 works." TENDER ID : 2026_WBPWD_5018378_1 to 4. Bid proposal Submission Closing/end date: 01-09-2026 up to 3:00 P.M. Corrigendum if any will be published in website only. Details may be obtained from : **http://tenders.wb.gov.in** Sd/- A.E., Central Kolkata Health Sub-Division-II, P.W.D., Kolkata-14.

ICA- T15181(1)/2026

KHARDAH MUNICIPALITY
Khardah, North 24 Parganas

NIT

Tender No. KDHM/03/CON/26-27, E-Tender ID: 2026_MAD_1037929_1, Categories of Work: Supply of Tyres, Tubes & Rims. Last date of Submission of Tender **25.08.2026.** Details of notice can be seen at: **www.khardahmunicipality.in** & **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- **Chairman**
Khardah Municipality

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন
৯৮৩১৯১৯৭৯১

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
TENDER NOTICE

SFDC Ltd. Invites bid [Ref. e-NIT No. SFDC/MD/NIT- 06(e)/2026-27, Dt. 07/08/2026] for Different repairing work at Nalban Food Park & Project Office, SFDCL. Last date of (online) bid submission is on 21/08/2026 upto 4.00 p.m. and date of opening technical bid is on 25/08/2026 at 4.00 p.m. respectively. Further details available to the website:- www.wbtenders.gov.in & our help desk no. 033-2358 3123. Sd/- Managing Director The State Fisheries Development Corporation Limited.

ICA- T15115(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
TENDER NOTICE
AE/NKHSD-III/NIeQ-04/2026-27
Tender ID : 2026_WBPWD_5018496_1 & 2

Online tenders (e-Tender) are here by invited by the undersigned for different works vide NIeQ number mentioned above. Online bid submission will be start on 17/08/2026 & closing date and time is 25/08/2026 upto 01:00 P.M. For detail information and tender documents please visit **https://wbtenders.gov.in** Corrigendum if any will be published in website only. Sd/- Assistant Engineer, PWD, North Kolkata Health Sub-Division-III, 3rd floor, 33A Eden Hospital Road, Kolkata-700073.

ICA- T15182(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE

Executive Engineer, P.W.Dte . Electrical Construction Division invites online e-Tender for the work of "SITC of AC Machines and Reinstallation of UPS at the Proposed Server Room of NextGen ERSS, located at Ground Floor of Four Storied Building Barrack adjacent to the left side of the staircase at Alipore Police Lines, Bhabani Bhawan, Alipore, Kolkata-27.---Air conditioning work." eNIQ No.- WBPWD/EE-ECD/e-NIQ-54 /2026-27. Tender ID: 2026_WBPWD_5018520_1. Bid submission start date(online): 19.08.2026 from 02.00 P.M. Bid submission closing date(online): 25.08.2026 upto 2.00 P.M. Corrigendum if any will be published in website only. Details of N.I.Q and Tender documents may be downloaded from : http://tenders.wb.gov.in Sd/-Executive Engineer, P.W.Dte. Electrical Construction Division.

ICA- T15215(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-TENDER NOTICE

SFDC Ltd. Invites bid [Ref. e-NIT No. SFDC/MD/NIT-15(e) 3rd Call/2025-26, Dt. 06/08/2026] for the work "Day to Day Preventive, Corrective & Routine Maintenance of entire Electrical Installation at Nalban Food Park, Salt Lake, Sec.-IV." Last date of (online) bid submission is on 22/08/2026 upto 4.00 p.m. and date of opening technical bid is on 25/08/2026 at 4:00 p.m. respectively. Further details available to the website:- **www.wbtenders.gov.in** & our help desk no. 033-2358 3123. Sd/- Managing Director, The State Fisheries Development Corporation Limited.

ICA- T15117(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-TENDER NOTICE

Due to non-availability of minimum required number bidders, the last date of submission of Bid for this office e-Tender No : **WBPWD/EE/18/IR/T/KCED/II of 2026-27, (Tender ID : 2026_WBPWD_5017212_1)** is hereby extended up to 02:00 P.M on 21.08.2026. NIT, Tender documents and corrigendum may be downloaded from the Website: **http://www.pwdwb.in** and e-Tender portal **https://wbtenders.gov.in** Sd/- B.Mandal, Executive Engineer, PWD, Kolkata Central Electrical Division.

ICA- T15168(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE

Executive Engineer, P.W.Dte . Electrical Construction Division invites online e-Tender for the work of "Air conditioning arrangement and allied Electrical Installation works for Courtroom and chambers of the Ld. Judicial Magistrate, 9th Court, Alipore and Ld. Additional Chief Judicial Magistrate, South 24 Parganas, Alipore at Alipore Police Court Complex, Kolkata-700027----Electrical Installation work." eNIQ No.- WBPWD/EE-ECD/e-NIQ-53/2026-27. Tender ID: 2026_WBPWD_5018495_1. Bid submission start date(online): 19.08.2026 from 01.00 P.M. Bid submission closing date(online): 25.08.2026 upto 2.00 P.M. Corrigendum if any will be published in website only. Details of N.I.Q and Tender documents may be downloaded from : http://tenders.wb.gov.in Sd/-Executive Engineer, P.W.Dte. Electrical Construction Division.

ICA- T15216(1)/2026

Durgapur Municipal Corporation
City Centre, Durgapur - 713216, Dist.- Paschim Bardhaman

Notice Inviting e-Tender

1) Name of the Work: Repairing of Bituminous Roads from Sashan Kali Temple to Ghosh Market, and Improvement of Road Side Drains at Post Office to Ghosh Market Connecting within Ward No.- 28, under DMC.
e-Tender No. : WBDMC/COMM/PW/NIT-079/26-27
Tender ID : 2026_MAD_5018557_1 • Estimated Amount : 48,51,592/-

2) Name of the Work: Repairing of Bituminous Road from Bhiringi Aamra Kojon Kali Mandir to Rajmahal Road via Bhiringi Jora Pukur Playground & from Bhiringi Gyanpith Ashram to Bhiringi Buroroy Temple, Goraipara Road from Uttam Tea Stall to Bhiringi Satya Thakur Temple Ward No.- 19, under DMC.
e-Tender No. : WBDMC/COMM/PW/NIT-078/26-27
Tender ID : 2026_MAD_5018588_1 • Estimated Amount : 29,01,010/-

Last Date : 29th August 2026, up to 05:00 pm

3) Name of the Work: Construction of Community Toilet including Sanitary Plumbing at Battala Young Friends Ground within Ward No.- 23 within DMC area.
e-Tender No. : WBDMC/COMM/PW/NIT-371/25-26 (2nd Call)
Tender ID : 2026_MAD_5018574_1 • Estimated Amount : 8,30,750/-

4) Name of the Work: Construction of Drinking Water facilitated Water Tank (Elevated) and Construction of Underground Water Ground Water Reservoir with Pumping System at Durgapur Sanchita Park Welfare Society, under DMC.
e-Tender No. : WBDMC/COMM/PW/NIT-079/26-27
Tender ID : 2026_MAD_5018565_1 • Estimated Amount : 6,88,367/-

Last Date : 22nd August 2026, up to 05:00 pm
For details : **tenders.wb.gov.in**

Sd/- Executive Engineer
Durgapur Municipal Corporation

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
CORRIGENDUM FOR e-TENDER NOTICE

Due to non-availability of minimum bidders, the last date of submission of Bids of this office e-Tender Ref. No. WBPWD/EE-ECD/e-NIQ-42/2026-27 (Tender Id No. 2026_WBPWD_5017164_1) is hereby extended up to 1.00 P.M. on 21.08.2026. Details of NIQ, Tender documents and corrigendum may be downloaded from the website: https://wbpwd.gov.in and e-Tender portal: https://tenders.wb.gov.in Sd/-Executive Engineer, P.W.Dte. Electrical Construction Division.

ICA- T15145(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
NOTICE INVITING TENDER

Online tender is invited by the undersigned for the works: "Establishment of a separate Waiting Room for the Ld. Registrars and Officers at the Hon'ble Judges' Guest House in Bijan Bhawan. - EI Works at 1st floor (North) & 2nd floor (North)." Tender No: WBPWD/AE/NEESD/e-NIQ-09/26-27 & e-Tender ID No. 2026_WBPWD_5018411_1. Document Download Closing Date : 01.09.2026 up to 13:00 Hrs. Details may be downloaded from **etender.wb.nic.in** Sd/- Assistant Engineer, PWD, North East Electrical Sub-Division.

ICA- T15162(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
CORRIGENDUM

All other terms & conditions of NIQ and BOQ will remain unchanged except last date of submission of bid will be upto 22/08/26 upto 12:00 Noon instead of 12/08/26 at 12:00 Noon and bid opening date will be on 25/08/26 at 12:00 Noon instead of 14/08/26 at 12:00 Noon for "IPGMER-SSKM Hospital- Providing FDS, Fire Damper System at Fire Control Room and Emergency and Escape lighting as per Revised Fire safety Recommendation of Trauma Care Centre (G+X), New OPD Building (B+G+Viii), Sports Medicine(G+III) and BIN New OPD Building (G+VIII) with allied Works. (PWD Electrical Works)- Electrical Installation Works (For Emergency Lighting)" vide Tender ID - 2026_WBPWD_5016706_1. invited by the E.E.-I, KSHED, PW Dte. All documents can be seen/obtained from the websites- **tenders.wb.gov.in** and office Notice Board. Sd/- Executive Engineer-I, Kolkata South Health Electrical Division, PW Dte.

ICA- T15165(1)/2026

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. এসজি.টেন্ডার/ডিএসটিই/এসডিএইচ/৬৩২, তারিখ : ১২.০৮.২০২৬। সিনিয়র ডিভিশনাল সিগন্যাল অ্যান্ড টেলিকম ইঞ্জিনিয়ার, পূর্ব রেলওয়ে, আরএমএস বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রিট, শিয়ালদহ, কলকাতা-৭০০০১৪ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **ই-টেন্ডার নং. এসডিএসটিই/এসআইজি/টি/২২/২৬-২৭/এসএফ; স্থানসহ কাজের নামঃ** নিম্নলিখিত রুটের সিগন্যালিং কাজ : কলকাতা-বারাসাত এবং বারাসাত ও বনগাঁ-টিটিআর (এফএস+টিডব্লিউএস+ডব্লিউসিএমএসসি)-৩০ সেট (১ঃ১২- ২৫ সেট এবং ১ঃ৮.৫- ৫ সেট)। **টেন্ডার মূল্য : ₹** ১,০০,৯৮,৯০৮.৮৩; **টেন্ডার নথির মূল্য :** শূন্য; **বায়না অর্থ/বিড সিকিউরিটি জমা দিতে হবে : ₹** ২,০২,০০০.০০; **কাজ সমাপ্তির মেয়াদ :** ০৬ মাস; **টেন্ডার জমা দেওয়ার শুরুর তারিখ :** ২৬.০৮.২০২৬; **টেন্ডার জমা দেওয়ার শেষ তারিখ :** ০৯.০৯.২০২৬ তারিখ দুপুর ২টা পর্যন্ত; **টেন্ডার বিড খোলার তারিখ :** ০৯.০৯.২০২৬ তারিখ দুপুর ২টা ৩০ মিনিটে; বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যাবে : **www.ireps.gov.in** **প্রযুক্তিগত যোগ্যতার মানদণ্ড :-** টেন্ডারদাতাকে গত ০৭ (সাত) বছরে, যে মাসে টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে, আগের মাসের শেষ দিন পর্যন্ত নিম্নলিখিত শ্রেণীর যেকোনো একটি কাজ সফলভাবে সম্পন্ন করতে হবে অথবা উল্লেখযোগ্যভাবে সম্পন্ন করতে হবে (i) তিনটি অনুরূপ কাজ যার প্রতিটির মূল্য টেন্ডারের বিজ্ঞাপিত মূল্যের ৩০%-এর সমান পরিমাণের কম নয়, অথবা (ii) দুইটি অনুরূপ কাজ যার প্রতিটির মূল্য টেন্ডারের বিজ্ঞাপিত মূল্যের ৪০%-এর সমান পরিমাণের কম নয়, অথবা (iii) একটি অনুরূপ কাজ যার প্রতিটির মূল্য টেন্ডারের বিজ্ঞাপিত মূল্যের ৬০%-এর সমান পরিমাণের কম নয়; **আর্থিক যোগ্যতার মানদণ্ডঃ-** টেন্ডারদাতার ন্যূনতম গড় বার্ষিক চুক্তিভিত্তিক টার্নওভার ভি/এন বা 'ভি' হতে হবে, যেটি কম হবে; যেখানে ভি = টেন্ডারের বিজ্ঞাপিত মূল্য কোটি টাকা, এন = কাজ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত বছরের সংখ্যা যার জন্য টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। নিরীক্ষিত ব্যালেন্স শীট অনুসারে, গড় বার্ষিক চুক্তিভিত্তিক টার্নওভার পূর্ববর্তী তিন আর্থিক বছরে "মোট চুক্তিভিত্তিক অর্থপ্রদান" এর গড় হিসাবে গণনা করা হবে। তবে, যদি পূর্ববর্তী বছরের ব্যালেন্স শিট এখনও প্রস্তুত/নিরীক্ষিত না হয়ে থাকে, তাহলে চতুর্থ পূর্ববর্তী বছরের নিরীক্ষিত ব্যালেন্স শিট গড় বার্ষিক চুক্তিভিত্তিক টার্নওভার গণনার জন্য বিবেচনা করা হবে। টেন্ডারদাতাদের জিসিসি ২০২২ (বর্তমান টেন্ডার নথির ফর্ম-৬)-এর অ্যানেক্সার-ভিআইবি অনুসারে প্রয়োজনীয় তথ্য জমা দিতে হবে, সাথে চাটার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট কর্তৃক যথাযথভাবে প্রত্যয়িত নিরীক্ষিত ব্যালেন্স শিট / নিরীক্ষিত ব্যালেন্স শীট দ্বারা যথাযথভাবে সমর্থিত চাটার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টের সার্টিফিকেট। অন্যান্য নথি জমা দিতে হবে টেন্ডার নথিতে উল্লেখ করা হয়েছে। **অনুরূপ কাজের প্রকৃতি :** সিগন্যাল বা টেলিকম সংক্রান্ত যেকোনো কাজ, যার মধ্যে রয়েছে ট্রেঞ্চিং, সিগন্যাল বা টেলিকম কেবল স্থাপন ও টেস্টিং, অথবা এই জাতীয় অন্যান্য বিবিধ আউটডোর এসঅ্যান্ডটি কাজ। **দ্রষ্টব্যঃ** টেন্ডারদাতাকে টেন্ডারের সাথে টেন্ডার নথিতে উল্লিখিত যোগ্যতার মানদণ্ড পূরণের দাবির সমর্থনে নথিপত্র জমা দিতে হবে। টেন্ডারদাতা কর্তৃক জমাকৃত প্রমাণপত্রের সমর্থনে নথি/শংসাপত্রের অনুলিপির প্রতিটি পৃষ্ঠা টেন্ডারদাতা বা টেন্ডারদাতা সংস্থার অনুমোদিত প্রতিনিধি কর্তৃক স্ব-প্রত্যয়িত/ডিজিটাল স্বাক্ষরিত হতে হবে। স্ব-প্রত্যয়নের মধ্যে স্বাক্ষর, স্ট্যাম্প এবং তারিখ (প্রতিটি পৃষ্ঠায়) অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

SDAH-176/2026-27

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
KMDA TENDER NOTICE
e-NIQ No. KMDA/EM/EE/ED-II/ NIQ-18/2026-27

Online quotation is invited by the Executive Engineer, Electrical Division-II, EM Sector, KMDA, Block-D, 2nd floor, Unnayan Bhavan, Salt Lake City, Kolkata-700091, from eligible firms, for the work, **Name of Works, Estimated Value of work, Earnest Money Deposit, Time of Completion,** Servicing, Overhauling & Testing of LT MAIN PDB PANEL & APFC Panel installed at Unnayan Bhavan with replacement of some damaged spare parts., Rate to be quoted, Rs. 6,384/- (Differential amount 2% of the Quoted amount & the deposited E.M.D. is to be submitted by the successful bidder after the issuance of L.O.I. and prior to issuance of W.O.), 10 days from the date of firm order, **Last date & time of online quotation submission:** 24.08.2026 upto 14.00 hours., for details contact the above office or visit both websites. **(KMDA-386)**
www.kmda.wb.gov.in
www.wbtenders.gov.in

ICA- T15106(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
CORRIGENDUM

All other terms & conditions of NIQ and BOQ will remain unchanged except last date of submission of bid will be upto 22/08/26 upto 12.00 Noon instead of 12/08/26 at 12.00 Noon and bid opening date will be on 25/08/26 at 12:00 Noon instead of 14/08/26 at 12:00 Noon for "IPGMER-SSKM Hospital- Providing FDS, Fire Damper System at Fire Control Room and Emergency and Escape lighting as per Revised Fire safety Recommendation of Trauma Care Centre (G+X), New OPD Building (B+G+Viii), Sports Medicine (G+III) and BIN New OPD Building (G+VIII) with allied Works. (PWD Electrical Works)-SITC of Fire Detection System" vide Tender ID-2026_WBPWD_5016700_1 invited by the E.E.-I, KSHED, PW Dte. All documents can be seen/obtained from the websites- tenders.wb.gov.in and office Notice Board. Sd/- Executive Engineer-I, Kolkata South Health Electrical Division, PW Dte.

ICA- T15164(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
West Bengal State AIDS PREVENTION & CONTROL SOCIETY
Swasthya Bhawan, 1st Floor, Wing B, GN-29, Sector-V, Salt Lake, Kolkata 700091
NOTICE

Online BIDS are invited vide no. HFW-28013(99)/1/2023-WBSAPCS IEC /E-NIT-07 dated : 12/08/2026 for handling social media handles, design and development, posting and boosting of creatives for social media post. The Tender documents and other details may be viewed at e-tender portal by opening **E-procurement platform https://wbtenders.gov.in** As well as other amendments & corrigendum also available in above website Sd/- Controller of Finance.

ICA- T15097(1)/2026

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email- dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন: ০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল: dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক: সন্তোষ কুমার সিং**

একদিন বায়োস্কোপ

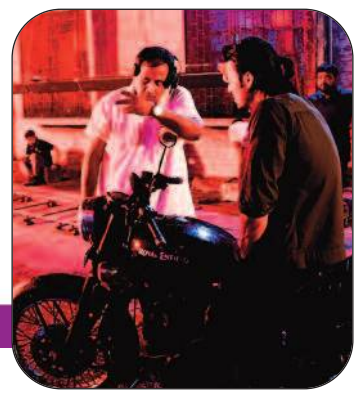

একটি উপভোগ্য কোর্টরুম ড্রামা
‘অ্যাডভোকেট অচিন্ত্য আইচ-৩’

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়

হই হই করে আরও একবার ‘হইচই’ এর পর্দায় এসে গেল ইনভেস্টিগেটিভ অ্যাডভোকেট অচিন্ত্য আইচ। তৃতীয় বারের জন্য পর্দায় ফিরে এসে আবার তিনি করেছেন বুদ্ধির লড়াইয়ে বাজিমাত। সারা বছর হাতে সেরকম বড় কোন কেস না থাকায়, প্রায়শই মায়ের মন্দিরে তাকে দেখা যায় নতুন কোন বড় কেস হাতে পাওয়ার জন্য, আকুল ভাবে জোড় হাতে মায়ের কাছে প্রার্থনা জানাতে। আনন্দময়ী, দুঃখ-নাশিনী মা তাই এবারে হয়তো তৃতীয়বারের জন্য তার প্রতি সদয় হয়েছেন। পরিচালক জয়দীপ মুখার্জির পরিচালনায়, তৃতীয়বারের জন্য ‘হইচই’এর প্ল্যাটফর্মে মোট সাতটি পর্ব নিয়ে,আরও একবার নিজের টিমের(সহকারি ইনফর্মার ভীম এবং স্ত্রী ইন্সপেক্টর গীতা) সাথে স্বমূর্তিতে হাজির ‘অ্যাডভোকেট অচিন্ত্য আইচ-৩’। সিজন-৩ এর গল্পে, প্রখ্যাত স্বর্ণ ব্যবসায়ী নীল রায়বর্মন এবং তার স্ত্রী দেবযানীর গাড়ি একটি মারাত্মক পথ দুর্ঘটনায় পড়ে। সেই দুর্ঘটনায় স্ত্রী দেবযানী প্রাণে রক্ষা পেলেও, নিহত হন স্বর্ণ ব্যবসায়ী নীল রায়বর্মন। এই পর্যন্ত সব ঠিকঠাক ই ছিল, কিন্তু শ্রাদ্ধের দিন সকলকে হতবাক করে দিয়ে, আঘাতপ্রাপ্ত অবস্থায় হঠাৎই সশরীরে এসে হাজির হন নীল রায়বর্মন। নীলের মা এবং সকল আত্মীয়-স্বজনেরা তাকে নীল রায়বর্মন মেনে নিলেও, মানতে পারেননা একমাত্র তার স্ত্রী দেবযানী। এখান থেকেই ঘুরে যায় গল্পের মোড়, কে এই আগন্তুক? সে কি সত্যিই নীল রায়বর্মন? না অন্য কেউ? অদ্ভুত এই কেসের দায়িত্ব এসে পড়ে সাদামাটা, নির্ভেজাল ভালো মানুষ অ্যাডভোকেট অচিন্ত্য আইচের উপর। এই কেসটির কিনারা করতে আদা জল খেয়ে নেমে পড়েন অ্যাডভোকেট অচিন্ত্য আইচ। তাকে মুখোমুখি হতে হয় রায়বর্মন পরিবারের নামজাদা, দোর্দণ্ডপ্রতাপ, সেলিব্রেটি আইনজীবী দ্বিগবিজয় সিংহের। শুরু হয় এক অভূতপূর্ব কোর্ট রুম ড্রামা এবং মগজাস্ত্রের লড়াই। গল্পের বাকি অংশের জন্য দর্শকদের অবশ্যই ‘হইচই’এর প্লাটফর্মে সাতটি পর্বের সম্পূর্ণ সিরিজটি দেখতে হবে। সাতটি পর্বই অত্যন্ত এনগেজিং এবং সিরিজের শেষ দৃশ্য পর্যন্ত দর্শক বৃন্দের কৌতূহল ধরে রাখতে সক্ষম। সাম্প্রতিক বিভিন্ন ঘটনা সমূহের আধারে লিখিত হয়েছে চিত্রনাট্য। গল্প, চিত্রনাট্য, সংলাপ লিখেছেন কোয়েল সৃজীব। একাধিক টুইস্ট সম্বলিত এই সিরিজের ওপেনিং স্টেটমেন্ট এবং ক্লাইম্যাক্স এর ক্লোজিং স্টেটমেন্ট অত্যন্ত আকর্ষণীয় এবং মনে রাখার মত। সিরিজটিতে অভিনয় করেছেন ঋত্বিক চক্রবর্তী(অ্যাডভোকেট অচিন্ত্য আইচ), সব্যসাচী চক্রবর্তী(অ্যাডভোকেট দ্বিগবিজয় সিংহ), ইশা সাহা(দেবযানী), খেয়া চট্টোপাধ্যায়(অচিন্ত্যের স্ত্রী ইন্সপেক্টর গীতা), দেবরাজ ভট্টাচার্য(অচিন্ত্যর সহকারি ভীম), মিঠু চক্রবর্তী(নীলের মা শ্রাবণী), অভিষেক বোস(স্বর্ণ ব্যবসায়ী নীল রায়বর্মন), দুলাল লাহিড়ী (অচিন্ত্য আইচের বাবা), তমালি চক্রবর্তী, দেবযানী সিংহ প্রমুখ। আগের অন্য দুটি সিজনের মত এই সিজনেও অ্যাডভোকেট অচিন্ত্য আইচ রুপী ঋত্বিক চক্রবর্তী অসাধারণ এবং অনবদ্য। তার এই সাদামাটা অথচ সুচারু, বুদ্ধিদীপ্ত অভিনয় দর্শকদের অবশ্যই ভালো লাগবে। এক জাঁদরেল অ্যাডভোকেটে দ্বিগবিজয় সিংহের চরিত্রে সব্যসাচী চক্রবর্তীর অসাধারণ অভিনয় সমগ্র সিরিজটিকে প্রাণবন্ত করে তুলেছে। তার স্টাইলিশ পারফরমেন্স এবং জলদগম্ভীর কণ্ঠস্বর দর্শকদের অবশ্যই মনমুগ্ধ করবে। এই সিরিজের আরও একটি অন্যতম চরিত্র দেবরাজ ভট্টাচার্য যথারীতি তার ম্যানারিজম এবং অভিনয় কুশলতা দিয়ে এক অনন্য হাস্যরসের পরিবেশন করেছেন। তার এই অসাধারণ হিউমার সিরিজটিকে অনেক বেশি উপভোগ্য করে তুলেছে। ইশা সাহা, অভিষেক বোস, খেয়া চট্টোপাধ্যায়, মিঠু চক্রবর্তী, দুলাল লাহিড়ী প্রত্যেকেরই সাবলীল অভিনয় দক্ষতা সিরিজটির অন্যতম সম্পদ। সিরিজের গল্পের ইনভেস্টিগেশনের ডেপথ, অনবদ্য কোর্টরুম ড্রামা, মেমোরি গেমস বা মগজাস্ত্রের লড়াই, চিত্রনাট্যের একা ধিক টুইস্ট, দেবরাজের হিউমার (আগের সিজনেও ছিল) এবং কলাকুশলীদের অনবদ্য অভিনয় এই সিজনটিকে আগের দুটি সিজন অপেক্ষা কিছুটা হলেও এগিয়ে রাখে। সিরিজের সিনেমাটোগ্রাফির দায়িত্ব সামলেছেন টুবান, সফলভাবে এডিটিং এর কাজ করেছেন মলয় লাহা। ‘অচিন্ত্য আইচ সিজন-৩’এর মিউজিক করেছেন শুভদীপ গুহ। মোশনওয়েভ প্রোডাকশন হাউসের উদ্যোগে ‘হইচই’ এর একটি অরিজিনাল সিরিজ ‘অচিন্ত্য আইচ সিজন-৩’দেখার পর বাংলার দর্শকেরা অবশ্যই বুদ্ধিদীপ্ত মগজাস্ত্রের লড়াই নিয়ে পুনর্বার অ্যাডভোকেট অচিন্ত্য আইচের আগমনের অপেক্ষায় থাকবেন।

‘একটা গল্প বলার আছে’
সম্পূর্ণরূপে ভিন্নধর্মী প্রেমের বহিঃপ্রকাশ

শাশ্বত চট্টোপাধ্যায়

‘মন যে আমার’-এর ৫০ লক্ষেরও বেশি ভিউ প্রাপ্তির পর মিউজিসিয়ান তথা পরিচালক দেবাঞ্জন প্রত্যাবর্তন করেছে তার নতুন মিউজিক্যাল ফিল্ম ‘একটা গল্প বলার আছে’ নিয়ে। এই মিউজিকাল ফিল্ম মুক্তি পেয়েছে সেরেগামা বাংলা নামক ইউটিউব চ্যানেলে। এই যাত্রাটি দেবাঞ্জন এর সেরেগামার সাথে চতুর্থ যাত্রা যাকে বলা হয় মিউজিক্যাল জার্নি। মিউজিক ফিল্মটির মূল চরিত্রে অভিনয় করেছে জন ভট্টাচার্য এবং রূপসা মুখোপাধ্যায়। এই সংগীতে প্রলেপিত ছবিটিতে ভিন্নধর্মী সামাজিক বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ পাওয়া গিয়েছে। সমাজের অন্ধকার দিকের উন্মোচন রয়েছে এখানে যে অন্ধকার অর্থাৎ পঙ্কিল পটভূমিতে ফুটে উঠেছে এক নতুন প্রেম কাহিনী। এই মিউজিকাল ফিল্মে সংগীত শিল্পী হিসেবে কাজ করেছে সোমলতা আচার্য চৌধুরী। তার অভাবনীয় কণ্ঠে এই সুরালংকৃত ছবিটি এক অনন্য মাত্রা পেয়েছে। টানটান উত্তেজনাপূর্ণ গল্প, মধুর সংগীত এবং সিনেমাটিক আবহাওয়ার মিশেলে নির্মিত মিউজিক্যাল ফিল্মটি এক অনুপম অভিজ্ঞতা দর্শকদের সামনে তুলে ধরেছে। এখানে গল্পটির অগ্রসর হয়েছে দুটি সমান্তরাল জগতকে বেষ্টন করে। বেশ্যাপল্লীর এক তরুণীর প্রেম, প্রেমে বাধা এবং সেই বাধা কাটিয়ে জীবনের নতুন পরিণতি এই গল্পের কেন্দ্রীয় অংশ।। প্রেমের ঘাত প্রতিঘাতের চিত্র খুব সুন্দর ভাবে রূপায়িত হয়েছে এই মিউজিকাল স্টোরিটাতে। এই গল্পের সিনেমাটোগ্রাফি, আবহ্ সংগীত এবং আলোকসজ্জার মেলবন্ধন উল্লেখযোগ্য প্রশংসার দাবিদার। প্রযুক্তির দিক থেকে শক্তিশালী টিমের নিপুন ক্রিয়া-কলাপের ফলে এই চলচ্চিত্রটি অসামান্য হয়ে উঠেছে। ছবিটির চিত্রগ্রহণে রয়েছেন সৌভিক বসু। এডিটিং এর কাজটি করেছে দেবজিৎ সরকার এবং পুরো এডিটিং এর তত্ত্বাবধানের দায়িত্বে রয়েছেন সুজয় দত্ত রায়। এই ছবির পরিচালক ছবিটি সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন,

‘এই মিউজিকাল ফিল্মটি আমাদের গোটা টিমের অখন্ড পরিশ্রম এবং ভালোবাসার ফসল। এই ছবিতে সোমলতা আচার্য চৌধুরী সাথে আমি কাজ করার সুযোগ পেয়েছি যেটা আমার জীবনের একটা স্বপ্নের মত ছিল। আমাদের সবসময় প্রচেষ্টা ছিল যে বাংলা ভাষার গল্পকে আন্তর্জাতিক মানে পৌঁছে দেওয়া। এবার সেটা কতটা করতে পেরেছি সেটা দর্শক বলবে। আমার এই ফিল্ম আমার স্বপ্নের প্রতিফলন। প্রথমবার জন ও রূপসার সাথে কাজ করে আমার খুব ভালো লেগেছে। বলাই বাহুল্য খুব ভালো অভিজ্ঞতা হয়েছে ওদের সাথে কাজ করে। ওরা খুবই নিবেদিত প্রাণ শিল্পী।আমি প্রভূত আশাবাদী এই সিনেমাটির ভবিষ্যৎ সাফল্য নিয়ে’।

প্রচলিত প্রেমের ধ্যান ধারণা ভেঙে সম্পূর্ণরূপে এক নতুন প্রেমের আঙ্গিক তুলে ধরেছেন পরিচালক দেবাঞ্জন তার এই ‘একটা গল্প বলার আছে’ মিউজিকাল ফিল্মের মাধ্যমে। নির্মাতাদের স্থির বিশ্বাস এই কাজ দর্শকদের মনোগ্রাহী হবে এবং বাংলা সিনেমার সংগীত কেন্দ্রিক চলচ্চিত্রের ইতিহাসে অবশ্যই স্থান দখল করবে।

ময়দান

কিয়ানের হ্যাটট্রিকে ফের জয়ে ফিরল মোহনবাগান

নিজস্ব প্রতিবেদন: কলকাতা লিগে টানা দু’টি ম্যাচ হেরেছে মোহনবাগান। সুপার সিক্সে যাওয়ার রাস্তা হয়েছে কঠিন। সেই চাপ কিছুটা কাটল। কিয়ান নাসিরির হ্যাটট্রিকে বৃহস্পতিবার কলকাতা লিগের ম্যাচে বিধাননগর এমএস-কে ৩-০ গোলে হারাল মোহনবাগান। এই জয়ে কিছুটা স্বস্তিতে বাস্তব রায়ের মোহনবাগান। এই ম্যাচে জয় না পেলে আরও সমস্যায় পড়ত বাগান শিবির। শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক খেলা শুরু করে মোহনবাগান। প্রথম মিনিটেই গোল করার মতো সুযোগ করে ফেলেছিল। যদিও অফসাইডের কারণে সেই আক্রমণ থেকে গোল হয়নি। বিধাননগর অ্যাকাডেমির ছেলেরাও বেশ কয়েক বার আক্রমণে উঠে লড়াই দিয়েছিল। তবে মোহনবাগান রক্ষণ জমাট বেঁধে ছিল। ম্যাচের ১০ মিনিটে বাঁ দিক থেকে রবিলাল মাণ্ডির ক্রস ঠিক জায়গায় পৌঁছলে গোল হতে পারত। তবে মোহনবাগান প্রথম গোল করে এর চার মিনিট পরেই। সুহেল ভাটের পাস থেকে গোল করে ডেডলক ভাঙেন কিয়ান নাসিরি। ১৭ মিনিটে সন্দীপ মালিকের দূরপাল্লার শট লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। দু’মিনিট পর সুহেলের হেড ক্রসবারে লেগে ফিরে আসে। ২০ মিনিটের মাথায় একক দক্ষতায় বিধাননগরের কয়েকজন ডিফেন্ডারকে কাটিয়ে বক্সে ঢুকে পড়েছিলেন বিভানজ্যোতি লস্কর। কিন্তু ফিনিশিং করতে না পারায় সুযোগ নষ্ট হয়। এর পর কিয়ান এবং সুহেলও সহজ দু’টি সুযোগ নষ্ট করেন। ৩১ মিনিটের মাথায় সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ানো বলে কিয়ানের জোরালো শট বাঁচিয়ে দেন বিধাননগরের গোলকিপার। সাত মিনিট পর বিধাননগরের এক ফুটবলারের শট রুখে দেন মোহনবাগানের গোলকিপার। প্রথমার্ধ শেষের কিছুক্ষণ আগে সায়নের শট পোস্টে লাগে। অল্পের জন্য গোল করতে পারেননি তন্ময় ঘোষও। তবে প্রথমার্ধ শেষ হওয়ার একটু আগে বিভানের বাড়ানো বল থেকে গোল করেন কিয়ান এরপর ৬৫ মিনিটে হ্যাটট্রিক করে দলের জয় নিশ্চিত করে দেন কিয়ান।

গম্ভীরের দেখার পরই গলের পিচ পরিবর্তন

নিজস্ব প্রতিবেদন: শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টের আগে গলের পিচ ঘিরে তৈরি হয়েছে নতুন কৌতূহল। ভারতীয় দলের প্রধান কোচ গৌতম গম্ভীর এবং ব্যাটিং কোচ সিতাংশু কোটাক পিচ পরিদর্শন করে যাওয়ার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই মাঠকর্মীদের ফের ২২ গজ নিয়ে কাজ করতে দেখা যায়। ফলে শনিবারের টেস্টে পিচের চরিত্র কেমন হবে, তা নিয়ে ভারতীয় শিবিরেও জল্পনা বেড়েছে।

বুধবার শ্রীলঙ্কা দলের অনুশীলন ছিল বন্ধ দরজার আড়ালে। সেই সময় গম্ভীর ও কোটাক গলের মাঠে গিয়ে পিচ পরীক্ষা করেন। তাঁদের পরিদর্শনের সময় কিছুক্ষণের জন্য পিচের ঢাকা সরানো হয়েছিল। পরে আবার ঢেকে দেওয়া হয়। কিন্তু ভারতীয় দলের দুই কোচ চলে যাওয়ার ২ ঘণ্টারও কম সময়ের মধ্যে ফের ঢাকা সরানো হয়। মাঠকর্মীরা যন্ত্র দিয়ে পিচের ঘাস কাটেন এবং এরপর নরম রোলার চালানো হয়। কিছুক্ষণ রোদে রাখার পর আবার ঢেকে দেওয়া হয় ২২ গজ। এই পরিস্থিতিতে পিচ নিয়ে প্রশ্ন ওঠাই স্বাভাবিক। গলের পিচ যদি শুরু থেকেই যথেষ্ট ঘূর্ণি দেয়, তাহলে ভারত ৩ বিশেষজ্ঞ স্পিনার নিয়ে নামতে পারে। আবার পিচে ঘাস বেশি থাকলে বা বল খুব বেশি না ঘুরলে ৩ পেসার খেলানোর সম্ভাবনাও রয়েছে। মহম্মদ সিরাজ, প্রসিদ্ধ কৃষ্ণ এবং

গুরনুর ব্রার পেস আক্রমণে থাকতে পারেন। স্পিন বিভাগে কুলদীপ যাদবও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারেন। জসপ্রীত বুমরাহ, ওয়াশিংটন সুন্দর এবং নীতীশ কুমার রেড্ডি না থাকায় দলের ভারসাম্য নিয়েও ভাবতে হচ্ছে ভারতকে। তাই প্রথম দিনের পিচ দেখে চূড়ান্ত একাদশ বেছে নেওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। ১৫ আগস্ট গলে শুরু হবে ২ ম্যাচের টেস্ট সিরিজ। ২০১৫ সালের পর থেকে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে টেস্টে অপরাজিত ভারত। তবে এবার সিরিজের গুরুত্ব আরও বেশি। বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের লড়াইয়ে অবস্থান শক্ত করতে হলে শ্রীলঙ্কার মাটিতে ভাল ফল প্রয়োজন।

এরই মধ্যে গম্ভীরের উপরও রয়েছে চাপ। তাঁর দায়িত্ব নেওয়ার পর ভারত ঘরের মাঠে নিউজিল্যান্ড ও দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে টেস্ট সিরিজ হেরেছে। ২০টি টেস্টে জয় এসেছে মাত্র ৮টিতে। ফলে গলের প্রথম টেস্টে পিচের পাশাপাশি ভারতীয় দলের পারফরম্যান্সও থাকবে তীব্র নজরে।

বাইচুংয়ের জোড়া গোল

নিজস্ব প্রতিবেদন: বৃহস্পতিবার ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের প্রয়াত সচিব দীপক (পল্টু) দাসের ৮৭তম জন্মদিবস উপলক্ষে ক্লাবে বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। বিশেষ ওই দিনটিকে স্মরণীয় করে রাখতে ইস্টবেঙ্গল ক্লাব ‘স্পোর্টস ডে’ হিসেবে পালন করে। সেই উপলক্ষে সকাল ১০টায় ক্লাব তাঁবুতে প্রয়াত সচিব দীপক দাসের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান ও প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয়। এরপর রক্তদান এবং স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির অনুষ্ঠিত হয়।

বিকেলে বিশেষ আকর্ষণ ছিল ক্লাবের টার্ফে প্রাক্তন ফুটবলারদের প্রদর্শনী ম্যাচ। যেখানে খেললেন অ্যালভিটো ডি’কুনহা থেকে শুরু করে রহিম নবি, অসীম বিশ্বাস, মহম্মদ রফিক, বাইচুং ভুটিয়ারা। জোড়া গোল করলেন লাল-হলুদের প্রাক্তন অধিনায়ক তথা পাহাড়ি বিছে বাইচুং। এরপর বিকেলে অনুষ্ঠানে বিশেষ সম্মানীয় অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রী মাননীয় ইন্দ্রনীল খাঁ, শিল্পমন্ত্রী মাননীয় তাপস রায় ও পর্যটন মন্ত্রী শংকর ঘোষ। পল্টু দাস স্মারক বক্তব্যও রাখলেন। সংবর্ধিত করা হল সদ্য কমনওয়েলথ গেমসে সোনাজয়ী অস্মিতা দে-কে। পাশাপাশি সংবর্ধিত করা হল অনূর্ধ্ব -২৩ এশিয়ান অ্যাথলেটিক্সের আসরে ৪অ৪০০ মিটার রিলে রেসে সোনাজয়ী নাফিসা খাতুনকে। আইএফএ পরিচালিত কলকাতা ফুটবল লিগের প্রথম থেকে পঞ্চম ডিভিশনের সেরা খেলোয়াড়দের সম্মান জানানো হয়। সংবর্ধিত হন ক্লাবের ১০০ বছরের থিম সং-এর গীতিকার রাজা চন্দ ও বিশিষ্ট সুরকার অরিন্দম চ্যাটার্জি। বিশেষ এই দিনেই উদ্বোধন হল ক্লাবের প্রাক্তন অধিনায়ক সুধীর কর্মকার নামাঙ্কিত প্লেয়ার বক্স, দীপক দাস নামাঙ্কিত প্রেসিডেন্সিয়াল বক্স এবং জ্যোতিষচন্দ্র গুহ নামাঙ্কিত অফিস কমপ্লেক্সেরও।